নবী রাসুলগণের (আঃ) প্রকৃত উত্তরাধিকারী আলেম কারা?

আবু আব্দির রহমান

إن العلماء ورثة الانبياء
'আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।'

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বলেছেন : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض

"হে কাব ইবনে উজরাহ্, আমি তোমার জন্য বোকাদের নেতৃত্ব হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। অচিরেই তোমাদের মধ্যে শাসক হবে; যে কেউ তাদের কাছে যাবে, তাদের অত্যাচারে সাহায্য করবে, তাদের মিথ্যা কথাকে সত্যায়ন করবে, আমি তাদের নই, তারাও আমার নয়। সে 'হাউজে কাউসারে' প্রবেশ করতে পারবে না। যে কেউ তাদের কাছে যাবে না, তাদের অত্যাচারে সাহায্য করবে না, তাদের মিথ্যা দাবীসমূহের সত্যায়ন করবে না, সে আমার, আমি তার। সে 'হাউজে কাউসারে' প্রবেশ করতে পারবে।" (সুনান তিরমিযী-৬১৪, তাবরানী-২১২)

সংকলকের কথা

এই লেখাটি একটি সংকলন। এর কোন কপি-রাইট নেই। যে কেউ যে কোন সময়, যে কোন ভাষায় অনুবাদ করে এই বই সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ছাপাতে ও বিলি করতে পারবেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে যে সকল হাদিস আছে, সেগুলোর তাহক্বীক দেয়া হয় নি, অন্য হাদিসগুলোর ক্ষেত্রে প্রখ্যাত মুহাক্কিকদের তাহক্বীক দেয়া হয়েছে।

পাঠকদের সবার কাছে একটি বিনীত অনুরোধ হবে, এই পুস্তিকাটি নূন্যতম তিনজন আলেমের হাতে তুলে দিন। আপনারা চাইলে এই পুস্তিকা ফটোকপি করে কিংবা কিনে অথবা প্রয়োজনে নিজে ছাপিয়ে যথাসম্ভব বেশী আলেমদের হাতে পৌঁছে দিন।

আপনারা যারা এই বইটি নিজে ছাপিয়ে বিলি করতে চান কিংবা দেশের বাইরে কোন ভাই-বোনকে এই বই পড়তে দিতে চান, তারা নীচের ওয়েব এড্রেসে এই বই এর PDF and DOC ফরম্যাট পাবেন।

warasatulambia.wordpress.com

সংকলকের জন্য দুয়ার দরখাস্ত রইলো যাতে আল্লাহ তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন। আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের উত্তরাধিকারী আলেমদের সান্নিধ্যে থাকার তৌফিক দান করেন। আমীন।

- **আবু আব্দির রহমান**

সূচীপত্র

১। সংকলকের কথা : ৩
২। ইসলামেই একমাত্র মুক্তি : ৭
৩। ইসলামের সঠিক রূপ জানার উপায় : ১০
৩.১. কুরআন ও সুন্নাহ : ১১
৩.২. কুরআনের আয়াত ও হাদিসের ব্যাখ্যায় সাহাবী, তথা সালাফে সালেহীনদের উপলব্ধি : ১২
৪। সাধারণ মুসলমানদের জন্য আলেমদের প্রয়োজনীয়তা : ১৩
৪.১. একজন সাধারণ মুসলমান কি নিজে নিজে কুরআন-হাদিস অধ্যয়ন করবে না? ১৬
৪.২. কুরআন-হাদিসের অনুবাদ পড়ার আরও কিছু কল্যাণকর দিক : ১৭
৫। আলেম এর সংজ্ঞা : ২২
৫.১. আলেম তিনিই, যিনি আল্লাহকে ভয় করেন। ২২
৫.২. আলেম তিনিই যিনি ইলম অনুযায়ী আমল করেন। ২৩
৫.৩. আলেম তিনিই যার কথাবার্তা, চাল-চলনে ইলমের যথাযথ বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ২৪
৫.৪. একজন আলেম উপকারী ইলম সম্পন্ন হবেন, অপ্রয়োজনীয় ইলম সম্পন্ন হবেন না। ২৪
৫.৫. আলেম তিনিই যিনি মানুষকে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ করেন না, আবার তাদেরকে গুনাহ করার অনুমতিও দেন না। ২৪
৫.৬. আলেম হওয়ার জন্য পরিচিত হওয়া জরুরী নয়। ২৪
৫.৭. বিভিন্ন মাদরাসায় পড়লে কি তাহলে আলেম হওয়া যাবে না? ২৫
৬। আলেমদের সম্মান ও মর্যাদা : ২৫
৭। কিছু আলেম হবে মন্দ নিকৃষ্ট : ২৯
৮। আপনি কার কাছ থেকে দ্বীন (ইসলাম) শিখছেন তার উপর নির্ভর করে আপনার দ্বীন এর বিশুদ্ধতা : ৩৫
৯। একজন সাধারণ মুসলমান কি ভালো ও মন্দ আলেমের পার্থক্য বুঝতে পারবেন? ৩৬
১০। ভালো আলেম তথা নবী-রাসুলদের প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের কিছু বৈশিষ্ট্য : ৩৮
১০.১. একজন আলেম নবী-রাসুল আলাইহিমুস্ সালামদের উত্তরাধিকারী : ৩৮
১০.১.১ একজন ভালো আলেম তাওহীদ গ্রহণ করার এবং তাগুত বা মিথ্যা ইলাহসমূহ পরিত্যাগ করার দাওয়াত দিবেন : ৩৯
১০.১.২. একজন আলেম বিভিন্ন বিপদ-মুসিবতের সম্মুখীন হন : ৩৯
১০.১.৩. একজন আলেমের অনেক শত্রু থাকা স্বাভাবিক : ৪১
১০.১.৪. একজন আলেম সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করবেন। সত্য এড়িয়ে যাবেন না : ৪২
১০.১.৫. একজন প্রকৃত আলেমের বহুসংখ্যক অনুসারী নাও থাকতে পারে : ৪৪
১০.১.৬. একজন আলেমের সাথে বাতিল ইলাহদের (তাগুতদের) ও তাদের সমর্থকদের শত্রুতা থাকবে : ৪৫
১০.১.৭. একজন আলেম কাফিরদের ধ্বংস বা আযাব দেখে দুঃখিত হবেন না : ৪৭
১০.১.৮. একজন আলেম নিজের ও নিজের অনুসারীদের অজ্ঞাতসারে শিরকের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন : ৪৭
১০.১.৯. একজন আলেম মৃত্যুর সময় কোন সম্পদ রেখে যাবেন না। ৪৮

১০.২. একজন আলেম অবশ্যই মানুষকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর দাওয়াত দিবেন : ৪৯
১০.৩. ‘জিহাদ’ সম্পর্কে কথা বলার সময় একজন আলেমের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে যাবে না : ৫০
১০.৪. একজন আলেম কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন এবং মুসলমানদের ভালোবাসেন: ৫১

১০.৫. একজন আলেম আল্লাহর শত্রুদেরকে ভয় করবেন না : ৫২
১০.৬. একজন আলেম ভাল কাজের নির্দেশ দেন এবং খারাপ কাজের নিষেধ করেন : ৫৪
১০.৭. একজন আলেম বিদয়াতে শরীক হবেন না : ৫৫
১০.৮ একজন আলেম তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে বাধা দিবেন : ৫৮
১০.৯ একজন আলেম যা শিক্ষা দেন, নিজেও তা বাস্তবায়ন করেন : ৫৮
১০.১০ একজন আলেম উপদেশ দেয়া বা সতর্ক করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে শাসকদের কাছে যাবেন না : ৫৯
১০.১১ একজন আলেম স্বীকার করে নিবেন যে, তিনি সকল কিছু জানেন না : ৬০
১০.১২ একজন আলেম কুরআন-সুন্নাহর সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকবেন : ৬১
১০.১৩ একজন আলেম সাবধানতাবশতঃ যথাসম্ভব ফতোয়া প্রদান করা থেকে বিরত থাকবেন: ৬২
১০.১৪ একজন আলেম অন্য আলেমদের সম্মান করেন : ৬২
১০.১৫ একজন আলেম বিনয়ী হবেন, তিনি অহংকারী কিংবা রুক্ষ মেজাজের হবেন না : ৬৩
১০.১৬ একজন আলেম ইসলামী শরীয়াতের শাসন কায়েমের জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালাবেন : ৬৩

১১। মন্দ আলেমদের বৈশিষ্ট্য : ৬৫
১১.১. তারা অবৈধভাবে মানুষের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে : ৬৫
১১.২. তারা জাগতিক স্বার্থের জন্য আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করে : ৬৫
১১.৩. তারা জেনে শুনে সত্য গোপন করে থাকে : ৬৬
১১.৪. তারা জাল হাদিস কিংবা শর্তহীনভাবে দুর্বল হাদিস ব্যবহার করে : ৬৭
১১.৫. তারা না জেনে, ইলম ছাড়া কথা বলবে, মনগড়া তাফসীর করবে : ৬৯
১১.৬. তারা শাসক, রাজা-বাদশাদের সুবিধা মতো ফতোয়া দেয় : ৭১
১১.৭. তারা অনেক ভালো বক্তাও হতে পারে : ৭১
১১.৮. তারা সকল ইসলামী কাজের মধ্যে অর্থনৈতিক ফায়দা খুঁজে : ৭২
১১.৯ তারা কুরআনের অস্পষ্ট বা মুতাশাবিহা আয়াতকে ব্যবহার করে, স্বার্থ সিদ্ধি করে : ৭৩
১২। সাধারণ মুসলমানদের করণীয় : ৭৫
১২.১. আমরা আলেমদেরকে রবের আসনে বসাবো না : ৭৫
১২.২. কোন আলেমের কাছে দ্বীন শিখবো–তা নির্বাচনে সতর্ক থাকবো : ৭৫
১২.৩. তাক্বলীদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবো না : ৭৭
১২.৪. নিজের অজান্তেই যাতে আমাদের সকল আ'মল নষ্ট না হয়– সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবো :৭৭
১২.৫. নিজেদেরকে যে কোন একজন আলেমের কাছে সঁপে দিব না, বরং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে একাধিক আলেমের মতামত জানার চেষ্টা করবো : ৭৮
১২.৬. আলেমদের কাছ থেকে তাঁদের মতের স্বপক্ষের দলিল-প্রমাণ জেনে নিবো : ৭৯
১২.৭. নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী আলেমদের ভালোবাসবো ও সম্মান করবো : ৮০
১২.৮. প্রকৃত আলেম খুঁজে পেতে প্রতিনিয়ত আল্লাহ কাছে দোয়া করবো : ৮১
১২.৯. ইস্তিখারার মাধ্যমে আলেম নির্বাচন করবো : ৮১
১২.১০. দ্বীনের ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ আগে শিখবো ৮২

১৩। নবী-রাসুলদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী আলেমদের প্রতি আহ্বান : ৮৫
১৩.১. আপনিও গুরাবা (অপরিচিত) হয়ে যান : ৮৫
১৩.২. সকলকে পরিপূর্ণভাবে দ্বীন-ইসলামে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করুন : ৮৫

১৩.৩. ইখতেলাফী মাসয়ালা নিয়ে দ্বন্দ্ব-কলহ পরিহার করুন : ৮৮
১৩.৪. মানুষের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির পরোয়া না করে শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করুন : ৮৯
১৩.৫. অত্যাচারী, জালেম শাসকদের তোষামোদ ও সহযোগিতা পরিহার করুন : ৯১
১৩.৬. সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষকে উপদেশ / প্রশ্নের উত্তর দিন : ৯২
১৩.৭. দাওয়াত, খুতবা কিংবা ওয়াজের সময় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করুন : ৯৩
১৩.৮. দলিল-প্রমাণ সহকারে কথা বলুন যাতে মন্দ আলেমরা ইসলামের নামে যা ইচ্ছা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে না পারে : ৯৪
১৩.৯. সাহস থাকলে সত্যকে প্রকাশ করে দিন, নতুবা চুপ থাকুন : ৯৫
১৩.১০. সাধারণ মুসলমানদের যথাযথ উলিল আ'মর হিসেবে দায়িত্ব পালন করুন : ৯৬
১৩.১১. 'ফিতনা সৃষ্টি' হওয়ার অযুহাত দেখিয়ে সত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা যাবে না : ৯৬

১৪। উপসংহার : ৯৭

নবী রাসুলগণের (আঃ) প্রকৃত উত্তরাধিকারী আলেম কারা?

১। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

২। ইসলামেই একমাত্র মুক্তি :

আমরা সবাই একদিন মারা যাবো। এবং আমাদের শেষ গন্তব্য হচ্ছে : জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (سورة آلَ عمرانَ 3:185)

প্রতিটি জীবন মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করবে এবং ক্বিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে পূর্ণমাত্রায় বিনিময় দেয়া হবে। যে ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করা হল এবং জান্নাতে দাখিল করা হল, অবশ্যই সে ব্যক্তি সফলকাম হল, কেননা পার্থিব জীবন ছলনার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা আলে-'ইমরান ৩ : ১৮৫)

কিন্তু আল্লাহ কাউকে জোর করে, জান্নাত কিংবা জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করেন না। মানুষ নিজ ইচ্ছায় জান্নাত কিংবা জাহান্নামের পথে এগিয়ে যায়।

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (سورة النبأ 39 :78)

এ দিনটি সত্য, সুনিশ্চিত, অতএব যার ইচ্ছে সে তার প্রতিপালকের দিকে আশ্রয় গ্রহণ করুক। (সূরা নাবা ৭৮:৩৯)

আল্লাহ আরো বলেন :

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (سورة الكهف 29 :18)

আর বলে দাও, "সত্য এসেছে তোমাদের রবের নিকট হতে, কাজেই যার ইচ্ছে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করুক।" আমি (অস্বীকারকারী) যালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি যার লেলিহান শিখা তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে গলিত শিশার ন্যায় পানি দেয়া হবে যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে, কতই না নিকৃষ্ট পানীয়! আর কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল! (সূরা কাহ্ফ ১৮:২৯)

আর জান্নাতে যাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে দ্বীন ইসলাম।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (:سورة آل عمران: 3:19)

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম। (সূরা আলে-'ইমরান ৩:১৯)

আল্লাহ আরো বলেন :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (سورة آل عمران 3:85)

আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইবে কক্ষনো তা কবূল করা হবে না এবং আখিরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আলে-'ইমরান ৩:৮৫)

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار

[أخرجه أحمد (350/2 ، رقم 8594) ، ومسلم (134/1 ، رقم 153) وأخرجه أيضًا : أبو عوانة (97/1 ، رقم 308) ، وابن منده (508/1 ، رقم 401) .]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সেই সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, ইহুদী-খ্রীস্টানদের যে কেউ আমার কথা শুনবে কিন্তু যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি (ইসলাম) তার উপর ঈমান না এনে মারা যাবে, সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সহীহ মুসলিম - ১৫৩, মুসনাদে আহমাদ - ৮৫৯৪)

সুতরাং, অন্য কোন দ্বীন-ধর্ম-জীবনব্যবস্থা-মতবাদ অনুসরণ করে, এখন আর জান্নাতে যাওয়া যাবে না। জান্নাতে যাওয়ার উপায় হলো একমাত্র ইসলাম।

দ্বীন ইসলামের উপর চলার পথে বাঁধা

সমস্যা হচ্ছে, আমাদের জন্য ইসলামে চলার পথ এত সহজ হবে না। কারণ আমাদেরকে এই পথ হতে দূরে নেয়ার জন্য রয়েছে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ শত্রু।

ক) **শয়তান :**

অভিশপ্ত শয়তান বলেছিলঃ

قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين (7:16-17 سورة الأعراف)

সে বলল, "যেহেতু (পথ থেকে) আমাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছ, কাজেই আমি অবশ্যই তোমার সরল পথে মানুষদের জন্য ওৎ পেতে থাকব। তারপর আমি তাদের সামনে দিয়ে, তাদের পেছন দিয়ে, তাদের ডান দিয়ে, তাদের বাম দিয়ে তাদের কাছে অবশ্যই আসব, তুমি তাদের অধিকাংশকেই শোকর আদায়কারী পাবে না।" (সূরা আ'রাফ ৭: ১৬-১৭)

খ) **বিপথগামী আলেম :**

শয়তান ছাড়াও রয়েছে মন্দ আলেম যারা জাহান্নামের দরজায় বসে মানুষকে তাদের দিকে আহবান করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل (سورة النساء 4:44)

তুমি কি সেই লোকেদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যাদেরকে কিতাবের অংশ দেয়া হয়েছিল? তারা নিজেরা পথভ্রষ্টতার সওদা করে আর তারা চায় তোমরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাও। (সূরা নিসা ৪ : ৪৪)

আয়াতটি মূলতঃ ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের ঐ সকল আলেমদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যারা আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর জ্ঞান লাভ করার পরও দুনিয়ার জীবনের বিনিময়ে বিপথে চলে গিয়েছিল এবং অন্যদেরকেও বিপথে পরিচালিত করতে চেয়েছিল। একইভাবে এই উম্মাতের মধ্যে একদল আলেম থাকবে, যারা দুনিয়ার লোভে আখিরাতকে বিক্রি করে দিবে কারণ এই উম্মাতও পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে হুবহু অনুসরণ করবে বলে বর্ণিত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن[

أخرجه الطيالسي (ص 289 ، رقم 2178) ، وأحمد (84/3 ، رقم 11817) ، والبخارى (1274/3 ، رقم 3269) ، ومسلم (2054/4 ، رقم 2669) ، وابن حبان (95/15 ، رقم 6703)]

"তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের পদাংক প্রতিটি ব্যাপারে অনুসরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তে ঢুকে থাকে, তাহলে তোমরাও ঐ গর্তে ঢুকে ছাড়বে।" আমরা বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, ঐ

সব উম্মাত কি ইহুদী-খ্রীষ্টান?” তিনি বললেন, “তাহলে কারা?” (সহীহ বুখারী ৩২৬৯, সহীহ মুসলিম ২৬৬৯, সহীহ ইবনে হিব্বান - ৬৭০৩)

এই সকল পথভ্রষ্ট আলেমও আমাদের সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। তারাও আমাদেরকে প্রতারিত করতে পারে।

গ) <u>ইসলামের সঠিক শিক্ষা ভুলে যাওয়া</u> :

এছাড়াও মানুষ যুগে যুগে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এই উম্মাতও হবে বলে রাসুল (সাঃ) আমাদেরকে জানিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالو ا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي (الترمذى – حسن غريب – والطبرانى عن ابن عمرو)

“আমার উম্মাত ঐসব অবস্থার সম্মুখীন হবে, যা বনী-ইসরাঈল সম্মুখীন হয়েছিল, ঠিক একজোড়া জুতার একটি-অপরটির মতো। এমনভাবে যে, যদি তাদের কেউ নিজের মায়ের সাথে জ্বিনা করে থাকে, তবে আমার উম্মাতের মধ্যেও লোক থাকবে, যে নিজের মায়ের সাথে জ্বিনা করে। আর বনী ইসরাঈল বাহাত্তরটি ভাগে ভাগ হয়েছিলো, আমার উম্মাত তিয়াত্তর ভাগে ভাগ হবে। তাদের প্রত্যেকে জাহান্নামী হবে, শুধুমাত্র একটি ভাগ (মিল্লাত) ছাড়া।” সাহাবীগণ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, “তারা কারা, হে আল্লাহর রাসুল?” তিনি বললেন, “যারা আমি যে পথে আছি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছে (সে পথ অনুসরণ করবে)।” (সুনান তিরমিযী-২৬৪১, ইমাম তিরমিযীর মতে হাসান, তাবরানী অন্য সাহাবীর বর্ণনায় একই হাদিস বর্ণিত হয়েছে)

অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فى الجنة وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِى النَّارِ قيل يا رسول الله من هم قال الْجَمَاعَةُ [أخرجه ابن ماجه (1322/2 ، رقم 3992) . وأخرجه الطبرانى (70/18 ، رقم 129) .وأخرجه أيضاً : الطبرانى فى مسند الشاميين (100/2 ، رقم 988) ، وابن أبى عاصم فى السنة (32/1 ، رقم 63) ، واللالكائى فى اعتقاد أهل السنة (101/1 ، رقم 149) قال العراقي إسناده جيد (الباعث على الخلاص :17)قال السخاوي رجاله موثقون (الأجوبة المرضية 2/571)

“সেই সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, অবশ্যই আমার উম্মাত তিয়াত্তর ভাগে ভাগ হবে। তাদের প্রত্যেকে জাহান্নামী হবে, শুধুমাত্র একটি ভাগ জান্নাতে যাবে।” জিজ্ঞেস করা হলো, “তারা কারা, হে আল্লাহর রাসুল?” তিনি বললেন, “তারা হচ্ছে আল জামাআহ্।” (সুনান ইবনে মাজাহ - ৩৯৯২; ৩৯৯৩; কিতাবুল ফিতান, তাবরানী -১২৯)

সুতরাং এই মুসলিম জাতি নানা ধরনের বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে-হবে এবং বহু দল-মতে বিভক্ত হয়েছে এবং হবে। যদিও এসব হাদিসে বর্ণিত ‘জাহান্নামী’ অর্থ ‘চিরস্থায়ী জাহান্নামী’ নয়, যা অন্যান্য হাদিস হতে বুঝা যায়। যেমনঃ

أما أهل النار الذين هم أهلها ، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون . ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم (أو قال بخطاياهم) فأماتهم إماتة . حتى إذا كانوا فحما ، أذن بالشفاعة . فجيء بهم ضبائر ضبائر . فبثوا على أنهار الجنة . ثم قيل : يا أهل الجنة أفيضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. [أخرجه أحمد (11/3 ، رقم 11092) ، والدارمى (427/2 ، رقم 2817) ، ومسلم (172/1 ، رقم 185) ، وابن ماجه (1441/2 ، رقم 4309) ، وابن خزيمة فى التوحيد (ص 282) ، وابن حبان (411/1 ، رقم 184) .وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (518/2 ، رقم 1370)]

আবু সায়ীদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যারা জাহান্নামবাসী তারা মরবেও না আবার বাঁচবেও না। কিন্তু যে সকল (ঈমানদার) মানুষ পাপের কারণে জাহান্নামে যাবে তাদের এক ধরনের মৃত্যু ঘটানো হবে। তারা পুরে কয়লা হয়ে যাবে। তখন তাদের ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। তাদেরকে এক এক দল করে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। অতঃপর জান্নাতের নদীতে রাখা হবে। এরপর বলা হবে, 'হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা তাদের উপর পানি ঢালো।' ফলে তারা উদ্ভিদের মত জীবন লাভ করবে যেমন বন্যার পানির পলি পেয়ে উদ্ভিদ জন্ম লাভ করে থাকে।" (সহীহ মুসলিম-১৮৫, মুসনাদে আহমাদ ১১০৯২, সুনান ইবনে মাজাহ ৪৩০৯, সহীহ ইবনে হিব্বান ১৮৪, মুসনাদে আবু ইয়ালা ১৩৭০, সুনান দারেমী ২৮১৭)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সঠিকভাবে ইসলামে চলার পথে আমাদের জন্য বাঁধা হচ্ছেঃ শয়তান, মন্দ আলেম ও যুগে যুগে মানুষের ইসলামের সঠিক শিক্ষা ভুলে যাওয়া। এছাড়াও আরো কিছু বাঁধা রয়েছে। তাই, জান্নাতে যাওয়ার একমাত্র অবলম্বন 'ইসলামের' সঠিক রূপ তা বিশ্বাসগত (আক্বীদা) হোক বা কর্মগত (আ'মলে) হোক, আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে, সর্বোতভাবে ভ্রান্তপথ থেকে দূরে থাকতে হবে, যদি আমরা জাহান্নামের আযাব হতে মুক্তি পেতে চাই।

সমস্যা হচ্ছে, প্রত্যেক দল-উপদল, গোত্র, মতাদর্শের লোকজন নিজেরদেরকে ঐ মুক্তিপ্রাপ্ত দল বলে মনে করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب (أخرجه البيهقى (252/10 ، رقم 20989) كنز العمال في سنن الأقوال لأفعال–15296,جامع العلوم والحكم–1/311) قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (5/334)–هذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن قال العيني في عمدة القاري (13/352)–هذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن

"মানুষ যা দাবী করে, তাই যদি তাদেরকে দেওয়া হতো, তাহলে মানুষ (অন্য) মানুষের ধন-সম্পদ ও জীবন (বয়স) দাবী করতো। কিন্তু দলিল-প্রমাণ দেয়ার দায়িত্ব দাবীকারীর উপরেই....." (সুনান বাইহাকী - ২০৯৮৯, জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম ১/৩১১)

অর্থাৎ শুধুমাত্র দাবীর উপর ভিত্তি করে যদি মানুষকে তাদের দাবীকৃত বিষয় দিয়ে দেয়া হতো, তাহলে মানুষ অন্যের ধন-সম্পদ, এমনকি অন্যকে হত্যা করতে হবে, এমন দাবী করে বসতো। কিন্তু সবাইকেই তাদের দাবীর সপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করতে হয়।

তাই কেউ নিজের পথ কিংবা মতকে সঠিক দাবী করলে তাকে তার দাবীর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে। আর বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রই যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে কারা এ দাবীতে সঠিক আর কারা ভুল তা বের করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

نَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (سورة الملك 67:10)

তারা আরো বলবে, "আমরা যদি শুনতাম অথবা বুঝতাম তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দাদের মধ্যে শামিল হতাম না।" (সূরা মুল্‌ক ৬৭ : ১০)

সুতরাং, সময় থাকতেই আমাদেরকে যথাযথভাবে শোনা ও বুঝার কাজটি করতে হবে। যাচাই-বাছাই করে দেখে নিতে হবে : কোনটি ইসলামের সঠিক পথ? কারা ভাল আলেম ও কারা মন্দ আলেম?

৩। ইসলামের সঠিক রূপ জানার উপায় :

ইসলামের সঠিক রূপ জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহ এবং এই দুই এর ব্যাখ্যায় সাহাবী, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীনগণের (রঃ) উপলব্ধি। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেনঃ

قال الإمام أبو حنيفة:ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس والعينين ، وما جاء عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فسمعاً وطاعة ، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم تخيرَّنا من أقوالهم ، ولم نخرج عنهم ، وما جاء من التابعين فهم رجال ونحن رجال)[الإحكام لابن حزم573/4]

"আল্লাহর কাছ থেকে যা এসেছে তা আমাদের মাথা ও দু'চোখের উপর, আর যা এসেছে রাসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সে ব্যাপারে হলোঃ শুনা ও মানা, যে সকল কথা সাহাবাগণ (রাঃ) থেকে এসেছে আমরা সেগুলোর মাঝে যাচাই-বাছাই করবো কিন্তু সেগুলোর বাইরে যাবো না। আর তাবেয়ীনদের কাছ থেকে যা এসেছে, সে ব্যাপারেঃ তারাও মানুষ, আমরাও মানুষ।" (ইবনে হাজম (রঃ) রচিত ইহকাম ৪/৫৭৩)

প্রথমতঃ কুরআন ও সুন্নাহ :

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة النساء 4:59)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগত হও এবং রসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের; তবে যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সেই বিষয়কে আল্লাহ এবং রসূলের (নির্দেশের) দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক; (সূরা নিসা ৪ : ৫৯)

আল্লাহ আরো বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورة الحجرات 49:1)

হে মু'মিনগণ! তোমরা (কোন বিষয়েই) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আগে বেড়ে যেয়ো না, আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা হুজুরাত ৪৯ : ১)

আল্লাহ আরো বলেন :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (سورة الجاثية 45:18)

অতঃপর (হে নবী!) আমি তোমাকে দ্বীনের (সঠিক) পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, কাজেই তুমি তারই অনুসরণ কর, আর যারা (দ্বীনের বিধি-বিধান) জানে না তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না। (সূরা জাসিয়াহ ৪৫ : ১৮)

আল্লাহ আরো বলেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (سورة النساء 4:65)

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে। (সূরা নিসা ৪ : ৬৫)

ইমাম মালিক (রঃ) তাঁর হাদিস গ্রন্থ মুয়াত্তাতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম রেখেছেন ,

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

অর্থাৎ "কিতাব (কুরআন) ও সুন্নাহ আঁকড়ে থাকা"। বেশীর ভাগ হাদিস গ্রন্থেই এরকম নামে আলাদা অধ্যায় অথবা পরিচ্ছেদ রয়েছে। তাই এ ব্যাপারে আমরা শুধু একটি হাদিসই উল্লেখ করবোঃ

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب الناس في حجة الوداع فقال يا أيها الناس أني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم بهفلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه[أخرجه البيهقى (114/10 ، رقم 20123) .وأخرجه أيضًا : الحاكم (171/1 ، رقم 318) قال المنذري في الترغيب والترهيب 1/61:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما وله أصل في الصحيح

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেনঃ “আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা আকড়েঁ ধরো, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে নাঃ আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ।” (সুনান বায়হাকী ২০১২৩, হাকিম ৩১৮, ৩১৯, দারাকুতনী ৪/২৪৫)

সুতরাং ইসলামের সঠিক রূপ কুরআন ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ হতে জানতে হবে। অন্য কোন গল্প-কেচ্ছা-কাহিনী, স্বপ্নের বর্ণনা, বুজুর্গের কাহিনী, বিদয়াতী পীরের কেরামতি ইত্যাদি সঠিক ইসলাম জানার কোন উৎস নয়।

দ্বিতীয়তঃ কুরআনের আয়াত ও সুন্নাহর ব্যাখ্যায় সাহাবায়ে কেরাম তথা সালাফে সালেহীনদের উপলব্ধি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (سورة البقرة 2:137)

সুতরাং এরা যদি তেমন ঈমান আনে, যেমন তোমরা ঈমান এনেছো, তাহলে তারা সঠিক পথ পাবে আর যদি অস্বীকার করে, তবে তারা ভেদাভেদে লিপ্ত, সে অবস্থায় তোমার জন্য তাদের (অনিষ্ট হতে বাঁচার জন্য) আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। (সূরা বাক্বারা ২: ১৩৭)

এখানে ‘তোমরা’ অর্থ সাহাবাগণ (রা.)।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي (الترمذی – حسن غريب – والطبرانی عن ابن عمرو)

“আমার উম্মাত ঐসব অবস্থার সম্মুখীন হবে, যা বনী-ইসরাঈল সম্মুখীন হয়েছিলো, ঠিক একজোড়া জুতার একটি-অপরটির মতো। এমনভাবে যে, যদি তাদের কেউ নিজের মায়ের সাথে জ্বিনা করে থাকে, তবে আমার উম্মাতের মধ্যেও লোক থাকবে, যে নিজের মায়ের সাথে জ্বিনা করে। আর বনী ইসরাঈল বাহাত্তরটি ভাগে ভাগ হয়েছিলো, আমার উম্মাত তিয়াত্তর ভাগে ভাগ হবে। তাদের প্রত্যেকে জাহান্নামী হবে, শুধুমাত্র একটি ভাগ (মিল্লাত) ছাড়া।” সাহাবীগণ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, “তারা কারা, হে আল্লাহর রাসুল?” তিনি বললেন, “যারা আমি যে পথে আছি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছে (সে পথ অনুসরণ করবে)।” (সুনান তিরমিযী-২৬৪১, ইমাম তিরমিযীর মতে হাসান, তাবরানী অন্য সাহাবীর বর্ণনায় একই হাদিস বর্ণিত হয়েছে)

সুতরাং যে কোন ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা বুঝার ক্ষেত্রে সাহাবীদের ব্যাখ্যা ও উপলব্ধিই গ্রহণযোগ্য হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন :

لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه[أخرجه الطيالسى (ص 290 ، رقم 2183) ، وأحمد (54/3 ، رقم 11534) ، وابن أبى شيبة (404/6 ، رقم 32404) ، وعبد بن حميد (ص 287 ، رقم 918) ، والبخارى (1343/3 ، رقم 3470) ، ومسلم (1967/4 ، رقم 2541) ، وأبو داود (214/4 ، رقم 4658) ، والترمذى (695/5 ، رقم 3861) وقال : حسن . وابن حبان (238/16 ، رقم 7253)]

“আমার সাহাবীদের ব্যাপারে কেউ কটুক্তি করবে না। তোমাদের কেউ ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় দান করলেও তাদের (সাহাবীদের) মতো হতে পারবে না–তাঁদের অর্ধেকও না।” (সহীহ বুখারী - ৩৪৭০, সহীহ মুসলিম - ২৫৪১, সুনান আবু দাউদ - ৪৬৫৮, সুনান তিরমিযী - ৩৮৬১, মুসনাদে আহমাদ - ১১৫৩৪, মুসনাদে ইবনে আবি শাইবাহ - ৩২৪০৪ ইত্যাদি)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন :

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم

"সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, অতঃপর যারা আসবে তাদের যুগ, অতঃপর যারা আসবে তাদের যুগ।" (সহীহ বুখারী ২৫০৯; সহীহ মুসলিম ২৫৩৩, সুনান তিরমিযী ৩৮৫৯, সুনান ইবনে মাজাহ ২৩৬২, সহীহ ইবনে হিব্বান ৭২২২, সুনান বায়হাকী ১৯৬৯৬, তাবরানী - ১০৩৩৮)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন :

دُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ كَانَ مِنْكُمْ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ

قُلُوبًا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَإِقَامَةِ دِينِهِ فَاعْرِفُوا لَهُمْ حَقَّهُمْ وَتَمَسَّكُوا بِهَدْيِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا

عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ "(مجموع الفتاوى لابن تيمية)

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যকে উদাহরণ হিসেবে নিতে চায়, সে যেন যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাদের থেকে উদাহরণ নেয়, কারণ যে জীবিত, সে ভুলভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তা নেই। তাঁরা হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ (রা.)। এই উম্মাতের মধ্যে তারা সবচেয়ে খোদাভীরু, সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী, বাড়াবাড়ি ও অলসতা হতে সবচেয়ে দূরে। তাঁদেরকে আল্লাহ তাঁর রসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গী হওয়ার জন্য এবং তাঁদের মাধ্যমে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নির্বাচিত করেছেন। তাই তাঁদের সম্মান ও অধিকারের স্বীকৃতি দাও এবং তাদের পথ আঁকড়ে ধরো। কারণ তাঁরা সঠিক পথের উপর ছিলেন।" (মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া ৩/১২৬, ৪/১৩৭)

ইমাম শাফিই (র.) বলেন : "তাঁরা (সাহাবী এবং পরবর্তী দুই প্রজন্ম) জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে, বুদ্ধিমত্তা, আমল, গুণাগুণ এবং ইলম-অর্জনের পথে সহায়ক প্রতিটি ব্যাপারে আমাদের থেকে অগ্রগামী। আমাদের নিজস্ব মতামতের চেয়ে, তাঁদের মতামত আমাদের জন্য কল্যাণকর।" (রিসালাহ)

بِالضَّرُورَةِ لِمَنْ تَدَبَّرَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ: أَنَّ خَيْرَ قُرُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي

وَالِاعْتِقَادِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ فَضِيلَةٍ أَنَّ خَيْرَهَا الْقَرْنُ الْأَوَّلُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ (مجموع الفتاوى لابن تيمية)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন : "ইসলামে অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানের মধ্যে এটাও একটা বিষয় এবং যে কেউ কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে অনুধাবন করে সে জানে এবং আহলুল সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর সকল দল-মত এ ব্যাপারে একমত যে, কথা, কাজ, আক্বীদার (বিশ্বাসসমূহ) এবং সকল গুণাবলীর দিক থেকে ইসলামে উত্তম প্রজন্ম হচ্ছে প্রথম প্রজন্ম, তারপর যারা তাঁদের পরে এসেছেন (তাবেয়ীন) তাঁরা, তারপর যারা তাঁদেরও পরে এসেছেন। এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বিভিন্নভাবে প্রমাণিত হয়েছে।" (মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া ৪/১৫৭)

এছাড়াও কুরআন তাঁদের মাঝেই অবতীর্ণ হয়েছিলো, তাঁরা বিভিন্ন আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট পরবর্তী প্রজন্মসমূহ হতে উত্তমভাবে জানতেন, তৎকালীন আরবী ভাষার জ্ঞানেও তাঁরা পরবর্তী প্রজন্ম থেকে উন্নত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা তাঁরা নিজেরা শুনেছেন এবং পালন করেছেন, তাই কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যায় মত পার্থক্য হলে, সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনগণের ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং অগ্রাধিকার পাবে।

৪. সাধারণ মুসলমানদের জন্য আলেমদের প্রয়োজনীয়তা :

(ক) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

اسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورة النحل 16: 43)

তোমরা যদি না জান তাহলে আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে যারা অবগত তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। (সূরা নাহ্‌ল ১৬ : ৪৩)

ইসলামের সঠিক রূপ চেনার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ এবং এই দুইয়ের ব্যাখ্যায় প্রথম তিন প্রজন্মের অবস্থান কি ছিল, তা জানার জন্যই প্রয়োজন হলো আলেমদের। সাধারণ মুসলমানগণ যেহেতু অনেকেই আরবী জানেন না; আরবী জানলেও যে কোন ব্যাপারে ইসলামের বিধান বা হুকুম (Ruling) কি তা জানার পদ্ধতি এবং উপকরণ তাদের করায়ত্বে নেই, তাই অধিকাংশ ব্যাপারে হুকুম (বিধান) জানতে আলেমদের সাহায্য প্রয়োজন।

এছাড়া কুরআনের কয়েকটি আয়াত কিংবা কিছু সহীহ হাদিস আপাতঃ দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হলে, কিভাবে সমন্বয় সাধন হবে, কোনটাকে গ্রহণ করতে হবে, কোনটাকে পরিত্যাগ করতে হবে – এসব ব্যাপার সাধারণ মুসলমানদের জানা থাকে না। এছাড়া দ্বীনের সকল বিষয় শুধুমাত্র সাধারণ জ্ঞান কিংবা যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে বুঝা যাবে না। সে সব বুঝার জন্য প্রয়োজন কুরআন-সুন্নাহর বিস্তারিত জ্ঞান। আলী (রাঃ) বলেছেনঃ

عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم– يمسح على ظاهر خفيه . [أخرجه الدارمى (195/1 ، رقم 715) ، وأبو داود (42/1 ، رقم 162) ، والطحاوى (35/1) ، والدارقطنى (204/1 ، رقم 4) . قال الحافظ فى التلخيص : إنه حديث صحيح] .

"যদি দ্বীনের বিধান বুদ্ধিবৃত্তি কিংবা যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে নির্ণিত হতো, তাহলে মোজার উপরের অংশের চেয়ে নীচের অংশ মাসেহ করাই উত্তম হতো।" (সুনান আবু দাউদ ১৬২, সুনান দারেমী ৭১৫, ইমাম ত্বহাবী ১/৩৫, সুনান দারাকুতনী ৪, ইবনে হাজার (রঃ) তালখীস গ্রন্থে বলেছেনঃ হাদিসটি সহীহ)

অর্থাৎ সাধারণ যুক্তি-তর্কের দাবী অনুযায়ী যেহেতু পায়ের উপরিভাগের চেয়ে নীচে ময়লা বেশী লাগে, মোজা পরিহিত অবস্থায় পায়ের নীচের অংশ মাসেহ করার কথা কিন্তু দ্বীনের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে শেষ কথা, এর উপর অন্য কোন যুক্তিতর্ক চলতে পারে না। দ্বীনের সকল ব্যাপার সাধারণ জ্ঞান কিংবা যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে বুঝা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন আলেমদের।

(খ) মাতৃভাষায় কুরআন কিংবা সহীহ হাদিস সমূহের সরল অনুবাদ পড়ার সুযোগ অনেকের থাকলেও এসব আয়াত ও হাদিসের ব্যাখ্যা এবং উপলব্ধি (understanding) প্রথম তিন প্রজন্মের কাছে কি ছিল, আমরা তাঁদের ব্যাখ্যার বিরোধী কিছু ভাবছি কিনা, তা জানা সাধারণ একজন মুসলমানের জন্য সহজ নয়। তাই কোন কোন আয়াত ও হাদিস মুহকাম (হুকুমধর্মী) হওয়ায় এবং এ ব্যাপারে আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী আয়াত বা হাদিস না থাকায়, সাধারণ মুসলমানগণ সহজেই তা বুঝতে পারবেন। যেমন : সুদ হারাম সংক্রান্ত আয়াত, জ্বিনা হারাম সংক্রান্ত আয়াত বা হাদিস। কিন্তু সকল ব্যাপার এ রকম হবে না।

যেমন : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

...وا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون (سورة النساء 4:43)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ না তোমরা যা বল, তা বুঝতে পার। (সূরা নিসা ৪ : ৪৩)

কোন নও-মুসলিম কুরআনের এই আয়াতের সরল অনুবাদ পড়ে ভাবতে পারেন, তার মানে কি নামাজের বাইরে মাতাল হওয়া দোষণীয় নয়?

কিংবা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

...م أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم (سورة المائدة 5:3)

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতজন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবহকৃত পশু, আর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত জন্তু, আঘাতে মৃত জন্তু, উপর থেকে পতনের ফলে মৃত, সংঘর্ষে মৃত আর হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু (সূরা মায়িদাহ ৫:৩)

কোন নও-মুসলিম এই আয়াতের সরল অনুবাদ পড়ে মৃত মাছ খাওয়া বাদ দেওয়ার চিন্তা করতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি একই ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য হাদিস জানেন, তখন তার ভুল ধারণা দূর হবে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَانِ ودَمَانِ فأما الميتتان فالحوتُ والجرادُ وأما الدمان فالكبدُ والطِّحال [قال أحمد شاكر في مسند أحمد (8/80) صحيح ثابت بغيره]

“আমাদের জন্য দুই প্রকার মৃত জন্তু এবং দুই প্রকার রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জন্তুদ্বয় হলো : মাছ এবং পঙ্গপাল (locust) আর রক্ত দুইটি হলো কলিজা (যকৃত) ও প্লীহা।” (মুসনাদে আহমাদ-৫৭২৩, সুনান ইবনে মাজাহ-৩৩১৪, সুনান বাইহাকী-১১২৯, শুয়াইবুল আরনাউতের মতে হাসান)

আরবী ভাষা জানা থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সঠিকভাবে কুরআনের মর্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় না। আবার ইসলামের সব হুকুম যে শুধুমাত্র বুঝার পর পালন করতে হবে, ব্যাপারটি এরকম নয়। সব হুকুম বুঝার সামর্থ্য ব্যক্তি হিসেবে আমাদের কিংবা পুরো মানবজাতির নাও থাকতে পারে। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত ব্যাপারসমূহ আমাদেরকে অবশ্যই পালন করতে হবে। স্বয়ং উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) সব হুকুমের কারণ বা ব্যাখ্যা বুঝতে পারেন নি।

وعَنْ عابس بن رَبيعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بن الخطاب – رضي الله عنه – يُقَبِّلُ الحَجَرَ [ص:76] وَيَقُولُ: إنِّي لأَعْلَمُ أنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ، وَلَولا أنِّي رَأيْتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ [أخرجه: البخاري 2/ 183 (1597)، ومسلم 4/ 67 (1270) (251). قال الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 584 (1597): «في الحديث التسليم للشارع في أمور الدين، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها»]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, উমার খাত্তাব (রাঃ) হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার সময় বলেছিলেন, “আমি জানি তুমি শুধুই একটি পাথর। তোমার কোন কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ করার কোন ক্ষমতা নেই। যদি আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমাকে চুমু খেতে না দেখতাম, তবে তোমাকে চুমু দিতাম না।” (সহীহ বুখারী ১৫৯৭, সহীহ মুসলিম ১২৭০)

সহীহ বুখারীর বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী প্রণেতা ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেন, এই হাদিস থেকে দ্বীনের ব্যাপার সমূহের জন্য শরীয়াতের কাছে আত্মসমর্পণ করার কথা বুঝা যায় এবং কোন নির্দেশ না বুঝলেও তা যথাযথভাবে পালন করার সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে। (ফাতহুল বারী ৩/৫৮৪, ১৫৯৭)

সুতরাং, ইসলামের অধিকাংশ ব্যাপারেই বিস্তারিতভাবে নিয়ম-কানুন (হুকুম-বিধান) জানার ক্ষেত্রে, একজন সাধারণ মুসলমানের জন্য আলেমদের সাহায্য প্রয়োজন হবে।

এই জ্ঞান অর্জন করার জন্য আমাদেরকে আলেমদের কাছে যেতে হবে। তাদেরকে যথাযথ সম্মান করতে হবে। তাদের সাথে যথাযথ আদব রক্ষা করতে হবে। ইবনে আব্বাস (রা.) সাহাবীদের কাছে হাদিস শুনতে তাঁদের ঘরে ঘরে যেতেন। তারা দুপুরে বিশ্রামরত থাকলে তাদেরকে না ডেকে, তাদের ঘরের সামনেই অপেক্ষা করতেন যাতে তাদের বিশ্রামে ব্যাঘাত না ঘটে। (মুসতাদরাক হাকিম, মাদখাল ইলাল সুনান, সুনান বাইহাকী নং ৬৭৩) এভাবে ইলম অর্জনের জন্য তিনি কষ্ট স্বীকার করেছেন।

ইমাম মালিক (র.) বলেন : “মানুষ ইলমের কাছে আসবে, ইলম মানুষের কাছে যাবে না।” [খাতিব বাগদাদী, জামি আখলাকির রাওয়ী ওয়া আদাবীস সামী (১/১৫৯); ইবনে আব্দুল বার, জা’মি বায়ানিল ইলম ওয়া ফাদলিহি (১/৮৫)]

তাই আমাদের অহংকার কিংবা উন্নাসিকতা যাতে আমাদেরকে আলেমদের দরজায় যেতে বাধা না দেয়।

৪.১. একজন সাধারণ মুসলমান কি নিজে নিজে কুরআন-হাদিস অধ্যয়ন করবে না?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سورة التغابن 64:16)

কাজেই তোমরা আল্লাহকে তোমাদের সাধ্যমত ভয় কর, তোমরা (তাঁর বাণী) শুন, তোমরা (তাঁর) আনুগত্য কর এবং (তাঁর পথে) ব্যয় কর, এটা তোমাদের নিজেদেরই জন্য কল্যাণকর। (সূরা তাগাবুন ৬৪:১৬)

তাই সামর্থ্য অনুসারে আল্লাহকে ভয় করার দাবী অনুযায়ী একজন মুসলমান যথাসাধ্য কুরআন-হাদিস অধ্যয়ন করে বুঝার চেষ্টা করবেন, বুঝার জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করবেন, আরবী শিখার চেষ্টা করবেন, ইলম অর্জনের চেষ্টা করবেন এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া এখানে আরো কয়েকটি ব্যাপার রয়েছে,

প্রথমতঃ আল্লাহ নিজে কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (سورة النساء 4:82)

তারা কি কুরআনের মর্ম বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে আসত, তবে তাতে তারা অবশ্যই বহু অসঙ্গতি পেত। (সূরা নিসা : ৮২)

আল্লাহ আরো বলেন :

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (سورة ص 29 :38)

এটি একটি কল্যাণময় কিতাব তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি যাতে তারা এর আয়াতগুলোর প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে, আর জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা স-দ ৩৮ : ২৯)

তিনি আরো বলেন :

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (سورة المؤمنون 68 :23)

তাহলে তারা কি (আল্লাহ্‌র) এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? কিংবা তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি? (সূরা মু'মিনূন ২৩ : ৬৮)

তাই একজন মুসলমান যথাসম্ভব কুরআন-হাদিস অধ্যয়ন করবেন, এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করবেন।

দ্বিতীয়তঃ যেহেতু একজন সাধারণ মুসলিমের যে কোন ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল আয়াত ও হাদিস জানা থাকে না তাই তিনি সাধারণ পরিস্থিতিতে নিজে নিজে কোন সিদ্ধান্ত নিবেন না কিংবা কোন ফতোয়া বের করবেন না। বরং তারা এ ব্যাপারে আলেমদের স্মরণাপন্ন হবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورة النحل 43 :16)

তোমরা যদি না জান তাহলে আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে যারা অবগত তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। (সূরা নাহ্‌ল ১৬ : ৪৩)

এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবীগণ (রাঃ) কর্তৃক বারংবার প্রশ্ন করার ঘটনা উল্লেখ করার মাধ্যমে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ (سورة النساء 4:127)

লোকেরা তোমার কাছে নারীদের সম্বন্ধে বিধান জানতে চাচ্ছে। বলে দাও, 'আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে তোমাদেরকে বিধান জানিয়ে দিচ্ছেন... (সূরা নিসা ৪:১২৭)

আল্লাহ আরো বলেন :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ (سورة النساء 176 :4)

লোকেরা তোমার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে; বল, আল্লাহ তোমাদেরকে পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন... (সূরা নিসা ৪ : ১৭৬)

তৃতীয়তঃ একজন সাধারণ মুসলমান আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করবেন বটে, কিন্তু তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করবে না, তাঁরা আল্লাহর দেয়া হালালকে হারাম করলে কিংবা হারামকে হালাল করলে, তাদেরকে এ ব্যাপারে মেনে নিবে না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (سورة التوبة 9: 31)

আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা তাদের 'আলেম আর দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে .(সূরা তাওবাহ ৯ : ৩১)

আর এটা তো জানা কথা কিছু কিছু জিনিস আছে, যা 'ইসলামের জরুরী ইলম' (المعلوم من الدين بالضرورة) জানার কোন অযুহাত কিংবা কারণ কোন মুসলমানই দেখাতে পারবে না। যেমন : সুদ হারাম, জ্বিনা হারাম, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দোয়া না করা, আল্লাহর আইন ও হুকুমের বিপরীত অন্য কোন মানুষের আইনকে উত্তম মনে না করা, বাতিল ইলাহ তথা তাগুতদের পরিত্যাগ করা ইত্যাদি।

যে কোন আলেম এসব ব্যাপারে বিপরীত কথা বললে তাকে মেনে নিলে তাকে রবের আসনে বসানো হবে। তাই এসব জরুরী এবং সাধারণ বিষয়সমূহ জানার জন্যও একজন সাধারণ মুসলমানের কুরআন-হাদিস পড়া উচিত।

চতুর্থতঃ যে কোন একজন আলেমকেই সব সময় জিজ্ঞেস করতে একজন মুসলমান বাধ্য নন। যোগ্যতা সম্পন্ন, তাকওয়াবান যেকোন আলেমকেই তিনি চাইলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এমনকি যে কোন এক শহরের কিংবা দেশের আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করতেও একজন মুসলমান বাধ্য নন। সুযোগ ও সামর্থ্য থাকলে তিনি অন্য দেশের আলেমদের স্মরণাপন্নও হতে পারেন।

৪.২. কুরআন ও হাদিসের অনুবাদ পড়ার আরও কিছু কল্যাণকর দিক।

প্রথমতঃ দ্বীনের হুকুম-আহকামের ব্যাপারে সাধারণ ধারনা লাভ করা যায়।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কি কি আদেশ-নিষেধ দিয়েছেন? একজন মুসলমানের কাছে তাঁদের চাহিদা কি? অনুবাদ পড়ে একজন সাধারণ মুসলমান এসব বিষয় সাধারণভাবে জানতে পারবেন। তবে বিস্তারিত ইলম অর্জনের জন্য তাকে আলেমদের কাছে যেতে হবে। যেমন :

(ক) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদ ও নাসারাদেরকে আউলিয়া (বন্ধু, অভিভাবক, রক্ষক ইত্যাদি) হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের আউলিয়া। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে আউলিয়ারূপে গ্রহণ করলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তুমি তাদেরকে দেখবে সত্বর তারা তাদের (অর্থাৎ ইয়াহূদী, নাসারা মুশরিকদের) মাঝে গিয়ে বলবে, আমাদের ভয় হয় আমরা বিপদের চক্করে পড়ে না যাই।

হয়তো আল্লাহ বিজয় দান করবেন কিংবা নিজের পক্ষ হতে এমন কিছু দিবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছিল তার কারণে লজ্জিত হবে। (সূরা মায়িদাহ ৫ : ৫১-৫২)

এই আয়াত পড়ে একজন সাধারণ মুসলমান জানতে পারবেন যে, ইহুদী খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে, অভিভাবক, রক্ষক হিসেবে নেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ কিছু কঠিন কথা বলেছেন। যেহেতু আল্লাহ বলেছেন, ‘সে তাদেরই একজন’ তাই কোন্ কোন্ সম্পর্ক ঈমান ভঙ্গের কারণ হতে পারে? - এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে জানতে তিনি আলেমদের স্মরণাপন্ন হবেন।

(খ) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

ين َ م ِن ْ وقَ َبلِقَبْلِكَ أُوحِيَ إِلَيْكَ ِ ْ أَشْرَكْتَ َ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ َ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ َ (سورة الزمر)

কিন্তু তোমার কাছে আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছে ওয়াহী করা হয়েছে যে, তুমি যদি (আল্লাহ্‌র) শরীক স্থির কর, তাহলে তোমার কর্ম অবশ্য অবশ্যই নিস্ফল হয়ে যাবে, আর তুমি অবশ্য অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্ত র্ভুক্ত হবে। (সূরা যুমার ৩৯ : ৬৫)

এ আয়াত পড়ে একজন সাধারণ মুসলমান জানতে পারবেন, নবীরা শিরক করলেও আল্লাহ মাফ করবেন না, তাঁদের সকল আমল নষ্ট হয়ে যাবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এখন তিনি এ ব্যাপারে আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারবেন - কি কি কাজে শিরক হয়? কথার মাধ্যমে শিরক হয় কি? আমাদের সমাজে কোন্ কোন্ শিরকের প্রচলন রয়েছে? ইত্যাদি।

(গ) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

َم ُوت َ ْم َوهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورة البقرة (2: 217

এবং তোমাদের যে কেউ নিজের দ্বীন হতে ফিরে যায়, অতঃপর সেই ব্যক্তি কাফির অবস্থায় মারা যায়, তবে এমন লোকের কর্ম দুনিয়াতে এবং আখিরাতে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর এরা অগ্নিবাসী, চিরকালই তাতে থাকবে। (সূরা বাক্বারা ২:২১৭)

আল্লাহ আরো বলেন :

نُوا مَن ْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة المائدة 5:54)

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য হতে কেউ তার দ্বীন হতে ফিরে গেলে সত্বর আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসেন আর তারাও তাঁকে ভালবাসবে, তারা মু’মিনদের প্রতি কোমল আর কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, কোন নিন্দুকের নিন্দাকে তারা ভয় করবে না, এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ– যাকে ইচ্ছে তিনি দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যের অধিকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা মায়িদাহ ৫:৫৪)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق لجماعته }

“তিনটি কারণ ব্যতীত একজন মুসলমানকে হত্যা করা হবে না : বিবাহিত জ্বিনাকারী, প্রাণের বদলে প্রাণ এবং যে ব্যক্তি তাঁর দ্বীন (ইসলাম) বদলে ফেলে আল-জামায়াত ছেড়ে চলে যায়।” (সহীহ বুখারী-৬৪৮৪, সহীহ

মুসলিম-১৬৭৬, মুসনাদে আহমাদ ৩৬২১, সুনান আবু দাউদ ৪৩৫২, সুনান তিরমিযী ১৪০২, সুনান নাসায়ী ৪০১৬, সুনান ইবনে মাজাহ ২৫৩৪)

এ রকম আয়াত ও হাদিস সমূহ পড়ে একজন সাধারণ মুসলমান জানতে পারবেন যে, ঈমান আনার পর আবার কাফির (মুরতাদ) হওয়া সম্ভব। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই এখন আলেমদের কাছে গিয়ে জরুরী ভিত্তিতে জেনে নিবেন কি কি কাজ করলে একজন মুসলমান ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হয়ে কাফির-মুরতাদে পরিণত হয়? ইসলাম বিনষ্টকারী এসব বিষয় কি শুধু বাহ্যিক কর্মকান্ড নাকি মৌখিক কোন কথা কিংবা অন্তরে কোন বিশ্বাসও তাকে ইসলাম হতে বহিস্কৃত করতে পারে? আমাদের সমাজে এসব কাজের বাস্তব উদাহরণ কি কি?

উল্লেখ্য, প্রায় সকল ফিকহ-শাস্ত্রের বড় গ্রন্থ কিংবা হাদিস গ্রন্থেই মুরতাদ এর ব্যাপারে আলাদা অধ্যায় রয়েছে। যেমনঃ সহীহ বুখারীতে (باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم) অর্থাৎ মুরতাদ পুরুষ ও মহিলার ব্যাপারে হুকুম এবং তাদের তাওবা; সুনান ইবনে মাজাহ (باب المرتد عن دينه) দ্বীন থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের (মুরতাদের) হুকুম। আল-মাবসুতে (باب نكاح المرتد) অর্থাৎ মুরতাদের বিয়ের অধ্যায়, শাফেয়ী মাজহাবের বিখ্যাত ফিকহগ্রন্থ ইমাম নববী রচিত রওদাতুত্ তালেবীনে (فرع توكيل المرتد في التصرفات المالية) অর্থাৎ আর্থিক লেনদেনের দায়িত্ব মুরতাদের কাছে হস্তান্তরের আলোচনা ইত্যাদি।

(ঘ) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

...نُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (سورة النساء 4:65)

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে। (সূরা নিসা ৪:৬৫)

এ আয়াত পড়ার পর একজন সাধারণ মুসলমান আলেমদের কাছে জেনে নিতে পারবেন, শুধু কি ইবাদত-বন্দেগীতে মতবিরোধের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিচারক না নিলে এ আয়াত প্রযোজ্য নাকি অন্যান্য ক্ষেত্রেও? অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর শেখানো নিয়ম-কানুন, বিচার-ফায়সালা বাদ দিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কোন অর্থনীতিবিদের দেয়া থিওরি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে কি মুমিন থাকা যাবে? সামাজিক কিংবা পারিবারিক ক্ষেত্রে তাঁর বিচার-ফায়সালা কি এই আয়াতের আওতাধীন? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অথবা বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে কেউ যদি অন্য কারো সিদ্ধান্ত নিয়ে সন্তুষ্ট হয়, অন্য কারো মতবাদের প্রচার ও প্রসার করে বেড়ায়, সেই মতবাদের জন্য সংগ্রাম করে, সে কি আদৌ মুমিন থাকবে?

এই আয়াতগুলির অনুবাদ না পড়লে এইসব প্রশ্ন কখনোই তার মনে আসবে না।

(ঙ) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

...رْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

(سورة البقرة 2:216)

তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপ্রিয় কিন্তু তোমরা কোন কিছু অপছন্দ কর সম্ভবতঃ তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর এবং সম্ভবতঃ কোন কিছু তোমাদের কাছে প্রিয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ই জানেন, তোমরা জান না। (সূরা বাক্বারা ২:২১৬)

তিনি আরো বলেন :

...سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (سورة محمد 47:20)

মু'মিনরা বলে– একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন সুস্পষ্ট অর্থবোধক সূরা অবতীর্ণ হয় আর তাতে যুদ্ধের কথা উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে তুমি তাদেরকে দেখবে মৃত্যুর ভয়ে জ্ঞানহারা লোকের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। কাজেই ধ্বংস তাদের জন্য। (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ২০)

এসব আয়াত পড়ে একজন মুসলমান সাদামাটাভাবে জানতে পারবেন, ইসলামে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। এখন তিনি একজন আলেমের কাছে গেলে জানতে পারবেন, এর ইসলামী পরিভাষাগত সংজ্ঞা কি? এটা কি ফরজ না নফল? ফরজ হলে ফরজে কিফায়া নাকি ফরজে আইন? এর শর্তসমূহ কি কি? ইত্যাদি।

কিন্তু কুরআন কিংবা হাদিসের সরল অনুবাদ না পড়লে তিনি জানতেই পারবেন না যে, ইহুদী খ্রিস্টানদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে, শিরক কিংবা জিহাদের ব্যাপারে ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ আদেশ নিষেধ রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ কেউ সহজেই বিপথগামী করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

কুরআন ও হাদীসের এর সরল বাংলা অনুবাদ পড়লে, একজন সাধারণ মুসলমানকে যা ইচ্ছা বুঝিয়ে সহজেই কেউ বিপথগামী করতে পারবে না।

সরল অনুবাদ না পড়া একজন মুসলমানকে যত সহজে বিপদগামী করা যায়, কুরআন ও হাদিসের অনুবাদ পড়া একজন মুসলমানকে তত সহজে কোন ভুল শিক্ষা দিয়ে, কেউ পার পেয়ে যাবে না। যেমন : কোন বিদয়াতী পীর তার হুজুরের দুহাই দিয়ে মাজারে টাকা দিতে বললে, অনুবাদ পড়া একজন মুসলমান সহজেই তাকে কবর পাকা করার নিষেধাজ্ঞার হাদিস উল্লেখ করে প্রশ্ন করতে পারেন যে, এটা কেন পাকা করা হলো, কিংবা উপরে গম্বুজ কিংবা স্থাপনা (building) তৈরি করা হলো? ফলে ঐ বিদয়াতী পীর তাকে কোন সদুত্তর দিতে পারবে না।

তাছাড়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তিনি যদি নবী রাসুলদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করে একই ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চান, তবে দুনিয়ালোভী ঐ আলেমের সকল ছল-চাতুরী ধরা পড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয়তঃ আম্বিয়া (আঃ) এর যোগ্য উত্তরসূরী চেনা সহজ হবে।

কোন আলেমের কাছে আমরা দ্বীন শিখবো? কে নবী-রাসুলদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী? আর কে জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী? তা শনাক্ত করাও অনুবাদ পড়া একজন মুসলমানের জন্য অনেক সহজ হবে। বিশেষতঃ যে মোটেই অনুবাদ পড়েনি, তার তুলনায়। (কিভাবে এই দুই শ্রেণীর আলেম শনাক্ত করা যাবে, তা একটু পরেই আলোচনা হবে, ইনশাআল্লাহ) কিন্তু, সরল অনুবাদ না পড়া একজন মুসলমানের জন্য শুধু মানুষের মুখের কথার উপর নির্ভর করে আলেমকে চিনতে হবে। তার জন্য এক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর কোন অবদান থাকবে না। অথচ আল্লাহ কুরআন ও তার ব্যাখ্যা স্বরূপ সুন্নাহকে প্রেরণ করেছেন, মানুষের জন্য পথ নির্দেশিকা হিসেবে।

চতুর্থতঃ আলেমগণ বিস্তারিত তাহক্বীক করতে উৎসাহিত হবেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে একজন সাধারণ মুসলমানের প্রশ্নে উল্লিখিত আয়াত কিংবা হাদিস একজন আলেমকে ঐ ব্যাপারে বিস্তারিত যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় যেতে বাধ্য করে, ফলশ্রুতিতে তিনিও সঠিক বিধানটি জানতে পারেন।

পঞ্চমতঃ গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয় একাধিক আলেম থেকে যাচাই-বাছাই এর সুযোগ সৃষ্টি হয়।

কোন আলেমের কথা সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী প্রতীয়মান হলে, অনুবাদ পড়া একজন মুসলমান উনাকে অথবা অন্য কোন যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমকে জিজ্ঞেস করে সঠিক ব্যাপারটি জানার সুযোগ পাবেন। কিন্তু অনুবাদ না পড়া একজন মুসলমানের মনে এই প্রশ্নই দেখা দিবে না।

ষষ্ঠতঃ আলেম হবার পথে সহায়ক।

এছাড়াও কুরআন ও হাদিসের অনুবাদ পড়া একজন সাধারণ মুসলমান, বিস্তারিতভাবে ইলম অর্জন করে, আলেমদের সান্নিধ্যে থেকে আলেম হওয়ার সুযোগ পাবেন। যুগে যুগে আলেম তৈরী হয়েছেন - হচ্ছেন - হবেন সাধারণ মুসলমানদের মধ্য থেকেই। ফেরেশতারা এসে তো আলেম হবেন না। তাই কুরআন ও হাদিসের অনুবাদ পড়া একজন সাধারণ মুসলমান, ইলম অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে গেলে, আলেমদের সান্নিধ্যে থেকে আল্লাহর ইচ্ছাই এক সময় আলেম হতে পারবেন। আল্লাহ নিজে মানুষকে ইলম বৃদ্ধির দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেনঃ

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (سورة طه 20:114)

আর বল, “হে আমার প্রতিপালক! জ্ঞানে আমায় সমৃদ্ধি দান করুন।” (সূরা ত্ব-হা ২০:১১৪)

সপ্তমতঃ পুরো মুসলিম সমাজ কুরআন ও সুন্নাহর আরো কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পাবে।

তাছাড়া সমাজে সাধারণ মুসলমানরা ব্যাপকভাবে কুরআন ও হাদিসের অনুবাদ পড়লে এর ফলশ্রুতিতে আলেমদের মান আরো বৃদ্ধি পাবে। কারণ তখন তাঁদেরকে সাধারণ মুসলমানদের বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তর দিতে হবে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে। তখন ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী, তাবেয়ীনগণ কি বলেছেন, কি করেছেন, হাদিসটি সহীহ কিনা, এর সমন্বয় কিভাবে হচ্ছে, ঐ হাদিসের ব্যাখ্যায় পূর্ববর্তী আলেমগণ কি ব্যাখ্যা করেছেন - এসব বিষয় তাঁদেরকে নিয়মিত বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। ফলশ্রুতিতে, পুরো মুসলিম সমাজ কুরআন ও সুন্নাহর আরো কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পাবে।

অষ্টমতঃ অবশ্য কয়েকটি আয়াত কিংবা কয়েকটি হাদিস পড়া কোন কোন অর্বাচীন মুসলিম কর্তৃক কোন কোন সময় প্রকৃত আলেমদের সাথে অযাচিত বিতর্কের সম্ভাবনা ফেলে দেওয়া যায় না। কিন্তু সার্বিক কল্যাণের কথা চিন্তা করলে, এটা কোন বড় সমস্যা না। এই ছোট্ট ক্ষতির তুলনায় এর লাভ অনেক বেশী। তাছাড়া ঐ আলেম যদি ভালো মানের হয়ে থাকেন, তবে অবশ্যই তিনি কুরআন, হাদিস ও প্রথম তিন প্রজন্মের ব্যাখ্যার মাধ্যমে সহজেই বিতর্কে আসা সাধারণ মুসলমানকে সঠিক ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিতে পারবেন। সমস্যা হবে শুধু তাদের জন্য যারা নিজেরা ইলমে দুর্বল। আর কেউ যদি নফসের অনুসরণ করে, তবে উভয় অবস্থায়ই তার জন্য সমান হবে। অনুবাদ পড়া কিংবা না পড়ায় তার কোন পার্থক্য হবে না। সে সব সময়ই মনের খেয়াল খুশি অনুযায়ী চলবে এবং বিতর্ক করে বেড়াবে।

নবমতঃ সর্বোপরি, স্বয়ং ‘আল্লাহর কথা’ ‘কুরআন’ ও নবীর সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝার চেষ্টা করা, সেগুলো বারবার অধ্যয়ন করা থেকে সাধারণ মুসলমানদেরকে বিরত রাখবে, এমন দুঃসাহস কার আছে?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (سورة فصلت 41:26)

কাফিররা বলে, এ কুরআন শুনো না, আর তা পড়ার কালে শোরগোল কর যাতে তোমরা বিজয়ী হতে পার। (সূরা ফুসসিলাত ৪১:২৬)

আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন সমস্ত মানবজাতির জন্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হয়েছিলেন কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষ ও জ্বীন জাতির জন্য। তাই কুরআন ও হাদিসের অধ্যয়ন থেকে বিপথগামী ছাড়া অন্য কেউ মানুষকে বিরত থাকতে বলতে পারে না।

৫। আলেম এর সংজ্ঞা :

سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: هَلْ لِلْعُلَمَاءِ عَلاَمَةٌ يُعْرَفُونَ بِهَا؟ قَالَ: عَلاَمَةُ الْعَالِمِ مَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، وَاسْتَقَلَّ كَثِيرَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ مِنْ نَفْسِهِ، وَرَغِبَ فِي عِلْمِ غَيْرِهِ، وَقَبِلَ الْحَقَّ مِنْ كُلِّ مَنْ أَتَاهُ بِهِ، وَأَخَذَ الْعِلْمَ حَيْثُ وَجَدَهُ، فَهَذِهِ عَلاَمَةُ الْعَالِمِ وَصِفَتُهُ. أخرجه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (2/150-151)

“আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ আলেমদের কি কোন আলামত আছে, যা দিয়ে তাদেরকে চেনা যাবে? তিনি বললেনঃ ‘আলেমদের চিহ্ন হচ্ছেঃ যে নিজের ইলম অনুযায়ী আমল করেন, নিজের অনেক ইলম ও আমলকে তিনি অল্প মনে করেন, অন্যের ইলমের দিকে আকৃষ্ট থাকেন, হক্ব যেই নিয়ে আসুক না কেন, তা কবুল করেন, যেখানেই ইলম পাওয়া যায়, সেখান থেকেই তিনি তা গ্রহণ করেন। এগুলো হচ্ছে আলেমের চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্য।’” (ত্ববকাত হানাবিলাহ, ২/১৫০-১৫১)

৫.১. আলেম তিনিই, যিনি আল্লাহকে ভয় করেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (سورة فاطر 35:28)

আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের মধ্যে তারাই তাঁকে ভয় করে যারা আলেম। (সূরা ফাত্বির ৩৫ : ২৮)

عن ابن عباس قوله (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. [تفسير الطبري – 20/462 . تفسير ابن كثير-6/544]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, “(তারা ঐ সকল লোক) যারা জানে যে নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।” (তাফসির তাবারী ২০/৪৬২, তাফসীর ইবনে কাসীর ৬/৫৪৪)

وعن ابن مسعود، رضي الله عنه، أنه قال: ليس العلمعن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية.[تفسير ا بن كثير-6/545]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, “সত্যিকার ইলম্‌কে মুখস্ত এবং বর্ণনা করার পরিমাণ দিয়ে পরিমাপ করা হয় না বরং সত্যিকার ইলম হলো তাকওয়ার (আল্লাহ ভীতি) বহিঃপ্রকাশ।” (আবু নাঈম হতে বর্ণিত, তাফসীর ইবনে কাসীর ৬/৫৪৫)

وقال الربيع بن أنس: من لم يخش الله تعالى فليس بعالم.(تفسير القرطبي)

রবী ইবনে আনাস (রা.) বলেন, “যে আল্লাহকে ভয় করে না, সে আলেম নয়।” (তাফসীর কুরতুবী - ১৪/৩৪৩)

وقال مجاهد: إنما العالم من خشى الله عزوجل.(تفسير القرطبي)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর সুযোগ্য ছাত্র, মুজাহিদ (র.) বলেন : “কেবল সেই আলেম, যে আল্লাহকে ভয় করে।” (তাফসীর কুরতুবী - ১৪/৩৪৩)

শায়খ সোহরাওয়ার্দি (র.) বলেন : “এ আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যার মধ্যে আল্লাহ ভীতি নেই, সে আলেম নয়।” (তাফসীর মাজহারী)

كلما كانت المعرفة به أتمّ والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر.

ইমাম ইবনে কাসীর (র.) বলেন : "আল্লাহর পরিচয় ও তাঁর ব্যাপারে ইলম যত গভীর হবে, ততবেশী আল্লাহ ভীতি হবে।" (তাফসীর ইবনে কাসীর, ৬/৫৪৪)

সুতরাং, আলেম তিনিই, যিনি আল্লাহকে ভয় করেন।

ইবনে রজব হাম্বালী (রঃ) ওয়ারাসাতুল আম্বিয়াতে বলেনঃ ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রঃ) সহ অধিকাংশ পূর্বসূরী সৎকর্মশীলগণ আলেমদেরকে তিনভাগে ভাগ করেছেন।

ক) আলেম যিনি আল্লাহ সম্পর্কে এবং তাঁর হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করেন এবং তার হুকুম আহকাম সম্পর্কে জানেন। তারা হচ্ছেন সর্বোত্তম পর্যায়ের। এই আয়াতে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন।

খ) আলেম যিনি আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন কিন্তু তাঁর হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না। তারা আল্লাহকে ভয় করেন কিন্তু হুকুম আহকাম সম্পর্কে তাদের তেমন জ্ঞান নেই।

গ) আলেম যিনি আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না কিন্তু তাঁর হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। এরা হচ্ছে মন্দ আলেম। এদের শরয়ী জ্ঞান আছে কিন্তু সেই জ্ঞান তাদেরকে অন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি। তাদের আল্লহভীতি নেই, খুশু নেই, পূর্বসুরী সতকর্মশীলদের দৃষ্টিতে তারা নিন্দালাভের যোগ্য (مذمومون) ।

কেউ কেউ বলেছেন এরা হচ্ছে আলিমুল ফাজির বা পাপাচারী আলেম। (দেখুন মাজমু আর-রাসাইল, পৃঃ ১৯, অধ্যায়ঃ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, শারহু হাদিস আবি দারদা, তাফসীর ইবনে কাসীর, ৬/৫৪৫)

৫.২. আলেম তিনিই যিনি ইলম অনুযায়ী আমল করেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "সত্যিকার ইলম হলো, অধ্যয়ন করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা।" (আবু নাঈম)

عن علي ، رضي الله عنه ، قال : « قال رجل : يا رسول الله ، ما ينفي عني حجة الجهل ؟ قال : » العلم « ، قال : فما ينفي عني حجة العلم ؟ قال : » العمل «[الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي-29 ,1/31]

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললোঃ "আমার অজ্ঞতা দূরীভূত হওয়ার প্রমাণ কি হবে?" তিনি বললেন, "ইলম।" সে বললোঃ "আমার ইলমের প্রমাণ কি হবে?" তিনি বললেন, "আমল।" (জামি আখলাকুর রাওয়ী ওয়া আদাবীস সামী ২৯)

عن الضحاك بن مزاحم ، قال : « أول باب من العلم : الصمت ، والثاني : استماعه ، والثالث : العمل به ، والرابع : نشره وتعليمه » الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي-326

ইমাম দাহ্হাক (রঃ) হতে বর্ণিতঃ "ইলমের প্রথম কথা হলোঃ চুপ থাকা, দ্বিতীয়ঃ শুনা, তৃতীয়ঃ সে অনুয়ায়ী আমল করা, চতুর্থতঃ এর প্রচার ও শিক্ষা প্রদান।" (জামি আখলাকুর রাওয়ী ওয়া আদাবীস সামী ৩২৬)

وعن سفيان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب : من أرباب العلم ؟ قال : الذي يعملون بما يعلمون . قال : فما أخرج العلم من قلوب العلماء ؟ قال الطمع .[رواه الدارمي قال حسين سليم أسد : رجاله ثقات وإسناده صحيح]

ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র.) থেকে বর্ণিত : উমর বিন খাত্তাব (রা.), হজরত কাব বিন আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন, (প্রকৃত) "আলেম কারা?" তিনি বললেন : "যারা ইলম অনুযায়ী আমল করে।" উমর (রা.) পুণরায় জিজ্ঞেস করলেন : "কিসে আলেমদের অন্তর হতে ইলমকে বের করে দিবে?" তিনি বললেন : "(সম্মান ও অর্থ) লোভ।" (সুনান দারেমী-৫৭৫, হুসাইন সালিম আসাদের মতে এর বর্ণনাকারীগণ সিকাহ এবং বর্ণনাটি সহীহ)

ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র.) বলেন : "ইলমের (জ্ঞানের) মহত্ব এখানেই যে, এটা একজন মানুষকে আল্লাহকে ভয় পেতে এবং তাঁকে মেনে চলতে শিক্ষা দেয়, অন্যথায় এটা অন্যান্য সকল সাধারণ ব্যাপারের মতোই।" (ইবনে রজব (র.) হতে বর্ণিত)

৫.৩. আলেম তিনিই যার কথাবার্তা, চাল-চলন ও জীবন-পদ্ধতিতে ইলমের যথাযথ বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

ইমাম হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত : "কোন মানুষ যখন ইলম অন্বেষণ করে, তখন এর বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, তার বিনয়ে, তার চোখে, তার কথাবার্তায়, তার কাজকর্মে, তার ইবাদাতে এবং জুহুদ (পার্থিব ভোগ-বিলাস ত্যাগ করা) এর মাঝে।" (জুহুদ ওয়ার রাকাইক - আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক (র.); জামি লি আখলাকির রাওয়ী ওয়া আদাবীস সামী (১/১৮৫); জামি বায়ানিল ইলম ১/১৫৬)

সুতরাং, আলেম হচ্ছেন তিনিই যার কথাবার্তা, চাল-চলন ও জীবন-পদ্ধতিতে ইলমের যথাযথ বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

৫.৪. একজন আলেম উপকারী ইলম সম্পন্ন হবেন, অপ্রয়োজনীয়-অপকারী ইলমসম্পন্ন হবেন না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করতেন,

اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع [أخرجه ابن حبان (283/1 ، رقم 82) ، والطبرانى فى الأوسط (32/9 ، رقم 9050) . قال الهيثمى (182/10) : إسناده حسن وأخرجه أيضًا : النسائى فى لكبرى (444/4 ، رقم 7867) . قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن .قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/185)إسناده حسن]

"হে আল্লাহ, আমাকে উপকারী ইলম দান করুন এবং আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করছি এমন জ্ঞান থেকে যা কোন

উপকারে আসে না।" (সহীহ ইবনে হিব্বান - ৮২ এবং তাবরানী ৯০৫০, নাসায়ী কাবির - ৭৮৬৭)

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :مثلُ علمٍ لاينفعُ ،كمثلِ كنزٍ لاينفقُ منه فيسبيلِالله (رواه الدارمي) قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/255)إسناده حسن .قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/189)رجاله موثقون

"যে ইলম কোন উপকারে আসে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ সম্পত্তির মতো যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহৃত হয়নি।" (সুনান দারেমী ৫৫৬)

সুতরাং একজন আলেম উপকারী ইলম সম্পন্ন হবেন, অপ্রয়োজনীয়, অপকারী ইলমসম্পন্ন হবেন না। তিনি শুধু ইলম অর্জনের জন্য ইলম অর্জন করবেন না।

৫.৫. আলেম তিনিই যিনি মানুষকে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ করেন না, আবার তাদেরকে গুনাহ করার অনুমতিও দেন না।

وعن علي رضي الله عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنطا لناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فقه فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها[أخلاق العلماء للآجري-45 ,1/55 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي-1055 ,3/177 جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر-958 ,3/16

আলী (রা.) বলেন, "পূর্ণ ফকীহ সে ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ করে না, তাদেরকে গুনাহ করার অনুমতি দেয় না, আল্লাহ আযাব হতে নিশ্চিন্ত করে না এবং কুরআন পরিত্যাগ করে অন্য বিষয়ের প্রতি উৎসাহিত করে না।" (ইমাম আজুরী (র.) রচিত 'আখলাকুল উলামা' পৃ. ৪৫, খতীব বাগদাদী (র.) রচিত 'ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ' ২/৩৩৮-৩৯৪, জামি বায়ানিল ইলম ৯৫৮, ৩/১৬)

৫.৬. আলেম হওয়ার জন্য পরিচিত হওয়া জরুরী নয়।

ذُكِرَ في مجلس أحمد بن حنبل: معروف الكرخي فقال بعض من حضر : هو قصير العلم، فقال الإمام أحمد : أمسك عافاك الله، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف.

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রঃ) এর মজলিসে একবার কারখী (রঃ) এর আলোচনা হলে উপস্থিত একজন বললোঃ “তাঁর ইলমে ঘাটতি আছে।” তখন ইমাম আহমাদ বললেন, “আল্লাহ তোমাকে পরিশুদ্ধ করে দিন, তুমি কি ইলম বলতে এটাই বুঝ যে, যা দ্বারা স্বনামধন্য হওয়া যায়।” (ত্ববকাত, ইবনে আবি ইয়ালা)

অর্থাৎ প্রশ্নকারীর দৃষ্টিতে যেহেতু কারখী (রঃ) এত বিখ্যাত ছিলেন না তাই তিনি তাকে ভালো আলেম হিসেবে মনে করছিলেন না। ইমাম আহমাদ (রঃ) তার এই ভুল ধারনা দূর করে দেন। তাই আলেম হওয়ার জন্য টিভিতে, মিডিয়ায়, সংবাদপত্রে খুব পরিচিত হতে হবে এমন নয়। কিংবা বড় বড় কমিটির সদস্য থাকতে হবে এমন নয়। কিংবা সবাই তাঁকে খুব বিখ্যাত বলে জানে এমন নয়|

عن هشام بن حسان ، قال : مر رجل على الحسن فقالوا : هذا فقيه ، فقال الحسن : وتدرون ما الفقيه ؟ ، إنما الفقيه العالم في دينه ، الزاهد في الدنيا ، الدائم على عبادة ربه[المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي-397 شعب الإيمان , البيهقي-1834]

এক ব্যক্তি হাসান বাসরী (রঃ) এর কাছে এসে বললো, “তিনি হচ্ছেন ফকীহ।” তিনি বললেনঃ “তুমি কি জানো ফকীহ কি? ফকীহ হচ্ছেন দ্বীনের আলেম, দুনিয়া বিমুখ, আর তাঁর রবের ইবাদাতে সদা-সচেষ্ট।”

৫.৭. বিভিন্ন মাদরাসায় পড়লে কি তাহলে আলেম হওয়া যাবে না?

ব্যাপারটি কিছুটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা কিংবা ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাত্রদের মধ্যে ইলম ছড়িয়ে দিচ্ছে। এসব মাদরাসা আলেম তৈরির জন্যই কাজ করছে বলা যায়। তবে তার বিভিন্ন স্তর-বিন্যাস রয়েছে। যেমনঃ

(ক) কোন কোন মাদ্রাসায় শুধু কুরআন শরীফ মুখস্ত (হিফয) করানো হয়। কুরআনের তাফসীর বা বিস্ত ারিত ইলম শিক্ষা দেওয়া, এসব মাদ্রাসার উদ্দেশ্য নয়।

(খ) কোন কোন মাদ্রাসায় শুধু বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিখানো হয়।

(গ) কোন কোন মাদ্রাসায় ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান তথা ফিকাহশাস্ত্র, তাফসীর, হাদিস ইত্যাদি পড়ানো হয়। কিন্তু ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ যেমন তাওহীদ, আক্বীদা, শিরক, কুফর, নিফাক, ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে ও পর্যাপ্ত গুরুত্ব সহকারে সিলেবাসে নেই।

স্পষ্টতঃ প্রথম দুই প্রকার মাদ্রাসা থেকে পাসকৃত একজন ছাত্র হাফিজ কিংবা ক্বারী হতে পারেন। কিন্তু তাদেরকে আলেম এর সংজ্ঞায় ফেলা যায় না। তৃতীয় প্রকার মাদ্রাসার থেকে পাসকৃত ছাত্র তাদের মাদ্রাসা থেকে ইলম অর্জন করার পর ‘আলেম’ হিসেবে স্বীকৃত হবেন কিনা তা নির্ভর করে তিনি কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত আলেমের যোগ্যতা সম্পন্ন কিনা কিংবা সালাফে সালেহীনদের আলেমের সংজ্ঞায় পড়েন কিনা - তার উপর। ইসলামে শুধুমাত্র সার্টিফিকেটের অধিকারী কাউকে আলেম বলা হয়নি।

৬। আলেমদের সম্মান ও মর্যাদা :

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

...نكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (سورة المجادلة 58:11)

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আর যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উচ্চ করবেন। (সূরা মুজাদালাহ ৫৮ : ১১)

আল্লাহ আরো বলেন :

...يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ (سورة الزمر 39:9)

যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান? বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। (সূরা যুমার ৩৯ : ৯)

সুতরাং আল্লাহ নিজে আলেমদেরকে সম্মানিত করেছেন।

مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ؛ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ »[أخرجه البخارى (42/1 ، رقم 79) ، ومسلم (1788/4 رقم 2283) وأخرجه أيضًا : ابن حبان (176/1 رقم 3) ، والبزار (149/8 ، رقم 3169) ، والرامهرمزى (28/1 ، رقم 12)]

নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ আমাকে যে হেদায়েত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন সেটি প্রবল বর্ষণের মতো। যে ভূমি পরিষ্কার ও উর্বর সেটি ঐ বৃষ্টির পানি গ্রহণ করে প্রচুর ঘাস ও শস্য উৎপন্ন করে থাকে। আর যে ভূমি শক্ত তা ঐ পানিকে ধরে রাখে, তা দিয়ে আল্লাহ মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেন। তারা নিজেরা সে পানি পান করে, পশু পালকে পান করায় এবং সেচ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ফসল উৎপন্ন করে থাকে। এর মধ্যে অন্য প্রকার অনুর্বর ভূমি রয়েছে যা বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে পারে না। ঘাসও উৎপন্ন করতে পারে না। এটিই হচ্ছে সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আল্লাহর দ্বীনের ইলম অর্জন করে এবং আল্লাহ তাকে আমার সঙ্গে প্রেরিত বস্তুর মাধ্যমে উপকৃত করেন ফলে তা নিজে শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। আর ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে সেটির দিকে মাথা উঠিয়ে দৃষ্টিপাত করে না এবং আমাকে আল্লাহর যে হেদায়েত দিয়ে পাঠানো হয়েছে তা গ্রহণ করে না।" **(সহীহ বুখারী-৭৯, সহীহ মুসলিম-২২৮৩, সহীহ ইবনে হিব্বান ৩, মুসনাদ বাজ্জার - ৩১৬৯)**

অর্থাৎ যারা হিদায়াত ও ইলম শিক্ষা করেন এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেয়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রশংসা করেছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية أوعلم ينتفع به أوولد صالح يدعو له) [أخرجه أحمد (372/2 ، رقم 8831) ، والبخارى فى الأدب المفرد (28/1 ، رقم 38) ، ومسلم (1255/3 ، رقم 1631) ، وأبو داود (117/3 ، رقم 2880) ، والترمذى (660/3 ، رقم 1376) وقال : حسن صحيح . وابن ماجه (88/1 ، رقم 242) .وأخرجه أيضًا : النسائى (251/6 ، رقم 3651)]

"যখন মানুষ মারা যায় তার আমল বন্ধ হয়ে যায় শুধু তিনটি জিনিস ব্যতীতঃ সদকায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যা থেকে উপকার লাভ হয়, সৎকর্মশীল সন্তান যে তার জন্য দুয়া করে।" **(সহীহ মুসলিম ১৬৩১, সুনান তিরমিযী ১৩৭৬, সুনান আবু দাউদ ২৮৮০, ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদ ৩৮)**

لا حسد إلا فى اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار[أخرجه أحمد (8/2 ، رقم 4550) ، والبخارى (2737/6 ، رقم 7091) ، ومسلم (558/1 ، رقم 815) ، والترمذى (330/4 ، رقم 1936) وقال : حسن صحيح . وابن ماجه (1408/2 ، رقم 4209) ، وابن حبان (332/1 ، رقم 125)]

"দুইটি কারণ ব্যতীত কোন মানুষকে ঈর্ষা করা যায় নাঃ এমন ব্যক্তি আল্লাহ যাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, সে তা দিয়ে রাতে ও দিনের বেলায় (নামাজে) দন্ডায়মান হয় এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয় আর এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন আর সে রাতে ও দিনের বেলায় তা ব্যয় করে।" **(সহীহ বুখারী ৭০৯১, সহীহ মুসলিম ৮১৫, সুনান তিরমিযী ১৯৩৬, সুনান ইবনে মাজাহ ৪২০৯, সহীহ ইবনে হিব্বান ১২৫)**

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِى جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ »[أخرجه أحمد (196/5 ، رقم 21763) ، وأبو داود (317/3 ، رقم 3641) ، والترمذى (48/5 ، رقم 2682) وابن ماجه (81/1 ، رقم 223) ، وابن حبان (289/1 ، رقم 88) ، والبيهقى فى شعب الإيمان

(262/2 ، رقم 1696) قال ابن عساكر في تاريخ دمشق25/247) - خلاصة – له طرق كثيرة قال ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكاة المصابيح 1/151 حسن كما قال في المقدمة

“যে ব্যক্তি ইলমের সন্ধানে কোন রাস্তা অতিক্রম করে আল্লাহর জান্নাতের দিকে তার রাস্তা সহজ করে দেন। ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীদের সন্তুষ্টির জন্য নিজের পাখা বিছিয়ে দেন। আকাশ ও পৃথিবীর যা কিছু আছে, এমনকি পানির মাছও আলেমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। ইবাদতকারী (সাধারণ মুসলমানের) উপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য ঐরূপ যেমন সকল তারকারাজির উপর চতুর্দশী চাঁদের মর্যাদা রয়েছে। নিঃসন্দেহে আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ কাউকে দিনার ও দিরহামের উত্তরাধিকার রেখে যান না। তাঁরা শুধু ইলমের উত্তরাধিকার রেখে যান। সুতরাং, যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে, সে তার সম্পূর্ণ প্রাপ্য গ্রহণ করে।” (সুনানে আবু দাউদ-৩৬৪১, সুনান তিরমিযী-২৬৮২ , মুসনাদে আহমাদ -২১৭৬৩, সুনান ইবনে মাজাহ্ ২২৩, সহীহ ইবনে হিব্বান ৮৮, শুয়াবুল ঈমান ১৬৯৬)

হজরত মুয়াবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين[أخرجه أحمد (96/4 ، رقم 16924) ، والبخارى (39/1 ، رقم 71) ، ومسلم (718/2 ، رقم 1037) ، وابن حبان (291/1 ، رقم 89) . وأخرجه أيضًا : الدارمى (85/1 ، رقم 224)]

“আল্লাহ যার কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের সঠিক উপলব্ধি দান করেন।” (সহীহ বুখারী-৭১, সহীহ মুসলিম-১০৩৭, মুসনাদে আহমাদ ১৬৯২৪, সহীহ ইবনে হিব্বান ৮৯, সুনান দারেমী - ২২৪)

তিনি আরো বলেছেন :

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع [أخرجه الترمذى (29/5 ، رقم 2647) وقال : حسن غريب . والضياء (124/6 ، رقم 2119) وقال : إسناده حسن وأخرجه أيضًا : الطبرانى فى الصغير (234/1 ، رقم 380) ، والعقيلى (17/2 ، ترجمة 428 خالد بن يزيد اللؤلؤى)]قال السيوطي في الجامع الصغير (8657)صحيح

“যে ব্যক্তি ইলম অনুসন্ধানে বের হয়েছে, সে আল্লাহর পথে রয়েছে, যতক্ষণ সে প্রত্যাবর্তন না করে।” (সুনান তিরমিযী - ২৬৪৭)

আলেমদের মর্যাদার ব্যাপারে এই হাদিসগুলি এত স্পষ্ট যে, এসব হাদিসের কোন ব্যাখ্যারও প্রয়োজন নেই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

نضر الله امرأً سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع [أخرجه أحمد (436/1 ، رقم 4157) ، والترمذى (34/5 ، رقم 2657) وقال : حسن صحيح . وابن حبان (268/1 ، رقم 66) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (274/2 ، رقم 1738) .وأخرجه أيضًا : البزار (382/5 ، رقم 2014) ، والشاشى (314/1 ، رقم 275) ، وابن عدى (462/6 ، ترجمة 1942 مهران بن أبى عمر الرازى)]قال :المنذري في الترغيب والترهيب – 1/86: لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما .قال السيوطي في الجامع الصغير 9263:صحيح

“আল্লাহ সেই ব্যক্তির চেহারাকে তরতাজা রাখেন, যে আমার থেকে কোন কিছু শুনেছে এবং ঠিক সেভাবে অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। হয়তো বা শ্রবণকারী, বর্ণনাকারী থেকে বেশী সংরক্ষণকারী হতে পারে।” (সহীহ ইবনে হিব্বান ৬৬, মুসনাদে আহমাদ ৪১৫৭, সুনান তরমিযী ২৬৫৭, ইমাম তিরমিযীর মতে হাসান-সহীহ)

তিনি (সাঃ) বলেছেন :

مَا فِيهَا، إِلاَّ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَا وَالاهُ، وَعَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا [أخرجه الترمذى (561/4 رقم 2322) وقال : حسن غريب ابن ماجه (1377/2 ، رقم 4112) ، والحكيم (179/4) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (265/2 ، رقم 1708) .الطبرانى فى الأوسط (236/4 ، رقم 4072) قال محمد المناوي في تخريج أحاديث المصابيح 4/377–إسناده جيد قال ابن القيم في عدة الصابرين 1/260–حسن

“দুনিয়া অভিশপ্ত, এর মধ্যে সকল জিনিসও অভিশপ্ত। এর ব্যতিক্রম হলো : আল্লাহ তায়ালার জিকর এবং তার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহ। এছাড়া আলেম অথবা ইলম অর্জনকারীও এর সাথে সম্পৃক্ত।” (সুনান তিরমিযী-২৩২২, ইমাম তিরিমিযীর মতে ‘হাসান-গারীব’, সুনান ইবনে মাজাহ ৪১১২, শুয়াবুল ঈমান ১৭০৮, তাবরানী ৪০৭২)

তিনি আরো বলেছেন,

وعن أبي أمامة الباهلي قال : " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. (رواه الترمذي وقال حسن غريب) قال المنذري في الترغيب والترهيب– 1/80:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما قال السيوطي في الجامع الصغير 5859:صحيح

"একজন ইবাদতকারীর (সাধারণ মুসলমানের) উপর আলেমের মর্যাদা ঠিক যেমনি তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের উপর আমার মর্যাদা।" (সুনান তিরিমিযী - ২৬৮৫)

এরপরও কি আলেমদের মর্যাদার ব্যাপারে কোন কথা থাকতে পারে?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إن الله أوحى إلى أنه من سلك مسلكا فى طلب العلم سهلت له طريق الجنة ومن سلبت كريمتيه أثبته عليهما الجنة وفضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدِّينِ الور َع ُ " . رواه البيهقي في شعب الإيمان

"আল্লাহ তায়ালা এ মর্মে আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন, 'যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করবে, তার জন্য আমি জান্নাতের পথ সহজ করে দিবো ...' ইলম অর্জন ঐচ্ছিক (নফল) ইবাদতসমূহ থেকেও বেশী; আর তোমাদের দ্বীনের উৎকৃষ্ট অংশ হলো আল্লাহ ভীতি।" (শুয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী ৫৭৫১)

এ হাদিসের আলোচনায় ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন : "এই হাদিসটি এই ব্যাপারে সিদ্ধান্তমূলক একট কথা। কারণ যদি এটাই হয়, তবে কিছু কিছু ইলম এবং ইবাদত উভয়ই ওয়াজিব (অত্যাবশ্যকীয়) যেমন : নামাজ, রোযা। এক্ষেত্রে ঐচ্ছিক ইলমের মর্যাদা, ঐচ্ছিক ইবাদত থেকে বেশী। কারণ ইলমের উপকারিতা অনেক ব্যাপক, এটা ইলম-অর্জনকারীর লাভ হয়, এছাড়া অন্যান্য সকল মানুষেরও লাভ হয়। অন্যদিকে, ঐচ্ছিক ইবাদতে শুধুমাত্র ঐ ইবাদতকারীর লাভ হয়। এছাড়াও একজন আলেমের ইলম ও তা থেকে প্রাপ্ত কল্যাণ–তাঁর মৃত্যুর পরও থেকে যায়। অন্যদিকে তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর ইবাদত বন্ধ হয়ে যায়।" (মিফতা দারুস সা'দা)

وروى الخطيب عن ابن عيينة قال"أعظم الناس منزلة من كان بين الله وبين خلقه: الأنبياء والعلماء — الفقيه والمتفقه

খতীব বাগদাদী (রঃ), সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন, "মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানজনক অবস্থান হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যের অবস্থানঃ (তারা হচ্ছেন) নবীগণ ও আলেমগণ।" (আল ফাকিহ ওয়াল মুতাফাকিহ)

قال الزهري : تعلم سنة أفضل من عبادة مائتي سنة – تاريخ دمشق لابن عساكر

ইমাম যুহরী (রঃ) বলেন, "সুন্নত শিক্ষা করা, দুইশত বছর ইবাদত করা থেকে উত্তম।"

قال الشافعي: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم– المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي

ইমাম শাফিই (রঃ) বলেন, "ফরজ কাজগুলির পর ইলম অর্জনের থেকে উত্তম কিছু আর নেই।" (মাদখাল ইলাল সুনানুল কুবরা ৩৬২)

قال الشافعي : طلب العلم أفضل من صلاة نافلة [المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي–371

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, "ইলম অর্জন নফল নামাজ থেকে উত্তম।" (দেখুন মাজমু আর-রাসাইল পৃঃ ৩৭, ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, শরহু হাদিস আবি দারদা)

إن لم يكن العلماء والفقهاء أولياء الله فليس لله وليٌّ

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী বলেছেনঃ "যদি আলেমগণ এবং ফকীহগণ আল্লাহর আউলিয়া না হয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহর কোন আউলিয়া নেই ।" (দেখুন মাজমু আর-রাসাইল, পৃঃ ৫০, অধ্যায়ঃ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, শারহু হাদিস আবি দারদা)

কিন্তু আলেম নামধারী সকলেই কি একই রকম? আমরা যাদেরকে আলেম নামে চিনি সবাই কি উপরোক্ত মর্যাদার অধিকারী?

৭। কিছু আলেম হবে মন্দ-নিকৃষ্ট :

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (سورة التوبة)

হে বিশ্বাসীগণ! অবশ্যই পুরোহিত ও দরবেশদের অধিকাংশই ভুয়ো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষদের সম্পদ গ্রাস করে থাকে আর আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে। (সূরা তাওবাহ ৯:৩৪)

আল্লাহ আরো বলেন :

رِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ
للَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (سورة الأعراف)

তাদের পরে (পাপিষ্ঠ) বংশধরগণ তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয় যারা দুনিয়ার নিকৃষ্ট স্বার্থ গ্রহণ করে আর বলে, "(আমরা যা কিছুই করি না কেন) আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।" আর দুনিয়ার স্বার্থ তাদের সামনে আসলে আবার তা গ্রহণ করে নেয়। (তাওরাত) কিতাবে কি তাদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য ছাড়া বলবে না? তারা তো ঐ কিতাবে যা আছে তা পাঠ করেও থাকে। যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম, তোমরা কি বুঝবে না? (সূরা আ'রাফ ৭:১৬৯)

অর্থাৎ বনী ইসরাঈল জাতির কিতাবের উত্তরাধিকারী একদল আলেম আল্লাহ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য গোপন করার মাধ্যমে বিভিন্ন পার্থিব স্বার্থ আদায় করে নিতো। তাহলে গুইসাপের গর্ত পর্যন্ত তাদেরকে অনুসরণকারী মুসলিম জাতির একদল আলেম যে ঐ একই কাজ করবে, সেটা সহজেই বুঝা যায়।

আল্লাহ আরো বলেন :

التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

যাদের উপর তাওরাতের দায়িত্বভার দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তা তারা বহন করেনি (অর্থাৎ তারা তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেনি) তাদের দৃষ্টান্ত গাধার মত, যে বহু কিতাবের বোঝা বহন করে (কিন্তু তা বুঝে না)। যে সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে, তাদের দৃষ্টান্ত কতইনা নিকৃষ্ট! যালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিক পথে পরিচালিত করেন না। (সূরা জুমুয়াহ, ৬২ : ৫)

কুরআনের প্রতিটি আয়াতই মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য, এমন একটি আয়াতও পাওয়া যাবে না যেখানে এমনি এমনি গল্প শুনানোর জন্য এসেছে। উপরের আয়াতও একই পর্যায়ের।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

وعن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا [أخرجه أحمد (162/2 ، رقم 6511) ، وابن أبى شيبة (505/7 ، رقم 37590) والبخارى (50/1 ، رقم 100) ، ومسلم (2058/4 ، رقم 2673) ، والترمذى (31/5 ، رقم 2652) وقال : حسن صحيح . وابن ماجه (20/1 ، رقم 52) وأخرجه أيضًا : الدارمى (89/1 ، رقم 239) ، وابن حبان (432/10 ، رقم 4571)]

"আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের থেকে এমনিতেই ইলম উঠিয়ে নিবেন না, বরং আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন, এমনকি কোন আলেম বাকি থাকবে না, তখন লোকজন অজ্ঞদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তারপর তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে। তারা ইলম ছাড়া ফতোয়া দিবে ফলে নিজেরা

যেমন পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।" (সহীহ বুখারী-১০০, সহীহ মুসলিম-২৬৭৩, মুসনাদে আহমাদ ৬৫১১, সুনান তিরমিযী ২৬৫২, সুনান ইবনে মাজাহ ৫২, সুনান দারেমী - ২৩৯)

সুতরাং যাদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হবে, তাদের একদল নিজেরা যেমন পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون و أصحاب يأخذون بسنته و يتقيدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون و يفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن و من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن و من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل .[أخرجه أحمد (458/1 ، رقم 4379) ، ومسلم (69/1 ، رقم 50) وأخرجه أيضًا : البيهقى (90/10 ، رقم 19965) ، وابن منده (345/1 ، رقم 183) . (صحيح) انظر حديث رقم : 5790 في صحيح الجامع]

"আমার পূর্বে যত নবী এই পৃথিবীতে এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকের কিছু বন্ধু (হাওয়ারী) এবং সঙ্গী-সাথী ছিলেন, যারা নবীগণের সুন্নাতের অনুসরণ করতেন, তাঁদের নির্দেশনা মেনে চলতেন। তাঁদের পর এমন কিছু লোক আসতো যারা এমন কথা বলতো যা নিজেরা করতো না, এমন কাজ করতো যা তাদের নির্দেশ দেয়া হয় নি। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে হাতের দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে মুখের দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে অন্তরের দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন, এরপর আর বিন্দুমাত্র ঈমান নেই।" (সহীহ মুসলিম ৫০, মুসনাদে আহমাদ ৪৩৭৯, সুনান বায়হাকী ১৯৯৬৫)

সাহাবাগণের (রাঃ) পরবর্তী উত্তরাধিকারী তো প্রথমতঃ আলেমগণ তারপর সাধারণ মুসলমানগণ। সুতরাং সাধারণ মুসলমানদের একটি দল এবং আলেমদের একটি শ্রেণী উভয়ের জন্যই এই হাদিস প্রযোজ্য হবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل ... ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار .... [أخرجه أحمد (321/2 ، رقم 8260) ، ومسلم (1513/3 ، رقم 1905) ، والنسائى (23/6 ، رقم 3137)]

"নিশ্চই কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার হবে ... তারপর আনা হবে ঐ ব্যক্তিকে যে ইলম শিখেছে ও শিখিয়েছে, কুরআন পড়েছে। তাকে আল্লাহর দেয়া নিয়ামাত সম্পর্কে অবহিত করা হবে। সে অবহিত হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি এতে কি করেছো? সে বলবেঃ "ইলম অর্জন করেছি, তা শিখিয়েছি এবং তোমার পথে কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, বরং তুমি ইলম শিখেছো যেন তোমাকে আলেম বলা হয়। কুরআন পড়েছো যাতে বলা হয় যে সে একজন ক্বারী। আর

তা বলা হয়েছে। তারপর তাকে উপুড় করে জাহান্নমে ফেলার নির্দেশ দেয়া হবে এবং জাহান্নামে ফেলা হবে। ..." (সহীহ মুসলিম ১৯০৫, মুসনাদে আহমাদ ৮২৬০, সুনান নাসায়ী ৩১৩৭)

অর্থাৎ একদল আলেম ইলম অর্জন করবে, কুরআন তিলাওয়াত করবে, তা মানুষকে শিখাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নয় বরং পৃথিবীতে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে। তারা পরিণামে জাহান্নামী হবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قَالَ رسولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ – عَزَّ وَجَلَّ – لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »[أخرجه أحمد (338/2 ، رقم 8438) ، وأبو داود (323/3 ، رقم 3664) ، وابن ماجه (92/1 ، رقم 252) ، والحاكم (60/1 ، رقم 288) وقال : صحيح سنده ثقات رواته على شرط الشيخين . والبيهقى فى شعب الإيمان (282/2 ، رقم 1770) وأخرجه أيضًا : ابن أبى شيبة (285/5 ، رقم 26127) ، والخطيب (346/5)]قال النووي في المجموع 23/1-إسناده صحيح

"যে ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা যায়, দুনিয়ার কোন সামগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করবে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।" (মুসনাদ আহমাদ-৮৪৩৪, সুনান আবু দাউদ-৩৬৬৪, সুনান ইবনে মাজাহ-২৫২, মুসতাদরাক আল-হাকিম - ২৮৮)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرءون القرآن يقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا – قال محمد بن الصباح : كأنه يعني – الخطايا " . رواه ابن ماجه قال المنذري في الترغيب والترهيب 3/205:–رواته ثقات قال الهيتمي المكي في الزواجر 2/120:– رواته ثقات

"সে দিন বেশী দূরে নয় যখন আমার উম্মাতের কিছু লোক দ্বীনের ইলম লাভ করবে, কুরআন শিক্ষা করবে এবং বলবে যে, আমরা আমীর-ওমারাদের নিকট যাবো এবং দুনিয়ার কিছু অংশ গ্রহণ করে আমাদের দ্বীন নিয়ে তদের নিকট হতে সরে দাঁড়াবো। এটা কখনা হবে না, যেমন : কাতাদ গাছ থেকে কাঁটা ব্যতীত কোন ফল লাভ করা যায় না, তেমনি এদের নিকট থেকেও কোন ফল লাভ করা যাবে না (গুনাহ ব্যতীত)।" (সুনান ইবনে মাজাহ - ২৫৫)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন :

يخرجُ في آخرِ الزَّمانِ رجالٌ يختِلونَ الدُّنيا بالدِّينِ يلبَسونَ للنَّاسِ جلودَ الضَّأنِ منَ اللِّينِ ألسنتُهم أحلى منَ السُّكَّرِ وقلوبُهم قلوبُ الذِّئابِ يقولُ اللَّهُ أبي يغترُّونَ أم عليَّ يجترئونَ فبي حلفتُ لأبعثنَّ على أولئِك منهم فتنةً تدعُ الحليمَ فيهم حيرانَ – قال ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكاة المصابيح 63/5 حسن كما قال في المقدمة.قال لمنذري في الترغيب والترهيب50/1 إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما.قال الهيثمي في مجمع الزوائد237/5 رجاله ثقات .قال البغوي في شرح السنة390/7 لا يعرف إلا من هذا الوجه، ويحيى بن عبيد الله تكلم فيه شعبة .قال محمد المناوي في تخريج أحاديث المصابيح420/4 في سنده يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال الذهبي ضعفوه وقال أحمد في أبيه أحاديثه مناكير.

"পরবর্তী যুগে এমন একদল লোক বের হবে, যারা দ্বীনের মাধ্যমে দুনিয়ার সম্পদ অর্জন করবে ...।" (সুনান তিরমিযী -২৪০৪)

عن الحسن عن عمران بن حصين : أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس.قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك.قال المنذري في الترغيب والترهيب 303/2 إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما .قال السيوطي في الجامع الصغير8956 حسن .قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء 383/6 يروى من هذا الطريق [وفيه] العلاء بن هلال .قال العقيلي في الضعفاء الكبير 29/2 لا يتابع خيثمة البصري ولا يعرف إلا به

"যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে, সে যেন আল্লাহর কাছে প্রতিদান চায়, কারণ শেষ সময় অনেক মানুষ বের হবে যারা কুরআন তেলাওয়াত করবে এবং মানুষের কাছে তার প্রতিদান চাইবে।" (সুনান তিরমিযী - ২৯১৭)

তাই কেউ কেউ যে শুধু দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করবে তা এই হাদিস সমূহ থেকে বুঝা যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন : "যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে এবং গভীরভাবে দ্বীন শিক্ষা করে তারপর দুনিয়ার কোন লাভের জন্য শাসকদের কাছে যায়, আল্লাহ তার মনকে (অন্তরকে) মোহর মেরে দিবেন; তাকে প্রতিদিন শাস্তি দিবেন।"

আব্দুল্লাহ ইবনে আ'মর আল আস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

أكثر منافقي أمتي قراؤها [أخرجه ابن المبارك (152/1 ، رقم 451) ، وأحمد (175/2 ، رقم 6637) ، والطبرانى فى مجمع الزوائد (230/6) والبيهقى فى شعب الإيمان (363/5 ، رقم 6959) . وأخرجه أيضا : البخارى فى التاريخ الكبير (257/1) .ابن عدى (15/6 ، ترجمة 1561 الفضل بن مختار)] قال العقيلي في الضعفاء الكبير 1/274:–روي عن ابن عمرو بإسناد صالح. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 8/27:–محفوظ

"আমার উম্মাতের মধে অধিকাংশ মুনাফিক হবে, তেলাওয়াতকারীদের (কুর্‌রা) মধ্য থেকে।" (মুসনাদে আহমাদ - ৬৬৩৩, ৬৬৩৪, ৬৬৩৭, ১৭৩৬৭, শুয়াইব আল আরনাউত এর মতে সহীহ, মাজমুউল জাওয়ায়িদ, তাবরানী ৬/২৩০, শুয়াবিল ঈমান ৬৯৫৯, তারিখুল কাবীর, ইমাম বুখারী ১/২৫৭, ইবনে আদী ৬/১৬)

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال ثكلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما .(سنن ابن ماجة –4048) قال القرطبي في التذكرة 650:-إسناده صحيح قال. ابن مفلح في الآداب الشرعية 2/67:-إسناده جيد

একটি বিষয় বর্ণনা করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "এটা তখন ঘটবে যখন ইলম বিদায় নিবে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, "ইলম কিভাবে বিদায় নিবে? অথচ আমরা কুরআন পড়ছি, সন্তানদেরকে পড়াচ্ছি। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।" তিনি বললেন, "হে জিয়াদ, তোমার মা তোমাকে হারাক! আমি তোমাকে মদীনার একজন বিজ্ঞ লোক মনে করতাম। এই ইহুদী-খ্রীষ্টানরা কি তাওরাত পড়ছে না? ইনজীল পড়ছে না? অথচ তাওরাত-ইনজীলের কোন কথাই তারা মানছে না।" (সুনান ইবনে মাজাহ ৪০৪৮)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعوذوا بالله من جب الحزن " قالوا : يا رسول الله وما جب الحزن ؟ قال : " واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة " . قلنا : يا رسول الله ومن يدخلها قال : " القراء المراءون بأعمالهم " . رواه الترمذي وكذا ابن ماجه وزاد فيه : " وإن من أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء. أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير (170/2) ، والترمذى (593/4 ، رقم 2383) وقال : حسن غريب . وابن ماجه (94/1 ، رقم 256) وأخرجه أيضًا : الطبرانى فى الأوسط (261/3 ، رقم 3090) ، وابن عدى (71/5 ، ترجمة 1250 عمار بن سيف الضبى) ثم قال : منكر الحديث ، والبيهقى فى شعب الإيمان (339/5 ، رقم 6851) " قال المنذري في الترغيب والترهيب 4/341:-إسناده حسن .

"তোমরা 'জুব্বুল হুযন' থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।" সাহাবাগণ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল, 'জুব্বুল হুযন' কি?" তিনি বললেন, "জাহান্নামের একটি অংশ, যা থেকে স্বয়ং জাহান্নামও দৈনিক চারশত বার আশ্রয় চায়।" পুণরায় জিজ্ঞেস করা হলো, "হে আল্লাহর রাসুল, এতে কারা প্রবেশ করবে?" তিনি বললেন, "লোকদেরকে দেখাবার উদেশ্যে কুরআন-পাঠকারীগণ।" ইমাম ইবনে মাজাহ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেনঃ "কুরআন অধ্যয়নকারীদের মধ্যে তারাই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত, যারা শাসকদের সাথে সাক্ষাৎ বা মেলামেশা করে।" (সুনান ইবনে মাজাহ - ২৫৬ ও সুনান তিরমিযি - ২৩৮৩)

যদিও অধিকাংশ মুহাক্কিক এটাকে জয়ীফ বলেছেন। কিন্তু ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম মুনজিরি (রঃ) এর মতে হাদিসটি হাসান। যদি আসলেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথা বলে থাকেন, তাহলে ব্যাপারটা কতটা ভয়ানক হবে!!

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

يظهر الإسلام حتى يختلف التجار فى البحر وحتى تخوض الخيل فى سبيل الله ثم يظهر قوم يقرءون القرآن يقولون من أقرأ منا من أعلم منا من أفقه منا هل فى أولئك من خير أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار[أخرجه الطبرانى فى الأوسط (221/6 رقم 6242) . وأخرجه أيضًا : البزار (405/1 رقم 283) قال الهيثمى (186/1) : رجاله موثقون]قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/191:–رجال البزار موثقون قال المنذري في الترغيب والترهيب 1/105:–إسناده لا بأس به

"...এমন একটি সময় আসবে, যখন মানুষ কুরআন মাজিদ পাঠ করার পর বলবে, 'কুরআনতো পড়েই ফেলেছি। আমার চাইতে বড় ক্বারী আর কে আছে? আমার চাইতে বড় আলেম কে আছে?' তারপর তিনি সাহাবীদের দিকে নিবিষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি বল? তাদের মধ্যে কি সামান্যতম কল্যাণ আছে?' তাঁরা বললেন, 'না।' তিনি বললেন : 'তারাও তোমাদের মতোই মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তারা এ উম্মতেরই সদস্য হবে। তবে তারা হবে দোযখের জ্বালানী।'" (মুসনাদে বাজ্জার -২৮৩, তাবরানী ৬২৪২)

وعن الأحوص بن حكيم عن أبيه قال : سأل رجل النبي صلى الله عليه سلم عن الشر فقال : " لا تسألوني عن الشر وسلوني عن الخير " يقولها ثلاثا ثم قال : " ألا إن شر الشر شرار العلماء وإن خير الخير خيار العلماء " . رواه الدارمي

এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন : "আমাকে মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, আমাকে ভালো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো।" এ কথা তিনি তিনবার

বললেন, তারপর বললেন, "জেনে রেখো সর্বাপেক্ষা মন্দ হচ্ছে মন্দ আলেমগণ, আর সর্বাপেক্ষা ভালো হচ্ছে ভালো আলেমগণ।" (সুনান দারেমী - ৩৭০, হাদিসটি মুরসাল)

উপরের হাদিসগুলির অর্থ সুস্পষ্ট। আলাদা ব্যাখ্যা নিস্প্রয়োজন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لا تقوم الساعة حتى ... وتقوم الخطباء بالكذب فيجعلون حقى لشرار أمتى فمن صدقهم بذلك ورضى به لم يرح رائحة الجنة[أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (279/7) ، وقال الهيثمى : فيه سليمان بن أحمد الواسطى وهو ضعيف . وابن عساكر (11/22)]

"কিয়ামত তখনই হবে যখন...বক্তারা মিথ্যা বলে বেড়াবে এমনকি আমার হক্ব শরীয়াতের বিধান বর্ণনার অধিকার আমার উম্মাতের সর্ব নিকৃষ্টদের কাছে সমর্পিত হবে। অতঃপর যারা তাদেরকে বিশ্বাস করবে, তাদের বিচার গবেষণার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, তার ভাগ্যে জান্নাতের সুবাসও জুটবে না।" (মাজমুউল জাওয়ায়িদ- ৭/২৭৯; ইবনে আসাকীর- ২২/১১, হাদিসটির একজন রাবী সুলাইমান বিন আহমাদ জয়ীফ বলে ইমাম হাইছামী মন্তব্য করেছেন)

আবু জ্বার (রা.) বলেছেন :

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "لَغَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَى أُمَّتِي" قَالَهَا ثَلاثًا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا الَّذِي غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قَالَ: "أَئِمَّةً مُضِلِّينَ" [أخرجه أحمد 145/5(21621) وفي 145/5(21622)) الطبرانى (149/8 ، رقم 7653)]

"একদিন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, 'আমি আমার উম্মাতের জন্য একটি বিষয়কে দাজ্জাল এর থেকেও বেশী ভয় করি।' আমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, সেটি কি?' তিনি বললেন : 'বিপথগামী এবং পথভ্রষ্ট আইম্মা।'" (মুসনাদে ইমাম আহমাদ - ২১৬২১ এবং ২১৬২২। শাইখ শুয়াইব আল আরনাউত এর মতে 'সহীহ লি গাইরিহী', তাবরানী - ৭৬৫৩) (আইম্মা বলতে আলেম ও সামাজিক / রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব উভয়ই বুঝায়)

অর্থাৎ যারা নিকৃষ্ট আলেম হবে তারা হবে দাজ্জাল থেকেও বেশী বিপদজনক। জিয়াদ (র.) বলেন :

وعن زياد بن حدير قال : قال لي عمر : هل تعرف ما يهدم الإسلام ؟ قال : قلت : لا . قال : يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين " . رواه الدرامي قال ابن كثير في مسند الفاروق 2/536 :روي من طرق جيدة

উমর বিন খাত্তাব (রা.) তাঁকে বলেছেন : "তিনটি বিষয় দ্বীনকে নষ্ট করে, আলেমরা ভুল করলে, মুনাফিকরা কুরআনের সমালোচনা করলে এবং নেতারা ভুল পথে পরিচালিত হলে।" (সুনান দারেমী-২১৪)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنًا ويمسى كافرًا ويمسى مؤمنًا ويصبح كافرًا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل [أخرجه أحمد (303/2 ، رقم 8017) ، ومسلم (110/1 ، رقم 118) ، والترمذى (487/4 ، رقم 2195) وقال : حسن صحيح .وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (396/11 ، رقم 6515) ، وابن حبان (96/15 ، رقم 6704) ، والطبرانى فى الأوسط (156/3 ، رقم 2774) ، والديلمى (7/2 ، رقم 2074)]

"আঁধার রাতের পূঞ্জীভূত অন্ধকারের মতো ফিতনা আবির্ভাবের পূর্বেই নেক আমল করে নাও। তখন মানুষের অবস্থা এমন হবে, সকালে যে মুমিন সে সন্ধ্যায় কাফির হবে, সন্ধ্যায় যে মুমিন, সকালেই সে কাফিরে পরিণত হবে। পার্থিব সামান্য কড়ির বিনিময়ে মানুষ দ্বীন বিক্রি করে ফেলবে।" (সহীহ মুসলিম- ১১৮, মুসনাদে আহমাদ ৮০১৭, সুনান তিরমিযী - ২১৯৫)

পার্থিব স্বার্থে দ্বীন বিক্রিকারীদের মধ্যে আলেমদের মধ্য হতেও একটি দল থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) বলেন :

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مسعود قال لإنسان : ... وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قُرَّاؤه يُحفظ فيه حروف القرآن وتُضيَّع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يُطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدؤون فيه أهواءهم قبل أعمالهم (الموطأ-2/243,598) قال ابن عبدالبر في الاستذكار 2/350:-روي من وجوه متصلة حسان متواترة

“এমন এক সময় আসবে, যখন ফকীহ এর সংখ্যা হবে কম, তবে ক্বারীর সংখ্যা হবে বেশী। কুরআনের অক্ষর সংরক্ষিত হবে, কিন্তু তার দাবী ও বিধান সংরক্ষিত হবে না। ভিক্ষুক ও গ্রহীতার ভিড় হবে কিন্তু দাতার সংখ্যা হবে অল্প। বক্তৃতা দীর্ঘ হবে। নামাজ সংক্ষিপ্ত হবে। মানুষের আমলের মাঝে তাদের প্রবৃত্তি বিস্তার লাভ করবে।” (মুয়াত্তা ইমাম মালিক -৫৯৮, শুয়াবুল ঈমান ৫০০০)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

خذوا العطاء ما دام عطاء فإذا تجَ َاحَ فَ َت قريش بينها الملك وصار العطاء رُ شَ ًا عن دينكم فدعوه[خرجه البخارى فى تاريخه (235/1) ، وأبو داود (137/3 ، رقم 2958) ، والطبرانى (238/4 ، رقم 4239) ، وأبو نعيم فى الحلية (27/10) ، والبيهقى (359/6 ، رقم 12820) ، قال الحافظ فى الإصابة (413/2 ، ترجمة 2458) : ذكره الترمذى فى الصحابة ، ويقال فيه أبو الزوائد ، وزعم الطبرانى أنه ذو الأصابع المتقدم وعندى أنه غيره قال السيوطي في الجامع الصغير 3893:-صحيح

“উপহার যতক্ষণ পর্যন্ত উপহার থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তা গ্রহণ করতে পারো। কিন্তু উপহার যদি দ্বীনের ক্ষেত্রে ঘুষ হয়ে যায়, তবে তা গ্রহণ করবে না। তবে (মনে হয়) তোমরা তা ছাড়বে না।” (তাবরানী, ইবনে আসাকির)

সুতরাং একদল আলেমও যে উপহার এর ছলে ঘুষ গ্রহণ করবে, তা এই হাদিস থেকে জানা যায়।

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: سيأتي على الناس زمان تملح فيه عذوبة القلوب، فلا ينفع بالعلم يومئذ عالمه ولا متعلمه، فتلون قلوب علمائهم مثل السباخ من ذوات الملح، ينزل عليها قطر السماء، فلا يوجد لها عذوبة، وذلك إذا مالت قلوب العلماء إلى حب الدنيا وإيثارها على الآخرة، فعند ذلك يسلبها الله تعالى ينابيع الحكمة، ويطفئ مصابيح الهدى من قلوبهم، فيخبرك عالمهم حتى تلقاه أنه يخشى الله بلسانه، والفجور ظاهر في عمله، فما أخصب الألسن يومئذ، وما أجدب القلوب! فوالله الذي لا إله إلا هو ما ذلك إلا لأن المعلمين علموا لغير الله تعالى، والمتعلمين تعلموا لغير الله تعالى – إحياء علوم الدين.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, “এমন এক সময় আসবে যখন অন্তরের মিষ্টতা লবাণাক্ত হয়ে যাবে, তখন ইলম দিয়ে আলেম কিংবা ছাত্র কেউ কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, তাদের আলেমদের অন্তর হবে লবণ এর খনির মতো যাতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় সুতরাং তারা সেটাতে কোন মজা পাবে না, আর এটা হবে যখন আলেমদের অন্তর দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিবে। তখন আল্লাহ হিকমাতের ধারা তুলে নিবেন, এবং তাদের অন্তর থেকে হিদায়াতের
নূর তুলে নিবেন, তখন তাদের আলেমের ব্যাপারে জানলে দেখবে সে শুধুমাত্র মুখে আল্লাহকে ভয় করে অথচ তার আমলের মাঝে পাপাচার প্রকাশ পাবে। তখন কথা হবে কত সুন্দর!! আর অন্তরগুলো হবে কতই না নিকৃষ্ট!! ঐ আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এটার মূল কারণ হলোঃ সেদিন শিক্ষকরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে শিক্ষা দিবে আর ঐ সকল ছাত্ররা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে শিক্ষা করবে।” (ইহইয়া উলুমুদ্দিন)

বিখ্যাত তাবেয়ী ওয়াহ্হাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.), আতা খুরসানীকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন : “তোমার পূর্ববর্তী আলেমগণ পৃথিবীর সামগ্রী পরিত্যাগ করে, শুধুমাত্র ইলমকে যথেষ্ট মনে করেছেন। তাঁরা দুনিয়ার মোহে ব্যস্ত লোকজনের দিকে এবং তাদের সাথে যা রয়েছে (ধন-সম্পদ) সেদিকে মনোযাগ দেননি। লোকজন তাঁদেরকে ইলম অর্জনের বিনিময়ে বিভিন্ন ধন-সম্পদ দিতে চাইতো। এখন আলেমরা দুনিয়ার লোকজনের কাছে কিছু ধন-সম্পদ লাভের ইচ্ছায় ইলম নিয়ে তাদের কাছে হাজির হন। তাই দুনিয়ার লোকজন এখন সে ইলমকে পরিত্যাগ করছে।” (বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১/১৯৫)

سفيان الثوري يقول : تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل ، وفتنة العالم الفاجر ، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون[أخلاق العلماء للآجري-63 شعب الإيمان – البيهقي-1896].

ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেছেনঃ “আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই মূর্খ ইবাদাতকারীর ফিতনা থেকে, পাপাচারী আলেমের ফিতনা থেকে। তাদের ফিতনা সকলের উপর কার্যকর হয়।” (আখলাকুল উলামা, শুয়াবুল ঈমান ১৮৯৬)

ابن القيم رحمه الله يقول : " علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم ، فكلما قال قائلهم للناس هلموا، قالت أفعالهم : لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقاً كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء، وفي الحقيقة قطاع الطرق ".

ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন : "নিকৃষ্ট আলেমরা জান্নাতের দরজায় বসে নিজেদের কথা দ্বারা মানুষকে সেদিকে আহ্বান করে কিন্তু তাদের কাজের মাধ্যমে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। যখনই তারা মানুষের সাথে কথা বলে, মানুষ দৌড়ে তাদের দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড তাদেরকে অনুসরণ না করার জন্য চিহ্ন দেয়। কারণ তারা যে জিনিসের দিকে আহ্বান করছে–তা সত্য হলে তারা নিজেরাই সবার আগে সে আহ্বানের জবাব দিতো। এভাবেই, তারা দেখতে পথ নির্দেশক হলেও প্রকৃতপক্ষে রাস্তার ডাকাতের মতো।" (ফাওয়ায়িদ, ইবনুল কাইয়্যেম)

সুতরাং আলেমদের যেভাবে অনেক মর্যাদা রয়েছে, ঠিক তেমনি আলেম নামধারী অনেকেই থাকবে নিকৃষ্ট। আমাদেরকে যে কোন মূল্যে ভালো আলেমদেরকে চিনতে হবে আর নিকৃষ্ট আলেমদের থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।

৮। আপনি কার কাছ থেকে দ্বীন শিখছেন - তার উপর নির্ভর করে আপনার দ্বীন এর বিশুদ্ধতা :

ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যে, দ্বীন ইসলামের কিছু কিছু ব্যাপার একজন মুসলমান সাদামাটাভাবে সরাসরি কুরআন ও হাদিস থেকে জানতে পারলেও এসব বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের জন্য আলেমদের সাহায্য প্রয়োজন।

তাই একজন সাধারণ মুসলমানের ইসলামের জ্ঞান, ইসলাম সম্পর্কে তার ধারণা অনেকাংশেই নির্ভর করে - তিনি কোন আলেম থেকে ইলম অর্জন করছেন এর উপর। এ কারণেই অভিজ্ঞ লোকজন একজন সাধারণ মুসলমানের দুই/একটি কথা থেকেই বুঝতে পারেন, তিনি কোন ঘরানার আলেম হতে দ্বীন শিখেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها . رواه أبو داود قال السخاوي في المقاصد الحسنة 149:-إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات قال السيوطي في الجامع الصغير 1845:-صحيح

"আল্লাহ এ উম্মাতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দী শেষ এমন ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যিনি তাদের দ্বীনকে 'তাজদীদ' তথা সংস্কার করবেন।" (সুনান আবু দাউদ)

তাহলে বুঝা যাচ্ছে, প্রতি শতাব্দীতেই এই দ্বীনের মধ্যে কিছু বিকৃতি ঘটবে। কারণ বিকৃতি না ঘটলে তো প্রতি শতাব্দীতে একজন সংস্কারক (মুজাদ্দিদ) পাঠানোর প্রয়োজন পড়তো না।

সুতরাং ইসলামের সঠিক শিক্ষার কিছু বিলুপ্তি, কিছু অপব্যাখ্যা, কিছু গোপন করা, কিছু সুবিধামতো চেপে যাওয়া ইত্যাদি ঘটতে থাকবে।

সুতরাং, আমাদের দ্বীন শিক্ষার মধ্যে কিছু না কিছু 'খাদ' থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেউ গ্যারান্টি দিতে পারবেনা যে, তিনি যে শিক্ষা আমাদেরকে দিবেন, তা একশত ভাগ সঠিক শিক্ষা।

আপনি 'মিলাদ শরীফ' পড়ুয়া কারো কাছ থেকে দ্বীন শিখলে সে আপনাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর দুরুদ পড়ার আয়াতকে ব্যবহার করে মিলাদের পক্ষে যুক্তি দেখাবে। বিদয়াতী পীরের মুরিদ কারো কাছে গেলে হাসান বসরী ও রাবিয়া বসরীর নামে কম্পিত কিচ্ছা-কাহিনী শুনিয়ে আপনাকে মাতোয়ারা করে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাবে। অন্য আরেক দল ইসলামী আন্দোলনের নামে মানবরচিত দলকে সাহায্য সহযোগিতার জন্য 'মদীনার সনদ' কিংবা 'হুদাইবিয়ার সন্ধির' কথা বলে আপনাকে বুঝানোর চেষ্টা করবে। কেউবা শুধু 'রফে ইয়াদাইন' করা আর 'পায়ে-পা লাগিয়ে নামাজ আদায় করার' দলিল-প্রমাণ নিয়ে ঝগড়া-

বিবাদ করে ও হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়ে আপনার মূল্যবান অনেক বছর নিয়ে নিবে, কেউবা পূর্বোক্ত দলের বিরোধিতা করতে করতে এবং নিজ মাজহাবের মুস্তাহাব সমূহ আরো উন্নত দলিল সম্পন্ন প্রমাণ করাকেই দ্বীনের মূল বিষয়বস্তু বানিয়ে ফেলবে। কেউবা ইসলামের বিজয়ের জন্য 'তারবীয়া-তাসফিয়া' এর শ্লোগান আপনার মাথায় ঢুকিয়ে দিবে এবং ব্যক্তি-কেন্দ্রিক মাসয়ালা-মাসায়েলকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিবে। কেউবা 'বিশ্বব্যাপী খিলাফত' এর দোহাই দিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নতি, ইবাদত-বন্দেগীকে পিছনে ঠেলে দিবে। কেউবা মুরজিয়াদের মতো সুস্পষ্ট কুফরীকে কুফরী বলতে, ভাবতে ভয় পাবে, বরং সবক্ষেত্রে খারিজীদের গন্ধ পাবে; কেউবা খারিজীদের মতো কবিরা গুনাহের কারণে ঢালাওভাবে মানুষকে 'কাফির' ফতোয়া দিবে। কেউবা প্রকৃত কাফির, মুরতাদকেও 'কাফির' বলতে/ ভাবতে নারাজ। কেউবা শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু হিসেবে ইসলামী অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতিকে প্রাধান্য দিবে, কেউবা শুধুমাত্র মাসায়ালা-মাসায়েলকে প্রাধান্য দিবে।

সুতরাং, ইসলামের ব্যাপারে আমাদের ধারণা-দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করবে, কার কাছ থেকে আমরা দ্বীন শিখছি-এর উপর। কিন্তু সমস্যা হলো কুরআন ও হাদিসে কোন আলেমের নাম ধরে গ্যারান্টি দেওয়া হয়নি যে, এই আলেম সঠিক পথে থাকবেন।

এখানে উল্লেখ্য, কোন আলেম হয়তো বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সঠিক পথ ও মতের উপর থাকতে পারেন কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে তিনি ভুল পথ বা মতের উপর থাকতে পারেন। কেউ হয়তো এক্ষেত্রে অর্ধেক-অর্ধেক, কেউবা আবার বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ভুল পথে থাকতে পারেন, যদিও কিছু ক্ষেত্রে তিনি সঠিক জ্ঞান রাখেন । কেউবা নূন্যতম পাশ মার্কেরও নীচে থাকতে পারেন। হ্যাঁ অনেক পাশ মার্কেরও নীচে ছিলেন-আছেন-থাকবেন, তার প্রমাণ হলো, অনেক 'আলেম নামধারীরা' জাহান্নামী হবেন – এ ব্যাপারে হাদিসগুলো।

এখন আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করতে হবে, যে আলেম সবচেয়ে বেশী পরিমাণে "সঠিক ইসলামের" কাছাকাছি আছেন, তাঁর কাছ থেকে দ্বীন-ইসলাম শিক্ষা করার জন্য। প্রয়োজনে, প্রথম সারির দুই/ তিনজন আলেমের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি শেখা উচিৎ। সেটাই আমাদের জন্য বেশী নিরাপদ এবং তাকওয়ার দাবী। ঠিক যেভাবে সালাফে সালেহীনগণ একাধিক শিক্ষক হতে দ্বীন শিক্ষা করেছেন।

এখন আমরা কিভাবে জানতে পারবো কোন আলেম আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সবচেয়ে কাছাকাছি? এ ক্ষেত্রে দু'টো বিষয় সামনে আসে :

ক. একজন সাধারণ মুসলমানের জন্য ভালো মন্দ আলেমের পরিচয় জানা সম্ভব কিনা?

খ. যদি সম্ভব হয়, তবে কি কি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সাধারণ মুসলমানগণ সে যাচাই - প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন?

আমাদের পরবর্তী অধ্যায় সমূহে মূলতঃ এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমীন

৯। একজন সাধারণ মুসলমান কি ভালো ও মন্দ আলেমের পার্থক্য বুঝতে পারবেন?

অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতোই ভালো ও মন্দ আলেমের পার্থক্য বুঝতেও পবিত্র কুরআন আমাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

ثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (سورة الفرقان 25:33)

তোমার কাছে তারা এমন কোন সমস্যাই নিয়ে আসে না যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি। (সূরা ফুরক্বান ২৫ : ৩৩)

আল্লাহ আরো বলেন :

بَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (سورة النور 24:46)

আমি সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি, আল্লাহ যাকে চান সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা নূর ২৪:৪৬)

আল্লাহ আরো বলেন :

لْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (سورة الحج 22:16)

এভাবেই আমি স্পষ্ট নিদর্শনরূপে কুরআন অবতীর্ণ করেছি আর আল্লাহ যাকে চান সঠিক পথে পরিচালিত করেন। (সূরা হাজ্জ ২২:১৬)

এছাড়াও যে ভালো ও মন্দ আলেমের পার্থক্য বুঝার জন্যও সর্বাত্মক চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকেও পথ দেখাবেন। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন:

الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (سورة العنكبوت 29:69)

আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় তাদেরকে আমি অবশ্য অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে আছেন। (সূরা 'আনকাবূত ২৯:৬৯)

যেহেতু মন্দ আলেমদেরকে পরিত্যাগ করে ভালো আলেম তথা নবী-রাসুলদের প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে দ্বীন শিক্ষা করার কোন বিকল্প আমাদের নেই, তাই ভালো ও মন্দ আলেমের পার্থক্য নিরূপণ অবশ্যই সাধারণ মুসলমানের সামর্থ্যের ভিতরে থাকবে, সেটাই ন্যায় বিচারের দাবী।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (سورة البقرة 2:286)

আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না, সে ভাল যা করেছে সে তার সওয়াব পাবে এবং স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের জন্য সে নিজেই নিগ্রহ ভোগ করবে। (সূরা বাক্বারা ২:২৮৬)

এছাড়াও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب الناس في حجة الوداع فقال يا أيها الناس أني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه[أخرجه البيهقى (114/10 ، رقم 20123) وأخرجه أيضًا : الحاكم (171/1 ، رقم 318)]قال المنذري في الترغيب والترهيب 1/61:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما وله أصل في الصحيح

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেনঃ "আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা আকড়েঁ ধরো, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না : আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ।" (সুনান বায়হাকী ২০১২৩, হাকিম ৩১৮, ৩১৯, দারাকুতনী ৪/২৪৫)

তাহলে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে মন্দ আলেমের দ্বারা পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك و من يعش منكم بعدى[أخرجه أحمد (126/4 ، رقم 17182) ، وابن ماجه (16/1 ، رقم 43) ، والحاكم (175/1 ، رقم 331) وأخرجه أيضًا : الطبرانى (257/18 ، رقم 642]قال الشوكاني في الفتح الرباني 5/2229: –ثابت ورجاله رجال الصحيح قال السيوطي في الجامع الصغير 6096:–صحيح

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন : "আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর ছেড়ে যাচ্ছি, এর দিন ও রাত একই রকম, ধ্বংসপ্রাপ্ত লোক ছাড়া কেউ এই দ্বীন থেকে পথভ্রষ্ট হবে না।" (মুসনাদ আহমাদ-১৭১৮২, সুনান ইবনে মাজাহ-৪৩ এবং মুসতাদরাক হাকিম-৩৩১, তাবরানী - ৬৪২)

সুতরাং ভালো ও মন্দ আলেমের পার্থক্য বুঝতে পারা তথা ইসলামের সঠিক রূপ জানার সুযোগ অবশ্যই সাধারণ মুসলমানদের রয়েছে এবং থাকবে।

১০।   ভালো আলেম তথা নবী-রাসুলদের প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের কিছু বৈশিষ্ট্য :

১০.১. একজন আলেম নবী-রাসুল আলাইহিমুস্ সালামদের উত্তরাধিকারী।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إن العلماء ورثة الانبياء [أخرجه أحمد (196/5 ، رقم 21763) ، وأبو داود (317/3 ، رقم 3641) ، والترمذى (48/5 ، رقم 2682) وابن ماجه (81/1 ، رقم 223) ، وابن حبان (289/1 ، رقم 88) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (262/2 ، رقم 1696)]قال ابن عساكر في تاريخ دمشق 25/247:-له طرق كثيرة قال ابن حجر العسقلاني في الكافي الشاف 210:-واه وله طرق

"আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।" (মুসনাদে আহমাদ ২১৭৬৩, সুনান আবু দাউদ - ৩৬৪১, সুনান তিরমিযী ২৬৮২, সুনান ইবনে মাজাহ ২২৩, সহীহ ইবনে হিব্বান ৮৮, শুয়াবুল ঈমান ১৬৯৬)

ইবনে হিব্বান (র.) বলেন :

قال أبو حاتم رضي الله عنه : في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه و سلم دون غيره من سائر العلوم ألا تراه يقول : (العلماء ورثة الأنبياء) والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا صلى الله عليه و سلم سنته فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء

"আবু হাতিম রাঃ বলেছেনঃ এই হাদিসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, উল্লিখিত গুণাবলী সম্পন্ন আলেম হচ্ছেন তাঁরা, যারা অন্যান্য সকল ইলম ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রাপ্ত ইলম জানেন। তুমি কি দেখো না, তিনি বলেছেন : 'আলেমরা নবীদের উত্তরাধিকারী।' নবীরা ইলম ব্যতীত অন্য কোন উত্তরাধিকার রেখে যান না। আর আমাদের নবীর ইলম হচ্ছে তাঁর 'সুন্নাহ'। তাই যে সুন্নাহ শিক্ষা থেকেই বঞ্চিত, সে তাঁর উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (ইহসান ফি তাক্বরীব সহীহ ইবনে হিব্বান, ১/২৮৯, ৮৮নং পয়েন্ট)

সুতরাং, আলেমদের মধ্যে কথা, কাজ, ইবাদত, দাওয়াত ইলাল্লাহ, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নবী-রাসুল আলাইহিস্ সালামদেরকে যে যত বেশী অনুসরণ, অনুকরণ করবেন, তিনি তাঁদের উত্তরাধিকারী হিসেবে ততটুকু অগ্রগামী হবেন।

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুহাদ্দিস বদরুদ্দিন আইনী (র.) বলেছেন : "এই অধ্যায়ের এই নামকরণের মাধ্যমে তিনি (ইমাম বুখারী (রহ.)) এই ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছেন যে, কুরআনে এই কথার পক্ষে অনেক প্রমাণ রয়েছে।" (দেখুন 'উমদাতুল ক্বারী' শরহু সহীহ বুখারী, ২/৪৯৭)

রুদ্দুল মুহতারে এই হাদিসের আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "আলেমরাও নবীদের মতো রাষ্ট্র পরিচালনা (সিয়াসাহ্) করবেন।" (১৫ খণ্ড, ৩২ পৃ.)

ইমাম ছারকাসী (র.) উক্ত হাদিসের আলোকে নবীদের প্রধান দুই কাজ : মানুষকে দাওয়াত দেয়া এবং জাহান্নাম হতে সতর্কীকরণের ক্ষেত্রে আলেমরা নবীদের উত্তরাধিকারী বলে বর্ণনা করেছেন। (দেখুন : আল মাবসুত, ১/১৫৮৮)

যে আলেম ছয়টি ক্ষেত্রে নবীদের অনুসরণ করেন, তিনি মাত্র পাঁচটি ক্ষেত্রে অনুসরণকারী আলেম হতে নবী-রাসুলদের উত্তরাধিকারী হিসেবে অধিক স্বার্থক। যিনি নবী-রাসুলদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ হতেও পিছিয়ে আছেন কিংবা ভয়ের কারণে অনুসরণ করতে পারেন না, তিনি আদৌ নিজেকে তাঁদের উত্তরাধিকারী দাবী করতে পারবেন কিনা, ভেবে দেখা উচিৎ।

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسئل عن خمس عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمل فيما علم. سنن الترمذي قال الهيتمي المكي في الزواجر 1/94:-إسناده حسن في المتابعات قال المنذري في الترغيب والترهيب 1/101:-حسن في المتابعات إذا أضيف إلى ما قبله

"পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগ পর্যন্ত কোন আদম সন্তান কিয়ামতের দিন নিজ স্থান থেকে এক পা নড়তে পারবে না। তোমার জীবন কিভাবে ব্যয় করেছো? তোমার যৌবনকাল কিভাবে ব্যয় করেছো? ধন-সম্পদ কোন পথে আয় করেছো? আর কিভাবে তা ব্যয় করেছো? যে পরিমাণ ইলম অর্জন করেছিলে, তা কতটুকু বাস্তবায়ন করেছিলে?" (সুনান তিরমিজী ২৪২২)

যদি কেউ নবীদের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন, আর সে ইলম অনুযায়ী কাজ না করেন, তাহলে ঐ ইলমই আখিরাতে তার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ সেখানে সবাইকে প্রশ্ন করা হবে।

সুতরাং ইলমের বাস্তবায়নে যে যত অগ্রসর, নবীদের উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি তত স্বার্থক।

নীচে নবী-রাসুল আলাইহিমুস্ সালামদের কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচিত হলো যাতে নবী-রাসুলদের প্রকৃত উত্তরাধিকারীদেরকে সহজেই চেনা যায়।

১০.১.১ একজন ভালো আলেম তাওহীদ গ্রহণ করার এবং তাগুত বা মিথ্যা ইলাহসমূহ পরিত্যাগ করার দাওয়াত দিবেন :

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (سورة النحل 16:36)

প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর আর তাগুতকে বর্জন কর। অতঃপর আল্লাহ তাদের মধ্যে কতককে সৎপথ দেখিয়েছেন, আর কতকের উপর অবধারিত হয়েছে গুমরাহী, অতএব যমীনে ভ্রমণ করে দেখ, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি কী ঘটেছিল! (সূরা নাহ্‌ল ১৬:৩৬)

وعن أَبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قَالَ: سمعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قال لاَ إله إلاَّ الله، وَكَفَرَ بمَا يُعْبَدُ من دون الله، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى» [أخرجه: مسلم 1/ 39 (23) (37).

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি বললো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয় তাদেরকে অস্বীকার করলো, তার ধন-সম্পদ ও জীবন নিরাপদ হয়ে যায়, তার হিসাব আল্লাহর কাছে হবে।" (সহীহ মুসলিম ২৩, ২৭)

সকল নবী রাসুলদের প্রধান দায়িত্ব ছিল মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানানো এবং সকল মিথ্যা ইলাহকে (তাগুত) বর্জন করার ঘোষণা দেওয়া। এখন কোন আলেম যদি তাওহীদের বিস্তারিত আলোচনা না করেন এবং মিথ্যা ইলাহ (তাগুত) সম্পর্কে সকলকে সচেতন না করেন, তবে তিনি নবী রাসুলগণকে তাঁদের প্রধান দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে অনুসরণ করলেন না। তাহলে তিনি কিভাবে নবী রাসুলগণের উত্তরাধিকারী হবেন? তাছাড়া তার নিজেরই যদি তাওহীদ ও তাগুত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকে, তবে তিনি কিভাবে আলেম হবেন? যদি আলেম নামধারী কেউ নিজেই শিরক্-কুফর এর রক্ষক হয় তখন তার অবস্থাটা কি হবে?

যদি কেউ কোন মাজারে সেজদা দেয়ার অনুমতি দেয় কিংবা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী মানবরচিত বিধানের পক্ষে কথা বলে, তাহলে তো তিনি মুসলমানই থাকতে পারবেন না। আলেম হওয়া অনেক দূরের কথা।

১০.১.২. একজন আলেম বিভিন্ন বিপদ-মুসিবতের সম্মুখীন হন :

ইমাম বুখারী (র.) তাঁর হাদিস গ্রন্থে 'সহীহুল বুখারীতে' আলাদা একটি অধ্যায় রচনা করেছেন, যার শিরোনাম হচ্ছে :

باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول

“সবচেয়ে বেশী বিপদ-মুসিবতের সম্মুখীন হবেন নবীগণ, তারপর যারা তাঁদের নিকটবর্তী, তারপর যারা তাদেরও নিকটবর্তী।”

إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء[أخرجه الحاكم (99/1 ، رقم 119) ، والبيهقى (372/3 ، رقم 6325) وأخرجه أيضًا : ابن ماجه (1334/2 ، رقم 4024) قال البوصيرى (188/4) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . وأبو يعلى (312/2 ، رقم 1045)]

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “..... মানুষের মাঝে নবী-রাসুলগণকে সবচেয়ে কঠিন বিপদ-মুসিবতের সম্মুখীন হতে হয়েছে, এরপর আলেমদেরকে, এরপর সৎকর্মশীল ব্যক্তিদেরকে (সালেহীন) .....” (মুসতাদরাক হাকিম ১১৯, সুনান বায়হাকী ৬৩২৫, সুনান ইবনে মাজাহ ৪০২৪, ইমাম বুইসিরির মতে এই সনদটি সহীহ, বর্ণনাকারীগণ সিকাহ)

তাই আলেমগণ যদি সকল নবী-রাসুলদের আনীত দ্বীনের যথাযথভাবে প্রচার করেন, সম্পূর্ণ ইসলামী শরীয়াতের শিক্ষা দেন, তাঁদেরকেও নবী-রাসুলদের মতোই একই রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। তাঁদেরকেও কারাবন্দী হতে হবে, লাঞ্চিত হতে হবে, অত্যাচার সহ্য করতে হবে, নবীদের মতো তারাও শহীদ হবেন।

হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো, কাফেররা হজরত মূসা আলাইহিস সালামকে সমুদ্র পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল, ঈসা ইবন মারইয়াম আলাইহিস সালামকে ক্রুশবিদ্ধ করতে চেয়েছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে চেয়েছিল, তাঁকে মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। এ রকম অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসের পাতায় রয়েছে।

পূর্ববর্তী আলেমদেরকেও একই পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল। ইমাম আবু হানিফা (র.) কারাবরণ করেছিলেন, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ইমাম মালিক (র.) কারাবরণ করেছিলেন, তাঁর হাত ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। ইমাম আহমাদকে (র.) কারাবরণ করতে হয়েছে। কারাবন্দী অবস্থায় ইবনে তাইমিয়া (র.) এর মৃত্যু হয়। ইবনুল কায়্যিম (র.) কে কারাবরণ করতে হয়েছে। হুসাইন আহমেদ মাদানী (রঃ) কে মাল্টা এর কারাগারে বন্দীত্ব বরণ করতে হয়েছে। ভারতবর্ষের চৌদ্দ হাজারের মত আলেমকে আগ্রাসী ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরোধিতার জন্য শহীদ হতে হয়েছে। এ রকম আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে।

সকল নবী-রসুলের উপর শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার কারণে যে বিভিন্ন বিপদ-মুসীবাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদিসে, যেখানে ওহী প্রাপ্তির শুরুতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিন্তিত হলে, খাদিজা (রাঃ) তাঁকে ওয়ারাকা ইবনে নাওফীল এর কাছে নিয়ে যান। সেখানে ওয়ারাকা বলেছিলেনঃ

يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أومخرجي هم) . قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا

“আফসোস আমি যদি তখন যুবক থাকতাম, আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন আপনার গোত্র আপনাকে বের করে দিবে।” রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “তারা কি আমাকে বের করে দিবে?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ, অতীতে যিনিই আপনার মতো কিছু নিয়ে এসেছেন, তাঁর সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে।” (দেখুন সহীহ বুখারী, হাদিসঃ ৩; অধ্যায়ঃ ওহীর সূচনা)

আর বর্তমান পরিস্থিতি আরো খারাপ। এবং দিনে দিনে তা আরো খারাপের দিকে যাবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

يأتى على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر[أخرجه الترمذى (526/4 ، رقم 2260) وقال : غريب وأخرجه أيضًا : ابن عدى (55/5 ، ترجمة 1229)]قال السيوطي في الجامع الصغير 9988:–حسن .في سنده عمر بن شاكر ضعفه أبو حاتم وغيره

“এমন সময় আসবে যখন দ্বীনের উপর অবিচল থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার মুঠোয় ধারণ করার মতো কঠিন হবে।” (সুনান তিরমিযী-২২৬০, ইবনে আদী ১২২৯)

বর্তমান যুগে যখন চারিদিক থেকে ইসলাম আক্রান্ত, যখন দ্বীনের উপর অবিচল থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার মুঠোয় ধারণ করার মতো কঠিন, এই সময় যদি ইসলামের শত্রু-পরিবেষ্টিত অবস্থায়ও কোন আলেম আরামদায়কভাবে ও শান্তিতে জীবনযাপন করেন, তার উপর বিন্দুমাত্র বিপদ-মুসীবাত না আসে, তিনি নূন্যতম কোন নির্যাতনের শিকার না হন, তবে তিনি কি নবী-রাসুলদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী? তিনি কি ঐ ইসলামের কথা বলছেন যে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন নবী-রাসুলগণ? তা আমাদেরকে যাচাই করতে হবে।

অনেকে প্রশ্ন করেন, "পৃথিবীর সকল চোর-ডাকাত, খুনী, রাজনৈতিক বন্দীরাও কারাবরণ করে। তার মানে কি তাদেরও খুব মজবুত ঈমান রয়েছে?"

এই সন্দেহ অমূলক: এ ব্যাপারে উল্লিখিত হাদিস সমূহ প্রশ্নকারীর নফ্সের বিপক্ষে যাওয়ায় অথবা অজ্ঞতার কারণে এ প্রশ্ন দেখা দেয়।

যে কোন ব্যাপারে ইসলামের হুকুম (বিধান), ঐ ব্যাপারে সকল আয়াত ও হাদিসের আলোকে; হাদিস ও ফিকহের মূলনীতি অনুযায়ী হয়। উল্লিখিত চোর-ডাকাত-খুনীরা কি কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত একজন ভালো আলেমের অথবা একজন মুমিনের গুণাবলী ধারণ করে? এসব গুণাবলী যদি ঐ চোর-ডাকাত-খুনী ধারণ না করে থাকে, তবে আলেমদের বিপদ-মুসিবাতের সাথে তাদের শাস্তির তুলনা করা নিছক 'মূর্খতা' অথবা 'উদ্দেশ্যপরায়ণতা'।

১০.১.৩. একজন আলেমের অনেক শত্রু থাকা স্বাভাবিক :

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

كُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ
(سورة الأنعام 6:112)

এভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য মানুষ আর জ্বীন শয়তানদের মধ্য হতে শত্রু বানিয়ে দিয়েছি, প্রতারণা করার উদ্দেশে তারা একে অপরের কাছে চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা বলে। (সূরা আন'আম ৬:১১২)

প্রত্যেক নবী-রসুলের মানুষ ও জ্বিন জাতির মধ্য থেকে অনেক শত্রু ছিল। তারা কাফির, মুশরিক, মুনাফিক, মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) কিংবা অন্য যে কোন কেউ হতে পারে।

নবী রসুলের যথাযথ উত্তরসুরী আলেমগণেরও অনুরূপভাবে অনেক শত্রু থাকবে যদি তাঁরা সঠিকভাবে নবী রাসুলগণের অনুসরণ করেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (سورة البقرة 2:120)

ইয়াহূদী ও নাসারারা তোমার প্রতি রাজী হবে না যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের আদর্শ গ্রহণ কর। বল, আল্লাহ্‌র দেখানো পথই প্রকৃত সুপথ এবং তুমি যদি জ্ঞান আসার পরেও ওদের ইচ্ছে অনুযায়ী চল, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহ্‌র ক্রোধ হতে রক্ষা করার মত কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না। (সূরা বাক্বারা ২:১২০)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا (سورة البقرة 2: 217)

যদি তাদের সাধ্যে কুলায় তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন হতে ফিরিয়ে না দেয়। (সূরা বাক্বারা ২:২১৭)

তাই ইসলামের শত্রুরা যদি কোন আলেমের বিরুদ্ধে শত্রুতা বন্ধ করে দেয় অথবা তার উপর খুশি থাকে, তবে বুঝতে হবে যে, সেই আলেম সঠিকভাবে নবী রাসুলদের অনুসরণ করেন না।

যে সব আলেমদের উপর কাফিররা খুশি থাকে, ইসলামের শত্রুরা খুশি থাকে, তাদেরকে সহজে কাফিরদের দেশে যাওয়ার ভিসা দেয়, তাদের ইসলামী দাওয়াতে সাহায্য করে (!!), তাদের বই-পুস্তক প্রচার-প্রসারে সাহায্য কওে - তারা কি অদৌ নবী-রাসুলদের উত্তরাধিকারী?

১০.১.৪. একজন আলেম সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করবেন (কোন বিষয়কে এড়িয়ে যাবেন না?)

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (سورة النحل 16:64)

আমি তোমার প্রতি কিতাব এজন্য নাযিল করেছি যাতে তুমি সে সকল বিষয় স্পষ্ট করে দিতে পার যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল, আর (এ কিতাব) বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমাত স্বরূপ। (সূরা নাহ্ল ১৬:৬৪)

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি বিশেষ দায়িত্ব ছিল এই যে, তিনি যেসব বিষয়ে মানুষের মনে মতভেদ কিংবা সংশয় ছিল– সে সব বিষয়কে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করতেন। তিনি আল্লাহর বিধানকে খুলে খুলে আলোচনা করতেন যাতে ভালো-মন্দের ব্যাপারে কারো মনে কোন সন্দেহ না থাকে।

তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যথাযথ উত্তরাধিকারী হিসেবে একজন আলেম অবশ্যই মানুষের মাঝে প্রচলিত ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ, ভুল-ধারণা দূর করার ক্ষেত্রে এবং শরীয়াতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

উদাহরণস্বরূপ : 'শহীদ মিনারে ফুল দেওয়ার বিধান কি?' এমন সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে সাধারণ মুসলমানদেরকে সুস্পষ্টভাবে সত্য জানিয়ে দেয়ার দাবী অনুযায়ী আরো কিছু ব্যাপারে আলোচনা আসতে পারে। যেমনঃ বছরের বিভিন্ন সময় শহীদ মিনারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনের হুকুম কি? নিজে ফুল না দিলেও নিজেদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এই

কাজ করলে কিংবা এই কাজের সমর্থন দিলে কিংবা উৎসাহ যোগালে ভোটদানকারী ব্যক্তির গুনাহ হবে কিনা? রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন শির্ক এর প্রচার-প্রসার ঘটলে রাষ্ট্রের কার কতটুকু গুনাহ হবে? সৎ কাজের আদেশ–অসৎ কাজে নিষেধের আওতায় এই প্রথার বিরোধিতা করতে হবে কিনা? ইত্যাদি অনেক ব্যাপার আসতে পারে।

পূর্ববর্তী আলেমগণ বিস্তারিতভাবে সত্য প্রকাশ করে দিতেন। তাফসীর কুরতুবীতে খলিফা সুলাইমান ইবন আবদুল মালিক এর দরবারে বিশিষ্ট তাবেয়ীন আবু-হাযিম (র.) এর একটি ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। একটু লম্বা হলেও ঘটনাটি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

খলিফা সুলায়মানের দরবারে হযরত আবু হাযেম (র.)-এর উপস্থিতি : সুনানে দারেমিতে বর্ণিত আছে যে, একবার খলিফা সুলাইমান ইবন আবদুল মালিক মদীনায় গিয়ে কয়েকদিন অবস্থানের পর লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, "মদীনায় এমন কোন লোক বর্তমানে আছেন কি, যিনি কোন সাহাবীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন?" লোকেরা বলল: "আবু হাযেম (র.) এমন ব্যক্তি।" খলিফা লোক মারফত তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি উপস্থিত হওয়ার পর খলিফা বললেন, "হে আবু হাযেম, এ কোন ধরনের অসৌজন্যমূলক ও অভদ্র কাজ?" আবু হাযেম বললেন, "আপনি আমার মাঝে এমন কি অসৌজন্য ও অভদ্রতা দেখতে পেলেন?" সুলাইমান বললেন, "মদীনার প্রত্যেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, কিন্তু আপনি আসেন নি।" আবু হাযেম বললেন, "আমীরুল মু'মিনীন। বাস্তবতাবিরোধী কোন কথা বলা থেকে আমি আপনাকে আল্লাহর আশ্রয়ে সমপর্ণ করছি। ইতিপূর্বে আপনি আমাকে চিনতেন না; আমিও আপনাকে কখনো দেখিনি। এমতাবস্থায় আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং অসৌজন্য কেমন করে হলো?"

সুলাইমান উত্তর শুনে ইবনে শিহাব যুহরী (র.) ও অন্যান্য উপস্থিত সুধীর প্রতি তাকালে ইমাম যুহ্‌রী (র.) বললেন, "আবু হাযেম তো ঠিকই বলেছেন, আপনি ভুল বলছেন।" (পাঠক লক্ষ্য করুন কিভাবে ইমাম যুহরী

(রঃ) খলীফার দরবারে গেলেও সত্যের ব্যাপারে কতটা আপোষহীন ছিলেন। খলিফা ভুল বলেছেন - এই কথাটা সরাসরি ভরা মজলিসে ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেন নি। সকল ক্ষেত্রে তাঁরা শুধু কানে কানে 'ইত্তাকুল্লাহ' (আল্লাহকে ভয় করুন) বলেই ক্ষান্ত হননি, যা সৌদি রাজার গুণমুগ্ধ অনেকে ধারণা করে থাকেন)

অতঃপর সুলাইমান কথাবার্তার ধরন পাল্টিয়ে কিছু প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন। বললেন : "হে আবু হাযেম! আমি মৃত্যুভয়ে ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়ি কেন?" তিনি বললেন, "কারণ আপনি পরকালকে ছেড়ে দিয়ে ইহকালকে আবাদ করেছেন। সুতরাং আবাদী ছেড়ে ফাঁকা জায়গায় যেতে মন চায় না।"

সুলাইমান এ বক্তব্য সমর্থন করে পুণরায় জিজ্ঞেস করলেন, "পরকালে আল্লাহর দরবারে কিভাবে উপস্থিত হতে হবে? বললেন, "পূণ্যবানগণ তো আল্লাহর দরবারে এমনভাবে হাজির হবেন, যেমন কোন মুসাফির সফর থেকে ফিরে নিজ বাড়িতে পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যায়। আর পাপীরা এমনভাবে উপস্থিত হবে, যেমন কোন পলাতক গোলামকে ধরে নিয়ে মনিবের সামনে উপস্থিত করা হয়।"

সুলাইমান কথা শুনে কেঁদে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন, "আল্লাহ পাক আমার জন্য কি ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যদি তা আমি জানতে পেতাম!" আবু হাযেম (র.) বললেন : "নিজের আমলসমূহ কুরআনের কষ্টিপাথরে যাচাই করলেই তা জানতে পারবেন।" সুলাইমান জিজ্ঞেস করলেন, "কুরআনের কোন আয়াতে এর সন্ধান পাওয়া যাবে?" বললেন, "এ আয়াত দ্বারা :

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (سورة الانفطار 82:13-14)

নিশ্চয়ই সৎ লোকগণ জান্নাতে সুখ-সম্পদে অবস্থান করবেন এবং অসৎ ও অবাধ্যজন নরকে। (সূরা ইনফিত্বর ৮২:১৩-১৪)"

সুলাইমান বললেন, "আল্লাহর রহমত ও করুণা তো অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং তা অবাধ্যদেরও পরিবেষ্টিত করে রেখেছে।" বললেন :

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (سورة الأعراف 7:56)

"নিশ্চয়ই আল্লাহপাকের দয়া ও করুণা সৎকর্মশীলদের সন্নিকটে রয়েছে। (সূরা আ'রাফ ৭:৫৬)"

জিজ্ঞেস করলেন, "মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক নির্বোধ কে?" বললেন, "যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের অত্যাচারে সহযোগিতা করে।" তার অর্থ হল এই যে, সে নিজের দ্বীন বিক্রি করে অপরের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার করে। সুলাইমান বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন।"

অতঃপর সুলাইমান স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?" আবু হাযেম বললেন, "আপনার এ প্রশ্ন থেকে যদি আমাকে অব্যাহতি দেন, তবে অতি উত্তম।" সুলাইমান বললেন, "মেহেরবানী করে আপনি আমাদেরকে কিছু উপদেশবাক্য শোনান।"

আবু হাযেম বললেন, "আপনার পিতৃপুরুষ তরবারির বদৌলতে ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন এবং জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তাদের উপর রাজত্ব করেছেন। আর এতসব কীর্তির পরও তাঁরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আফসোস! আপনি যদি জানতে পারতেন যে, তাঁরা মৃত্যুর পর কি বলেন এবং প্রতি-উত্তরে তাঁদেরকে কি বলা হচ্ছে!"

অনুচরদের একজন খলিফার মেজাজ বিরুদ্ধ আবু হাযেমের (র.) স্পষ্টোক্তি শুনে বলল, "আবু হাযেম, তুমি অতি জঘন্য উক্তি করলে।" আবু হাযেম (র.) বললেন, "আপনি ভুল বলছেন। কোন ন্যক্কারজনক কথা বলিনি, বরং আমাদের প্রতি যেরূপ নির্দেশ রয়েছে তদনুসারেই কথা বলেছি। কারণ আল্লাহপাক আলেমদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, তারা মানুষকে সত্য কথা বলবে, কখনো তা গোপন করবে নাঃ

لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ (سورة آل عمران 3:187)

যেন তোমরা যা সত্য, মানুষের নিকট তা প্রকাশ করো এবং তা গোপন না করো। (সূরা আলে-'ইমরান ৩:১৮৭)"

সুলাইমান আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এখন আমাদের সংশোধনের পথ কি?" বললেন, "গর্ব ও অহংকার পরিহার করুন। নম্রতা ও শালীনতা গ্রহণ করুন এবং হকদারদের প্রাপ্য ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন করে দিন।"

সুলাইমান বললেন, "আপনি কি মেহেরবানী করে আমাদের সাথে থাকতে পারেন?" আপত্তি করে আবু হাযেম বললেন, "আল্লাহ রক্ষা করুন।" সুলাইমান জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?" তিনি বললেন, "এ আশংকায় যে, পরে আপনাদের ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদার প্রতি না আকৃষ্ট হয়ে পড়ি, পরিণামে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে!"

অতঃপর খলিফা বললেন, "আপনার যদি কোন অভাব থাকে, তবে মেহেরবানী করে বলুন, তা পূরণ করে দেব।" এরশাদ হলো : "একটি প্রয়োজন আছে, দোযখ থেকে অব্যাহতি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন।" খলিফা বললেন, "এটা তো আমার ক্ষমতাধীন নয়।" বললেন, "তাহলে আপনার কাছে কিছু চাওয়ার বা পাওয়ার নেই।"

পরিশেষে সুলাইমান বললেন, "আমার জন্য মেহেরবানী করে দোয়া করুন।" তখন আবু হাযেম (র.) দোয়া করলেন, "আল্লাহ! সুলাইমান যদি আপনার পছন্দনীয় ব্যক্তি হয়ে থাকে, তবে তার জন্য ইহকাল ও পরকালের সকল মঙ্গল ও কল্যাণ সহজতর করে দিন। আর যদি সে আপনার শত্রু হয়ে থাকে, তবে তার মাথা ধরে আপনার সন্তুষ্টি বিধান ও অনুমোদিত কার্যাবলীর দিকে নিয়ে আসুন। ....."

এ মজলিস থেকে প্রস্থানের পর খলিফা আবু হাযেম (র.) এর খেদমতে উপঢৌকনস্বরূপ একশত মুদ্রা পাঠিয়ে দিলেন। আবু হাযেম (র.) একটি চিঠিসহ তা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিল, "'এই 'একশত মুদ্রা' যদি আমার উপদেশাবলী ও উপস্থাপিত বক্তব্যের বিনিময়ে প্রদান করে হয়ে থাকে, তবে আমার নিকট এগুলোর চাইতে রক্ত ও শুকরের গোস্তও প্রিয়। আর যদি সরকারী ধনভাণ্ডারে আমার অধিকার ও প্রাপ্য আছে বলে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে আমার ন্যায় দ্বীনী খেদমতে ব্রতী হাজার হাজার আলেমগণ রয়েছেন। যদি তাঁদের সবাইকে সমসংখ্যক মুদ্রা প্রদান করে থাকেন, তবে আমিও গ্রহণ করতে পারি। অন্যথায় আমার এগুলোর প্রয়োজন নেই।"

দেখুন খলীফার সামনেও কত নির্ভীকভাবে তাঁরা সকল ব্যাপারে হুবহু সত্য প্রকাশ করে দিয়েছেন। এভাবেই নবী-রাসুলগণের যথাযথ উত্তরাধিকারী আলেমগণ বিস্তারিতভাবে সত্য প্রকাশ করে দিবেন।

১০.১.৫. একজন প্রকৃত আলেমের বহুসংখ্যক অনুসারী নাও থাকতে পারে :

সমগ্র মুশরিক সমাজের বিরুদ্ধে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে একাই লড়াই করতে হয়েছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (سورة النحل 16:120)

ইব্‌রাহীম ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত একনিষ্ঠ এক উম্মাত, আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (সূরা নাহ্‌ল ১৬ : ১২০)

তেমনি হজরত নূহ আলাইহিস্ সালাম নয়শত পঞ্চাশ বছর ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পরও খুব অল্প সংখ্যক লোকই তাঁকে অনুসরণ করেছিল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

بِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ
وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا.

সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি; কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে আংগুল দিয়েছে, মুখমন্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। (সূরা নূহ ৭১: ৫-৯)

এত সুন্দরভাবে আহবানের পরও অল্প সংখ্যক লোকই নূহ আলাইহিস সালামের আহবানে সাড়া দিয়েছিল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

وْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا

নূহ বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ করছে এমন লোককে, যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে। (সূরা নূহ ৭১ : ২১)

ঠিক তেমনি আদ জাতির অল্প সংখ্যক লোকই সত্য অনুসরণ করেছিল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

এ ছিল আদ জাতি, যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতকে অমান্য করেছে, আর তদীয় রসূলগণের অবাধ্যতা করেছে এবং প্রত্যেক উদ্ধত বিরোধীদের আদেশ পালন করেছে। (সূরা হুদ ১১ : ৫৯)

দেখা যাচ্ছে, অনেক নবী-রসুলের খুবই অল্পসংখ্যক অনুসারী ছিলো। তাই তাঁদের উত্তরাধিকারী প্রকৃত আলেমেরও অনেক অনুসারী-শুভাকাঙ্খী নাও থাকতে পারে। তারা জনপ্রিয় নাও হতে পারেন। অনুসারীর সংখ্যা দিয়ে একজন আলেমকে পরিমাপ করা যায় না।

তাছাড়া সমাজে বিভ্রান্ত, মূর্খ লোকের সংখ্যা সব সময়ই বেশী থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

مَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (سورة الفرقان 25:44)

তুমি কি এটা মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ লোক শুনে বা বুঝে? তারা পশু বৈ তো নয়, না, তারা সঠিক পথ থেকে আরো বেশী ভ্রষ্ট। (সূরা ফুরক্বান ২৫:৪৪)

যেহেতু অধিকাংশ মানুষ সত্য গ্রহণ করবে না, তাই তাদেরকে ইসলামের সঠিক পরিচয় তুলে ধরলে, সত্য কথা জানিয়ে দিলে, অনেকেই ঐ আলেমকে অনুসরণ করতে চাইবে না–এটাই স্বাভাবিক।

১০.১.৬. একজন আলেমের সাথে বাতিল ইলাহদের (তাগুতদের) ও তাদের সমর্থকদের শত্রুতা থাকবেঃ

প্রত্যেক নবীর বিরুদ্ধেই সমকালীন তাগুতরা এবং তাগুতের অনুসারী, সমর্থকরা শত্রুতা করেছে। কোন নবী আল্লাহর এই সুন্নাহর বাইরে ছিলেন না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

دُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। (সূরা আনআম ৬ : ১১২)

হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম যখন তার জাতির তাগুতদের সাথে প্রকাশ্যে শত্রুতা ও ঘৃণার ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেই কথার মধ্যে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে বলে আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ
عَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

ইব্রাহীম ও তার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে তোমাদের জন্য আছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল– "তোমাদের সঙ্গে আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের 'ইবাদত কর তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি। আমাদের আর তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য

শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেছে যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান না আনবে।" (সুরা-মুমতাহিনা ৬০:৪)

শেষ পর্যন্ত আমাদের জাতির পিতা হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সাথে তাগুতের ইবাদতকারী ও রক্ষাকারীদের শত্রুতা এই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, তারা উনাকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

...مه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

তখন ইব্রাহীমের সম্প্রদায়ের এছাড়া কোন জবাব ছিল না যে তারা বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। অত:পর আল্লাহ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সূরা আনকাবুত ২৯: ২৪)

একই শত্রুতার কারণে নূহ আলাইহিস সালামের মতো ধৈর্য্যশীল নবীও ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন :

...يهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا ...ركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون

আর তাদেরকে শুনিয়ে দাও নূহের অবস্থা যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থান করা এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা কষ্টকর বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। অতএব তোমরা সবাই মিলে নিজেরদের সিদ্ধান্ত গ্রহন কর এবং এতে তোমাদের শরীকদেরকে সমবেত করে নাও, যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অতঃপর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার করে ফেল এবং আমাকে অব্যাহতি দিও না। (সূরা ইউনূস ১০ : ৭১)

একই কারণে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাহমাতুল্লিল আলামীন হবার পরও উনার সাথে তৎকালীন তাগুতের উপাসকদের শত্রুতা এই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজে বলেছেন :

ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون

বলে দাও, তোমরা ডাক তোমাদের শরীকদেরকে, অতঃপর আমার বিরুদ্ধে পরিকল্পণা কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না। (সূরা আরাফ ৭ : ১৯৫)

আমাদের জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম, আমাদের প্রাণ প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য সকল নবী রাসুলদের মতোই তাঁদের উত্তরাধিকারী হিসেবে একজন আলেমের সাথে বর্তমান যুগের তাগুতগোষ্ঠী, ফেরাউন-নমরুদের উত্তরসূরী ও তাদের সাথী-সমর্থকদের সাথে আল্লাহর দ্বীনের কারণেই শত্রুতা থাকবে। তারা কাফির ও মুশরিকদের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড, জীবনযাত্রা ও মতাদর্শকে পরিত্যাগ করবেন। যারা মিথ্যা ইলাহদের ইবাদত করে তিনি তাদের সাথে শত্রুতা করবেন।

আমাদের যুগের কোন আলেমই নিজেকে নূহ আলাইহিস সালাম থেকে অধিক ধৈর্য্যশীল দাবী করতে পারবেন না। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম থেকে নিজেকে বেশী বুদ্ধিমান ও হিকমাতের অধিকারী দাবী করতে পারবেন না। অথবা নিজেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও বেশী রহমতের অধিকারী দাবী করতে পারবেন না।

উপরুক্ত আম্বিয়াদের দাওয়াতী জীবন ও ইসলামের খেদমত যদি তাগুতগোষ্ঠী ও তাদের সাথী-সমর্থকদের সাথে শত্রুতা ব্যতীত সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে তাঁদের যোগ্য অনুসারীদের দাওয়াতী জীবন ও ইসলামের খেদমত কিভাবে এই শত্রুতা ছাড়া সম্ভব হতে পারে?

যে আলেমের এই বৈশিষ্ট্যটি নেই, তিনি নবী রাসুলদের যথাযথ উত্তরাধিকারী নন। তার থেকে দ্বীন শিক্ষা করা বিপদজনক হতে পারে।

১০.১.৭. একজন আলেম কাফিরদের ধ্বংস বা আযাব দেখে দুঃখিত হবেন না :

হজরত শুয়াইব আলাইহিস সালাম আল্লাহর অবাধ্য গোষ্টীর আযাবের পর আক্ষেপ করেন নি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ (سورة الأعراف 7:93)

সে তাদেরকে ত্যাগ করল আর বলল, 'হে আমার জাতির লোকেরা! আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের প্রেরিত বাণী পৌঁছে দিয়েছি, আর তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়েছি, কাজেই আমি কাফির জাতির জন্য কী করে আক্ষেপ করতে পারি।' (সুরা-আরাফ ৭:৯৩)

অনুরুপভাবে নূহ আলাইহিস সালাম নিজেই অহংকারী ও ইসলামের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কাফিরদের বিরুদ্ধে বদ-দুয়া করেছেন :

حٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا.

নূহ আরও বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফের। (সূরা নূহ ৭১ : ২৬-২৭)

অনুরুপভাবে তাঁদের যোগ্য উত্তরাধিকারী একজন আলেমও কাফির ও ইসলামের শত্রুদের ধ্বংস দেখে দুঃখ পাবেন না, তাদের পক্ষ হয়ে বিবৃতি দিবেন না, তাদের জন্য কাঁদবেন না; তাদের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করার তো প্রশ্নই আসে না।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও ছিল, এই বিশেষ গুন, তারা ছিলেন মুমিনদের প্রতি কোমল আর কাফিরদের প্রতি কঠোর।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (سورة الفتح 48:29)

মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসূল। আর যে সব লোক তার সঙ্গে আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, নিজেদের পরস্পরের প্রতি দয়াশীল। (সূরা ফাতহ ৪৮:২৯)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একজন উত্তরাধিকারী হিসেবে একজন আলেম কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং মুসলমানের প্রতি কোমল / সহানুভূতিশীল হবেন। তিনি অবশ্যই মুসলমানদের প্রতি কঠোর এবং কাফেরদের প্রতি কোমল হবেন না।

১০.১.৮. একজন আলেম নিজের ও নিজের অনুসারীদের অজ্ঞাতসারে শিরকের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

عَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (سورة إبراهيم 14:35)

স্মরণ কর, ইব্‌রাহীম যখন বলেছিল, "হে আমার রব! তুমি এ নগরীকে নিরাপদ কর আর আমাকে আর আমার সন্তানদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে রক্ষা কর।" (সূরা ইবরাহীম ১৪:৩৫)

আল্লাহ আরো বলেন :

لَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (سورة يوسف 12:101)

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজত্ব দান করেছ, আর আমাকে বিভিন্ন কথার ব্যাখ্যা শিখিয়েছ। আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা! তুমিই দুনিয়ায় আর আখিরাতে আমার অভিভাবক, তুমি মুসলমান অবস্থায় আমার মৃত্যু দান করো এবং সৎকর্মশীলদের মধ্যে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করো।" (সূরা ইউসুফ ১২:১০১)

হাদিসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ বলেছেন :

عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: قال الله تعالى:(يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة) رواه الترمذي قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 2/400:-إسناده لا بأس به قال ابن القيم في أعلام الموقعين 1/204:–صحيح

"... হে আদম সন্তান, যদি তোমরা আমার সাথে শিরক না করে পৃথিবী সমপরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার সাথে সাক্ষাত করো, আমি এর সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাত করবো।" (সুনান তিরমিযী-৩৫৪০)

একজন আলেম সর্বদা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর মতো নিজে শিরকে পতিত হওয়া থেকে সতর্ক থাকবেন এবং সর্বদা আল্লাহর সাহায্য কামনা করবেন। তিনি যেন একজন মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে পারেন সেজন্য চেষ্টারত থাকবেন, যেমনটা দোয়া করেছিলেন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম। তিনি কখনোই নিজের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হবেন না, নিরাপদবোধ করবেন না, অন্যদের জান্নাতে যাওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া তো অনেক দূরের কথা।

অথচ পীর নামধারী একশ্রেণীর লোক এমন আচরণ করছে যে, তারা নিজেরা তো জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়েই গেছে, এখন যে মুরীদ তাকে যত বেশী টাকা দিবে তাকে জান্নাতের তত উপরের টিকেট দিয়ে দিবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রাঃ) কে নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছিলেনঃ

لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبر ًا مشرفا إلا سويته[أخرجه مسلم (666/2 ، رقم 969) ، والنسائى (88/4 ، رقم 2031) وأخرجه أيض ًا : أحمد (96/1 ، رقم 741) ، والترمذى (366/3 ، رقم 1049) وقال : حسن . وأبو داود (215/3 ، رقم 3218) ، والحاكم (524/1 ، رقم 1366) وقال : صحيح على شرط الشيخين]

"কোন ছবি- প্রতিকৃতিকে নিশ্চিহ্ন না করে এবং উঁচু কবরকে সমান না করে ছাড়বে না।" (সহীহ মুসলিম ৯৬৯, সুনান নাসায়ী ২০৩১, মুসনাদে আহমাদ ৭৪১, সুনান তিরমিযী ১০৪৯, সুনান আবু দাউদ ৩২১৮, মুসতাদরাক হাকিম ১৩৬৬)

এখন কেউ যদি নিজেই কোন মাজার কিংবা পাকা কবরের রক্ষক হয়, কিংবা মাজার-কবর কেন্দ্রিক কোন উরুস কিংবা টিভি-অনুষ্ঠানের আয়োজক হয় সে কি আলেম হতে পারে? অন্য আরেক দল আলেম আছেন, যারা মনে করেন শিরক শুধু হিন্দুদের মূর্তিপূজা কিংবা খ্রীষ্টানদের ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর সমকক্ষ করে নেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তারা মুসলিম সমাজে প্রচলিত কোন শিরকের ব্যাপারে মুখ খুলতে চান না। অথচ হাদিস অনুযায়ী এই উম্মত ইহুদী-খ্রীষ্টানদেরকে পদে পদে অনুসরণ করবে, তাই এই উম্মতের এক দল লোকও শিরক করবে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের মতোই। তাহলে সেই শিরকগুলি কি কি যা অনেক মুসলমানও করে বেড়াবে? সেগুলি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা জরুরী।

১০.১.৯. একজন আলেম মৃত্যুর সময় কোন সম্পদ রেখে যাবেন না।

হজরত দাউদ আলাহিস সালাম ও সুলাইমান আলাহিস সালাম ছিলেন রাজত্বের অধিকারী। তাঁরা ছাড়া অন্য কোন নবী-রাসুল মৃত্যুর সময় অঢেল সম্পদ রেখে গেছেন বলে জানা যায় না। আর আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে তো মাসের পর মাস চুলাও জ্বলত না। তিনি দুইটি কাল বস্তু থেকে দিন কাটাতেন। অবশ্য সাহাবাগণ (রাঃ) পরবর্তীতে জিহাদ থেকে প্রাপ্ত গনীমাতের মাধ্যমে কিছুটা ধন-সম্পদ লাভ করেছিলেন। নবীদের যথাযথ উত্তরাধিকারী একজন আলেমও এরকম দিন কাটাবেন। এই পথটাই এমন যে, এতে দারিদ্রতা পেয়ে বসে। এছাড়া দুনিয়াটা একজন আলেমের লক্ষ্য থাকে না। তার চোখ থাকে জান্নাতের দিকে। তারা হন জুহুদের মূর্ত প্রতীক।

ইবনে রজব হাম্বলী (রঃ) বর্ণনা করেন,

أن من كمال ميراس العالم للرسول عليه السلام أن لا يخلفه الدنيا كما لم يخلفها الرسول,وهذا من جملة الاقتداء بالرسول وبسنته في زهده في الدنيا, وتقلله منها, واجتزائه منها باليسير.

“একজন আলেমের জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তরাধিকারী হওয়ার পরিপূর্ণতা হলো মৃত্যুর সময় তিনি দুনিয়ার কোন কিছু রেখে যাবেন না যেভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কিছু রেখে যান নি। আর এটা হচ্ছে রাসুলকে অনুসরণ করা ও দুনিয়া ত্যাগে তাঁর সুন্নাহর উপর থাকা, দুনিয়াকে পিছনে ঠেলে দেয়া এবং সেখান থেকে অল্প গ্রহণ করা।” (দেখুন মাজমু আর-রাসাইল, পৃঃ ৫৩, অধ্যায়ঃ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, শারহু হাদিস আবি দারদা)

অতঃপর তিনি মালিক বিন দীনার, ফুজাইল বিন ইয়াজ, হাসান বসরী (রঃ) প্রমুখ সলফে সালেহীনদের জীবনের কিছু ঘটনা বর্ণনা করেন। ইমাম আওজায়ীকে বনী উমাইয়ার সুলতান সত্তর হাজারের বেশী দিনার প্রদান করেন কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে মাত্র সত্তর দিনার বাকী ছিলো, অথচ তাঁর কোন জমি হয়নি কিংবা কোন ঘর হয়নি। (দেখুন মাজমু আর-রাসাইল, পৃঃ ৫৫, অধ্যায়ঃ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, শারহু হাদিস আবি দারদা)

كيف يعرف العلم الصادق ؟ فقال : الذي يزهد في الدنيا ويقبل على أمر الاخراة

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রঃ) বলেন, “আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক (রঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ ‘কিভাবে সঠিক আলেম চিনা যাবে?’ তিনি বললেন, ‘যারা দুনিয়া থেকে বিরত থাকেন এবং তার উপর আখিরাতের বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দেন।’” (দেখুন মাজমু আর-রাসাইল, পৃঃ ৫৬, অধ্যায়ঃ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, শারহু হাদিস আবি দারদা)

তাই কোন আলেম বিলাসী জীবন যাপন করলে, বাড়ী-গাড়ির মালিক হলে তার ইলম ও সেটার যথাযত হক্ব আদায় হচ্ছে কিনা সেটা নিয়ে চিন্তা করা উচিত।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহতে অংশগ্রহন করে গনীমাত অর্জন ছাড়া একজন আলেমের অনেক ধন-সম্পদ হলে, সেটা চিন্তার বিষয়। উনি কি দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছেন নাকি আখিরাতকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, তা গভীরভাবে যাচাই করা উচিত। এ ধরনের আলেম থেকে দ্বীন শিক্ষার ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত।

১০.২. একজন আলেম অবশ্যই মানুষকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর দাওয়াত দিবেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورة آل عمران 3:18)

আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই এবং ফেরেশতাগণ ও ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণও (সাক্ষ্য দিচ্ছে যে,) তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই, তিনি মহাপরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী। (সূরা আলে-‘ইমরান ৩:১৮)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (سورة هود 26-11:25)

আমি নূহকে তার কাওমের কাছে পাঠিয়েছিলাম। (সে বলেছিল) আমি তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ‘ইবাদত করো না, অন্যথায় আমি আশঙ্কা করছি যে, তোমাদের উপর একদিন ভয়াবহ আযাব আসবে। (সূরা হূদ ১১:২৫-২৬)

আল্লাহ আরো বলেন :

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ (سورة هود 11:50)

আর আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ‘ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা তো শুধু মিথ্যে বানিয়ে নিয়েছ। (সূরা হূদ ১১:৫০)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي
قَرِيبٌ مُجِيبٌ (سورة هود 11:61)

আমি সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল, “হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ‘ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।” (সূরা হূদ ১১:৬১)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর কথা উদ্বৃত করে বলেন:

أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ
سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سورة يوسف 40-12:39)

হে আমার জেলের সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপালক ভালো, না মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যার ‘ইবাদত কর তা কতকগুলো নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যে নামগুলো তোমরা আর তোমাদের পিতৃ পুরুষরা রেখেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। আল্লাহ ছাড়া কোন বিধান দাতা নেই। তিনি আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ‘ইবাদত করবে না, এটাই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। (সূরা ইউসুফ ১২:৩৯-৪০)

তাই দেখা যাচ্ছে, সকল নবী-রাসুল আলাইহি ওয়াস সালাম প্রথমতঃ মানুষকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর’ দাওয়াত দিতেন। বিভিন্নভাবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্থ, ব্যাখ্যা, দাবীসমূহ বুঝিয়ে দিতেন। সর্বোতভাবে শিরকের বিরোধিতা করতেন। মিথ্যা-মাবুদ তথা তাগুতদেরকে অস্বীকার, ঘৃণা করতে, বর্জন করতে, শত্রুতা করতে আহ্বান করতেন, আর আল্লাহকে একক ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানাতেন।

আম্বিয়াগণের একজন যথাযথ ওয়ারিস আলেমও একইভাবে সবাইকে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্থ, গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ সম্পর্কে সকল নবী রাসুলগণ যেভাবে আহ্বান করেছিলেন, একজন আলেম সেইভাবে কালিমা তায়্যিবার সাক্ষ্য দিবেন এবং এর প্রচারক হিসাবে কাজ করবেন।

যারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সঠিক দাওয়াত দেন না এবং ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ সম্পর্কে নবী রাসুলদের অনুসৃত পন্থায় পরিষ্কারভাবে বক্তব্য পেশ করেন না, তাদের নিকট থেকে দ্বীনি ইলম অর্জন করা আমাদের উচিত হবে না। তারা নবী-রাসুলদের যথাযথ উত্তরাধিকারী না।

১০.৩. ‘জিহাদ’ সম্পর্কে কথা বলার সময় একজন আলেমের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে যাবে না।

জিহাদের ব্যাপারে কথা এলে, এই ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট আয়াত চলে আসলে মুনাফিকদের স্বরুপ উন্মোচিত হয়ে যায়। এমনকি তাদের চেহারায়ও তা প্রকাশ পেয়ে যায়।

আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ বলেন :

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ
مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ (سورة محمد 47:20)

মু’মিনরা বলে– একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন সুস্পষ্ট অর্থবোধক সূরা অবতীর্ণ হয় আর তাতে যুদ্ধের কথা উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে তুমি তাদেরকে দেখবে মৃত্যুর ভয়ে জ্ঞানহারা লোকের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। কাজেই ধ্বংস তাদের জন্য। (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:২০)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন :

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (سورة آل عمران
(3:146

কত নবী যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে ছিল বহু আল্লাহ্ওয়ালা, তখন তারা আল্লাহ্র পথে তাদের উপর সংঘটিত বিপদের জন্য হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি, অপারগ হয়নি, বস্তুতঃ আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আলে-'ইমরান ৩:১৪৬)

একজন আলেম জিহাদ সম্পর্কে বলার সময় মৃত্যুভয়ে ভীত হবেন না এবং তার গলার স্বরও এ সময় ভয়ে কম্পিত হবে না। জিহাদ সম্পর্কে তিনি সত্য গোপন করবেন না। এভাবে ভয় পাওয়া মুনাফিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। একজন মুনাফিক কখনোই আলেম হতে পারে না।

এমনও হতে পারে একজন আলেমের দৃষ্টিতে, তার জ্ঞান অনুযায়ী কেউ ভুলপথে জিহাদ করছে। এক্ষেত্রে তিনি কুরআন-হাদিস ও সালাফে সালেহীনদের থেকে দলীল দিয়ে জিহাদের সঠিক ধারণা মানুষের মধ্যে প্রকাশ করে দিবেন এবং সেই সঠিক জিহাদের জন্য দাওয়াত দিবেন কিংবা প্রয়োজনে নিজেই সে জিহাদে নেতৃত্ব দিবেন। কিন্তু শুধুমাত্র অন্য মুসলমান ও মুজাহিদদের জিহাদে কথিত ভুল-ত্রুটি আলোচনা করে ঘরে বসে থাকবেন না। একজন আলেম কখনোই জিহাদ ও ক্বিতালের ক্ষেত্রে মানুষকে, সমাজকে, তাগুতদেরকে আল্লাহর চাইতে অধিক ভয় করবেন না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

يل َ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ
خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

আপনি কি সেসব লোককে দেখেননি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক? অতঃপর যখন তাদের প্রতি ক্বিতালের নির্দেশ দেয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর ক্বিতাল ফরজ করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না। (হে রসূল) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমান ও খর্ব করা হবে না। (সূরা নিসা ৪ : ৭৭)

জানাজার নামাজ 'ফরজে কিফায়া' বিধায় এর নিয়মকানুন, হুকুম সব আলেমরাই জানেন, আলোচনা করেন, নিজেরা জানাজার নামাজের ইমামতি করেন। যদি কোন আলেমের দৃষ্টিতে বর্তমানে জিহাদ 'ফরজে কিফায়া' হয়েও থাকে, তবে তিনি জিহাদের নিয়ম-কানুন, হুকুম-আহকাম প্রভৃতিও বিস্তারিত জানবেন, তার খুতবা, বই কিংবা টিভিতে আলোচনার সময় সবাইকে জানাবেন। সামর্থ্য অনুযায়ী তিনি জিহাদের ময়দানেও ইমামতি করবেন। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে অনেকেই তা হতে বহু দূরে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দূগর্তি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। (সূরা বাকারা ২ : ৮৫)

যদি পর্যাপ্ত সংখ্যক লোক জানাজার নামাজ না পড়লে এলাকার সবাই গুনাহগার হয়, তাহলে পর্যাপ্ত সংখ্যক লোক জিহাদ না করলে কি এই আলেমের দৃষ্টিতে সবাই গুনাহগার হবে না? এ ব্যাপারে যদি জেনেও কোন আলেম নিশ্চুপ থাকেন, তবে কি আল্লাহর কাছে তাদেরকে জবাব দিতে হবে না?

১০.৪. একজন আলেম কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন এবং মুসলমানদের ভালোবাসেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

يَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .
م مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ (سورة المائدة 52-51 :5)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদ ও নাসারাদেরকে আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের আউলিয়া। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে আউলিয়ারূপে গ্রহণ করলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। আল্লাহ যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তুমি তাদেরকে দেখবে সত্বর তারা তাদের (অর্থাৎ ইয়াহূদী, নাসারা মুশরিকদের) মাঝে গিয়ে বলবে, আমাদের ভয় হয় আমরা বিপদের চক্করে পড়ে না যাই। (সূরা মায়িদাহ ৫: ৫১-৫২)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ (سورة المجادلة 58:22)

আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন দল তুমি পাবে না যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতাকারীদেরকে ভালবাসে- হোক না এই বিরোধীরা তাদের পিতা অথবা পুত্র অথবা তাদের ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠী। (সূরা মুজাদালাহ ৫৮:২২)

একজন আলেম 'আল্ ওয়ালা ওয়াল বারা' (বন্ধুতা ও শত্রুতা) এর শিক্ষা দিবেন এবং নিজেও এই নীতির অনুসরণ করবেন। তিনি কখনোই কাফিরদের সাথে, ইসলামের শত্রুদের সাথে ওয়ালা করবেন না, তাদেরকে দায়িত্বশীল হিসাবে গ্রহণ করবেন না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (سورة الفتح 48:29)

মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসূল। আর যে সব লোক তার সঙ্গে আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, নিজেদের পরস্পরের প্রতি দয়াশীল। (সূরা ফাত্‌হ ৪৮:২৯)

একজন ভালো আলেম কোন মুসলমান দায়ী কিংবা অন্য আলেমদের ছোটখাট ভুল-ক্রুটির জন্য যতটুকু কঠোর, যতটুকু সমালোচনা করবেন, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী কঠোর হবেন, বেশী সমালোচনা করবেন – প্রকৃত কাফির, মুশরিকদের, যুদ্ধরত কাফিরদের, ইসলামের শত্রুদের কিংবা দ্বীনত্যাগী মুরতাদদের।

যদি এক্ষেত্রে কোন মুসলমান দায়ী কিংবা অন্য আলেমদের ভুল-ক্রুটির কারণে তাদের সাথে কাফিরদের থেকেও কঠোর সমালোচনা কিংবা বিরেধিতা করা হয়, তবে কি উপরোক্ত আয়াতের যথাযথ বাস্তবায়ন হলো?

১০.৫. একজন আলেম আল্লাহর শত্রুদেরকে ভয় করবেন না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (سورة التوبة 9:18)

আল্লাহ্‌র মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ তো তারাই করবে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারাই হবে সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা তাওবাহ ৯:১৮)

যদি আল্লাহর ঘর কাবার রক্ষণাবেক্ষণ এবং হেফাজতের জন্য এমন লোকের প্রয়োজন হয়, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না, তবে আল্লাহর পুরো দ্বীনের হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত আলেমরা যদি এলাকার মানুষের ভয়, সামাজিক-রাজনৈতিক নেতার ভয়, পাছে লোকে কিছু বলে এর ভয়, চাকুরী হারানো কিংবা সামাজিক প্রতিপত্তি হারানোর ভয় ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের ভয়ে জর্জরিত থাকেন, তবে কি আল্লাহর দ্বীনের হেফাজত এবং সেটাকে বিজয়ী করার কাজে নেতৃত্ব দিতে তারা সক্ষম হবেন?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (سورة آل عمران 3:175)

একমাত্র শয়ত্বানই; তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়, তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও। (সূরা আলে-'ইমরান ৩:১৭৫)

আল্লাহ আরো বলেন :

يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ (سورة العنكبوت 29:10)

মানুষের মধ্যে কতক আছে যারা বলে "আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি।" অতঃপর তাদেরকে যখন আল্লাহ্‌র পথে কষ্ট দেয়া হয়, তখন তারা মানুষের উৎপীড়নকে আল্লাহ্‌র 'আযাবের মত মনে করে। (সূরা 'আনকাবূত ২৯:১০)

একজন আলেম যদি আল্লাহর শত্রুদের ভয়ে ভীত থাকেন, তাহলে তিনি কোন না কোন ভাবে আল্লাহর দ্বীনের সাথে আপোষ করবেন। কিন্তু একজন ভালো আলেম চরম অত্যাচার ও নির্যাতনের মুখোমুখি হলেও কখনোও ইসলামের কোন বিধানের সাথে আপোষ করবেন না। পক্ষান্তরে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলামকে বিকৃত করার পরিবর্তে সকল অত্যাচার-যুলুমকে হাসিমুখে গ্রহণ করে নিবেন। ঠিক যেভাবে, মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ের যাদুকরগণ পরবর্তীতে ঈমান আনার পর ফিরাউনের বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে, শুলে চড়ানোর শাস্তিকেও ভয় পান নি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (سورة طه 73-20:72)

তারা বলল, "আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার উপর আমরা তোমাকে কক্ষনো প্রাধান্য দেব না। কাজেই তুমি যা করতে চাও তাই কর। কেননা তুমি কেবল এ পার্থিব জীবনেই কর্তৃত্ব খাটাতে পার। আমরা আমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি যাতে তিনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন আর যে যাদু করতে তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছ তাও (ক্ষমা করেন), আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।" (সূরা ত্ব-হা ২০:৭২-৭৩)

মানুষকে ভয় পেয়ে আল্লাহর হুকুম পালন হতে বিরত থাকা কিংবা কোন হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া হচ্ছে দূষনীয়।

সুতরাং, একজন আলেম মানুষের ভয়ে কোন হারাম, বিদয়াত ইত্যাদিতে জড়িয়ে যাবেন না। এলাকার লোকজন মন খারাপ করবে, মসজিদ কমিটির লোকজন রাগ করবে, পরবর্তী টিভি অনুষ্ঠানে আর ডাকবে না - এসব চিন্তায় কখনো শিরকের বিরোধিতা, কুফরীর প্রকাশ্য সমালোচনা, বিদয়াতের বিরোধিতা, সমাজের অন্যান্য হারাম কাজের বিরোধিতা বন্ধ করবেন না। কারণ এগুলির বিরোধিতা করা তার উপর ফরজ। এই দ্বীনের হেফাজত করা তার উপর ফরজ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

আমি তওরাত অবর্তীর্ন করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ খোদায়ী গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করো না, যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের। (সূরা মায়েদা ৫ : ৪৪)

এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলেমদেরকে বিশেষভাবে বলছেন, 'তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ কর না'।

ঠিক যেভাবে, মূসা আলাইহিস সালাম অত্যাচারী ফেরাউনের সামনে সুস্পষ্টভাবে হক্বের দাওয়াত দিতে ভয় পান নি, ঠিক যেভাবে ইব্রাহীম আলাহিস সালাম তৎকালীন তাগুত নমরুদ ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে একাই অবস্থান নিতে ভয় পান নি, ঠিক যেভাবে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে এবং তৎকালীন দুই পরাশক্তি পারস্য ও রুমের শাসকদেরকে সুস্পষ্টভাবে ইসলামে দাখিল হবার দাওয়াত দিতে ভয় পান নি, নবীগণের যথাযথ ওয়ারিস আলেমগণও একইভাবে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবেন না।

ভীতু ও কাপুরুষরা কখনো আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের উত্তারাধিকারী হতে পারে না।

১০.৬. একজন আলেম ভাল কাজের নির্দেশ দেন এবং খারাপ কাজের নিষেধ করেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

حْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (سورة المائدة 5:63)

দরবেশ ও পুরোহিতগণ তাদেরকে পাপ কথা বলা হতে এবং হারাম ভক্ষণ থেকে নিষেধ করে না কেন? তারা যা করে তা কতই না নিকৃষ্ট! (সূরা মায়িদাহ ৫:৬৩)

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন :

عن ابن عباس قال: ما في القرآن آية أشدَّ توبيخًا من هذه الآية:(لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون) قال: كذا قرأ.

"আলেমদের জন্য সমগ্র কুরআনে এ আয়াতের চাইতে কঠোর হুশিয়ারী আর কোথাও নেই।" (দেখুন তাফসীর তাবারী- ১০/৪৪৯, তাফসীর ইবনে কাসীর-৩/১৪৪)

وكان العلماء يقولون: ما في القرآن آية أشدَّ توبيخًا للعلماء من هذه الآية، ولا أخوفَ عليهم منها.

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, "আমার মতে আলেমদের জন্য এই আয়াত সর্বাধিক ভয়াভয়।" (দেখুন তাফসীর তাবারী- ১০/৪৪৯)।

ইহুদী-খ্রিস্টান আলেমরা যেভাবে উপঢৌকনের লোভে কিংবা মানুষের খারাপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার ভয়ে, মানুষকে খারাপ কাজ হতে নিষেধ করতো না, একজন ভালো আলেম কখনো সে রকম হবেন না।

কোন জাতি অপরাধ বা পাপে লিপ্ত হলে তাদের আলেমরা যদি বুঝতে পারেন যে, তারা নিষেধ করলে জাতি অপরাধ হতে বিরত হবে, তবে এ অবস্থায় কোন লোভ বা ভয়ের কারণে এই অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত না রাখলে, আলেমদের অপরাধ, প্রকৃত অপরাধীর চাইতেও গুরুতর হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

من التمس رضا الله بسخط النّاس كفاه الله مؤونة النّاس ومن التمس رضا النّاس بسخط الله وكله الله إلى النّاس [(أخرجه ابن حبان (510/1 ، رقم 276) ، وابن عساكر (20/54))]قال ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكاة المصابيح 4/480:حسن كما قال في المقدمة

"যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির উপরে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিবে, মানুষ প্রদত্ত উপকরণের ব্যাপারে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির উপর মানুষের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তার দায়িত্ব মানুষের উপর ছেড়ে দেন।" (সহীহ ইবনে হিব্বান–২৭৬, ইবনে আসাকির ২০/৫৪, শুয়াইব আল আরনাউতের মতে হাসান)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان } [أخرجه الطيالسى (ص 292 ، رقم 2196) ، وأحمد (49/3 ، رقم 11478) ، وعبد بن حميد (ص 284 ، رقم 906) ومسلم (69/1 ، رقم 49) وأبو داود (296/1 ، رقم 1140) ، والترمذى (469/4 ، رقم 2172) وقال : حسن صحيح .

والنسائى (111/8 ، رقم 5008) ، وابن ماجه (1330/2 ، رقم 4013) ، وابن حبان (541/1 ، رقم 307) وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (289/2 ، رقم 1009) ، والبيهقى (90/10 ، رقم 19966) ، وأبو نعيم فى الحلية (28/10)

"তোমাদের মাঝে কেউ কোন অন্যায় দেখলে তা হাত দিয়ে (বল প্রয়োগ করে) বন্ধ করবে, তা করা সম্ভব না হলে মুখ দ্বারা বন্ধ করবে এবং তাও সম্ভব না হলে অন্তর দ্বারা পরিবর্তন করবে। এটা হলো ঈমানের সবচেয়ে নিচের স্তর।" (সহীহ মুসলিম- ৪৯, সহীহ ইবনে হিব্বান ৩০৭, মুসনাদে আহমাদ ১১৪৭৮, সুনান আবু দাউদ ১১৪০, সুনান তিরমিযী ২১৭২, ইমাম তিরমযীর মতে হাসান-সহীহ, সুনান ইবনে মাজাহ ৪০১৩, সুনান বায়হাকী - ১৯৯৬৬)

ইবনুল কাইয়্যিম (র.) বলেন : "সে ব্যক্তি কতই না হতভাগ্য যে আল্লাহর বিধানকে অমান্য হতে দেখলো, তার দ্বীনকে বিসর্জন দিতে দেখলো, সুন্নাহকে বর্জন করতে দেখলো তবুও শান্ত হৃদয়ে, মুখ বন্ধ করে রইলো। এরূপ লোক মুক (বোবা) শয়তানের মতোই।" (ইলামুল মুয়াকীইন, ২/১৭৬)

একজন আলেম অবশ্যই "আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার" করবেন, অর্থাৎ ভাল কাজের উপদেশ দিবেন এবং মন্দ কাজে নিষেধ করবেন। এ কাজ করার জন্য তিনি নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবেন না। আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করে তিনি মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করবেন না।

যে আলেম ভাল কাজের উপদেশ দেন না, আর মন্দ কাজ যেমনঃ ইসলামী শরীয়াত বাতিল করে মানবরচিত কুফরী আইন দিয়ে দেশ পরিচালনা, সমাজে প্রচলিত শিরক ও কুফরী ইত্যাদির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ অথবা বাক্‌শক্তি ব্যবহার করেন না, শুধুমাত্র মনে মনে ঘৃণা করেন, তার ঈমানের স্তর হলো সর্বনিম্ন স্তর, তার ঈমান হলো দুর্বলতম ঈমান। তার থেকে অবশ্যই ঐ আলেম উত্তম যিনি মুখের মাধ্যমে কিংবা হাতের মাধ্যমে অন্যায়ের বিরোধিতা করেন।

সুতরাং দুর্বলতম ঈমানের অধিকারী আলেমকে ছেড়ে দিয়ে, যে আলেম ঈমানের দিক দিয়ে শক্তিশালী, তাঁর কাছ থেকে আমাদের ইলম অর্জন করা উচিত। কারণ যার নিজেরই ঈমান দুর্বলতম সে কিভাবে আমাদেরকে ঈমানের শিক্ষা দিবে?

১০.৭. একজন আলেম বিদয়াতে শরীক হবেন না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(سورة المائدة 5:3)

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবূল করে নিলাম। (সূরা মায়িদাহ ৫:৩)

সুতরাং, দ্বীন-ইসলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশাতেই পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন :

ذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورة الحشر 59:7)

রসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক, আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা হাশর ৫৯:৭)

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

تَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سورة آل عمران 3:31)

বলে দাও, "যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসকল ক্ষমা করবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আলে-'ইমরান ৩:৩১)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যে কেউ এমন কাজ করবে, যা আমাদের এই বিষয়ের (দ্বীনের) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।" (সহীহ মুসলিম)

তিনি আরো বলেছেন :

وشر الأمور محُ ْد َثَاتُ ه َا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار[أخرجه أحمد (310/3 ، رقم 14373) ، ومسلم (592/2 ، رقم 867) ، والنسائى (188/3 ، رقم 1578) ، وابن ماجه (17/1 ، رقم 45)]

"ইসলামে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে এর মধ্যে নতুন আবিষ্কার (ইবাদত)। প্রত্যেক নতুন আবিস্কৃত বিষয়ই (ইবাদতই) বিদয়াত, প্রতিটি বিদয়াতই হচ্ছে পথভ্রষ্টতা, আর প্রতিটি পথভ্রষ্টতার পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম।" (সহীহ মুসলিম ৮৬৭, মুসনাদে আহমাদ ১৪৩৭৩, সুনান নাসায়ী ১৫৭৮, সুনান ইবনে মাজাহ ৪৫)

দেখা যাচ্ছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি নতুন ইবাদতকেই ভ্রষ্টতা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন :

إنى فرطكم على الحوض من مر علىَّ شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا وليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونى ثم يحال بينى وبينهم فأقول إنهم منى فيقال إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدى [أخرجه أحمد (333/5 ، رقم 22873) ، والبخارى (2406/5 ، رقم 6212) ، ومسلم (1793/4 ، رقم 2290)

"তোমরা সবাই হাউসে কাউসারে একত্রিত হবে। যে আমার কাছে আসবে সে পান করবে, তার কখনো পিপাসা লাগবে না। সেখানে অনেক লোক আমার কাছে আসবে। আমি তাদেরকে চিনবো, তারাও আমাকে চিনবে। তারপর আমার ও তাদের মাঝে একটা প্রতিবন্ধক চলে আসবে। আমি বলবো, এরা তো আমার অনুসারী। আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না আপনার পরে এরা কি কি নতুন কাজ (বিদয়াত) শুরু করেছে। যারা আমার পর এই দ্বীনকে বদল করে ফেলবে, তাদেরকে আমি বলবোঃ দূর হও, দূর হও।" (সহীহ বুখারী-৬২১২, সহীহ মুসলিম -২২৯০, মুসনাদে আহমদ - ২২৮৭৩)

সুতরাং একজন আলেম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ থেকে ইবাদত হিসেবে যা পাওয়া যায়, তাই গ্রহণ করবেন, বাকীগুলো সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করবেন। কোন ভাবেই এমন কোন ইবাদত তিনি করবেন না যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন বলে প্রমাণ হয়নি। এমন সব ইবাদত থেকে বিরত থাকাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে যে সব ইবাদত নবী করেছেন কিনা তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কারণ যেসব ইবাদত নিয়ে সবাই একমত, সে সব ইবাদত করেই তো শেষ করা যাবে না।

عن أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: { ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم }. [رواه البخاري:7288، ومسلم:1337]

"আমি তোমাদের জন্য যেসব নিষেধ করি, তা পরিহার করো, আমি তোমাদের যেসব নির্দেশ দিই, তা যতটুকু সম্ভব পালন করো।" (সহীহ বুখারী - ৭২৮৮, সহীহ মুসলিম - ১৩৩৭)

এখন চিন্তা করে দেখুন, নবী এবং সাহাবগণ কি তথাকথিত মিলাদ শরীফ কখনো পড়েছেন? কোন সাহাবী কিংবা খাদীজা (রাঃ) এর মৃত্যুর পর তিন দিন, চল্লিশ দিন, কুলখানি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রচলিত অনুষ্ঠান কি উদযাপন করেছেন? কারো মৃত্যু দিবসে কুরআন খতম কিংবা সহীহ বুখারী খতম করেছেন?

সহীহ বুখারী তো সংকলিত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীদের (রাঃ) মৃত্যুর অনেক পরে। আমরা কি নূন্যতম চিন্তা করতেও অক্ষম হয়ে গেছি? তারা এগুলি না করে থাকলে, সেগুলি আমরা কেন করতে যাব?

যারা এসব বিদয়াত করে, তারা টাকা খরচ করে একদল লোকের পকেট ভারী করছে, আর হাউসে কাউসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে নিজের পানি খাওয়া বন্ধ করছে।

যারা বিদয়াত করেন, তারা প্রকারান্তরে এটাই বলতে চান যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলিহি ওয়া সাল্লাম ঠিকমতো তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেন নি এবং দ্বীন আসলে পরিপূর্ণ ছিলো না। (নাউজুবিল্লাহ)

ইমাম মালিক (রঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি ইসলামে কোন বিদয়াত সৃষ্টি করলো এবং সে তাকে খুবই ভালো মনে করলো, সে প্রকারান্তরে ঘোষণা করলো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিসালাতের দায়িত্ব পালনে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। কেননা আল্লাহ তায়ালা তো বলেছেন, আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। অতএব রাসুলের সময় যা দ্বীনভুক্ত ছিলো না, আজ তা দ্বীনভুক্ত হতে পারে না।” (ইমাম শাতিবী (রঃ) রচিত ইতিসাম, পৃঃ ৪৯)

অনেকে মনে করেন, ভালো নিয়্যত থাকলে সব কাজই ইবাদত হবে। তারা মনে রাখতে ভুলে যান যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সারারাত জেগে ইবাদত, সারা বছর রোযা রাখা আর বিয়ে না করতে চাওয়া তিন সাহাবীকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন,

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي [أخرجه أحمد (241/3 ، رقم 13558) ، وعبد بن حميد (ص 392 ، رقم 1318) ، والبخارى (1949/5 ، رقم 4776) ، ومسلم (1020/2 ، رقم 1401) ، والنسائى (60/6 ، رقم 3217) ، وابن حبان (190/1 ، رقم 14)]

“যে আমার সুন্নাহ অনুসরণ করেনা, সে আমাদের কেউ নয়।” (সহীহ বুখারী ৪৭৭৬, সহীহ মুসলিম ১৪০১, মুসনাদে আহমাদ ১৩৫৫৮, সুনান নাসায়ী ৩২১৭, সহীহ ইবনে হিব্বান - ১৪)

সুতরাং, সারারাত তাহাজ্জুদ পড়া, সারাবছর রোযা রাখাও যদি ভালো কাজ হিসেবে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে যেসব আলেম নামধারী ব্যক্তি মিলাদ, মৃত্যুর পর তিনদিন, চল্লিশ দিনের অনুষ্ঠান, বুখারী খতম, ফাতেহায়ে ইয়াজদাম পালন, কবর পাকা করে বিশেষ রাতে অনুষ্ঠান, নেতা-নেত্রীদের জন্মদিনের কেক কাটার অনুষ্ঠানে দোয়া করা নিয়ে মারামারি, বিভিন্ন মাজার-কবরের ছবি টিভিতে দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে জঘন্য বিদয়াতে লিপ্ত করাচ্ছে, তারা কি আদৌ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তরাধিকারী?

বিদয়াতপন্থীদের সাথে কি রকম আচরণ করতে হবে, তার একটি দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর একটি ঘটনায়।

বর্ণনাকারী রাবী বলেন দ্বিপ্রহরের নামাযের আগে আমরা একবার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের দরজার নিকটে বসা ছিলাম। তিনি যখন বের হলেন, আমরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়লাম। তখন আবু মূসা (রাঃ) বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান, আমি মসজিদে একদল লোককে দেখেছি, তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নামাজের অপেক্ষা করছে। তাদের হাতে রয়েছে পাতর কুচি বিশেষ। তাদের একজন বলছে, একশত বার তাকবীর বলো। তখন তারা একশত বার তাকবীর বলছে। এরপর বলছে একশত বার তাহলীল বলো। তখন তারা একশত বার তাহলীল বলছে। আবার বলছে, একশত বার তাসবীহ পড়ো। তখন তারা একশত বার তাসবীহ বলছে। তারপর তিনি তাদের দিকে রওয়ানা হলেন। তাদের একটি দলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদেরকে এসব কি করতে দেখছি? তারা বললো, হে আবু আব্দুর রহমান, এ হলো কিছু শস্য দানা। এগুলো দিয়ে গুনে গুনে আমরা তাকবীর, তাহলীল ও তাসবীহ পড়ছি। তিনি বললেন, তোমারা তোমাদের গুনাহরাজিকে গণনা করো। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তোমাদের পুন্য থেকে কিছুই হারিয়ে যাবে না। হে মুহাম্মাদের উম্মাত, তোমাদের কি হলো? এত তাড়াতাড়ি তোমরা ধ্বংসের দিকে পা বাড়ালে? আমি ওই সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, হয় তোমরা মুহাম্মাদের মিল্লাতের চেয়ে বেশী সুপথপ্রাপ্ত অথবা তোমরা ভ্রষ্টতার কোন দরজা খুলে দিয়েছো। আরেক বর্ণনার এসেছে, তোমরা হয় অন্যায়ভাবে কোন বিদয়াতের প্রচলন করেছো অথবা জ্ঞানের দিক দিয়ে মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদেরকে ছাড়িয়ে গেছো। তখন তারা বললো, হে আবু আব্দুর রহমান, আল্লাহর কসম, আমরা কেবল কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তা করেছি। তিনি বললেন, কত কল্যাণ প্রার্থী রয়েছে যারা কখনো কল্যাণ পায় না। (সুনান দারেমী ২০৪, মুহাক্কিক হুসাইন সালিম আসাদ এর সনদকে জাইয়্যিদ বলেছেন, আলবানী সহীহ বলেছেন)

“রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবাগণ (রা.), তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন (র.) প্রমুখগণ কি এই ইবাদত করেছেন?”

- এই প্রশ্নের মাধ্যমে সহজেই বিদ্য়াত চেনা সম্ভব বলে অনেক আলেম মত পোষণ করেন। যদি তারা ঐ কাজ করে থাকেন, তবে তা বিদয়াত হবেনা, তাঁরা না করে থাকলে সে কাজটি হবে বিদয়াত। আমরাও এই প্রশ্নের মাধ্যমেই বিদয়াতকে চিহ্নিত করতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

১০.৮ একজন আলেম তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে বাধা দিবেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

بَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (سورة التوبة 9:31)

আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা তাদের পুরোহিত আর দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে; আর মারইয়াম-পুত্র মাসীহ্‌কেও। অথচ তাদেরকে এক ইলাহ ব্যতীত (অন্যের) ইবাদত করার আদেশ দেয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, প্রশংসা আর মহিমা তাঁরই, (বহু ঊর্ধ্বে তিনি) তারা যাদেরকে (তাঁর) অংশীদার গণ্য করে তাথেকে। (সূরা তাওবাহ ৯:৩১)

বনী ইসরাঈল জাতি যেভাবে তাদের আলেমদেরকে আল্লাহর হালাল-হারামের বিরোধিতা করেও অন্ধ-অনুসরণ করতো সে রকম ভয়াবহ কাজ না করার জন্য একজন আলেম সকলকে সতর্ক করে দিবেন। পূর্ববর্তী সকল সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ; সম্মানিত চার ইমামগণ (র.) এবং অন্যরাও বারবার আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করে তাঁদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। একজন আলেম যদি এ বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেন, তবে তিনি একজন ভালো আলেম নন।

১০.৯ একজন আলেম যা শিক্ষা দেন, নিজেও তা বাস্তবায়ন করেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

رُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (سورة البقرة 2:44)

তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দিবে এবং নিজেদের কথা ভুলে যাবে, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর, তবে কি তোমরা বুঝ না? (সূরা বাক্বারা ২:৪৪)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

"যে আলেম মানুষকে ভাল কাজের উপদেশ দেন, কিন্তু নিজে তা অনুসরণ করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে প্রদীপের মতো, যা মানুষকে আলো দেয় কিন্তু নিজে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায়।" (তাবরানী, আল্ কাবীর, আদ্ দীয়া)

وقال بعض السلف : يكون في اخر الزمان قوم يغلق عليهم باب العمل ويفتح لهم باب الجدل

একজন সালাফে সালেহীন বলেনঃ "শেষ সময়ে একদল লোক বের হবে, তাদের জন্য আমলের দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে আর তর্ক-বিতর্কের দরজা খুলে দেয়া হবে।"

একজন ভালো আলেম অযাচিত তর্ক-বিতর্কে না জড়িয়ে বরং বেশী বেশী আমলের দিকে মনোনিবেশ করবেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যখন আমার রব (আল্লাহ) আমাকে উর্ধ্বে আরোহণ (মিরাজে গমন) করালেন তখন আমি একদল লোকদের দেখতে পেলাম যাদের ঠোঁটগুলো আগুনে তৈরি সাঁড়াশি দিয়ে কাটা হচ্ছে। যতবারই ঠোঁটগুলো কাটা হচ্ছে, ততবারই সেগুলো পুনরায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে, তখন আবার কেটে ফেলা হচ্ছে। আমি বললাম, 'হে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম, এই লোকগুলো কারা?' তিনি বললেন : 'এরা আপনার উম্মাতের সেইসব বক্তা যারা মুখে ভাল কথা বলতো কিন্তু ভাল কাজ করতো না এবং সেইসব ব্যক্তিরা যারা আল্লাহর কিতাব থেকে পড়তো কিন্তু সেই অনুযায়ী কাজ করতো না।'" (সহীহ ইবনে হিব্বান, সুনান বাইহাকী)

হজরত যিয়াদ ইবনে লবীদ (রা.) বলেন :

وعن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال : " ذاك عند أوان ذهاب العلم " . قلت : يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرؤه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال : " ثكلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة

أوليس هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما " [وأخرجه ابن أبي شيبة 10/536-537. أحمد (17473)وابن ماجه (4048) وروى الترمذي عنه نحوه وأخرجه الطبراني (5290) ابن حجر في "الإصابة" 2/587]

একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা বিষয়ের উল্লেখ করলেন এবং বললেন, "তা ইলম উঠে যাওয়ার সময় ঘটবে।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, ইলম কিভাবে উঠে যাবে, অথচ আমরা নিজেরা কুরআন শিক্ষা করছি এবং আমাদের সন্তানদেরকেও শিক্ষা দিচ্ছি, আমাদের সন্তানগণও কিয়ামত পর্যন্ত (পর্যায়ক্রমে) তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতে থাকবে?" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : "তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! আমি তোমাকে মদিনার একজন জ্ঞানী বলেই জানতাম। এই ইহুদী-খ্রিস্টানরাও তো তাওরাত-ইঞ্জিল পড়ছিল? কিন্তু তাতে যা আছে, তার উপর তারা আমল করছে না।" (মুসনাদে আহমাদ -১৭৪৭৩, সুনান ইবনে মাজাহ -৪০৪৮, ইবনে আবি শাইবা - ৫৩৭, ইসাবাহ, ইবনে হাজার ২/৫৮৭, শুয়াইব আরনাউতের মতে সহীহ)

একজন আলেম সবসময় যা শিক্ষা দেন, যা প্রচার করেন, সেই অনুযায়ী নিজেও অনুশীলন করেন। একজন ভাল আলেমের ইলম ও আমলের (বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ) মাঝে কখনো বিরোধ থাকবে না। যেমন :

يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (سورة المائدة 5:44)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফির। (সূরা মায়িদাহ ৫ : ৪৪)

একজন আলেম নিজে এই আয়াত পড়ে, মুখস্থ করে, মানুষকে এই আয়াত শিক্ষা দিয়ে, নিজের ছাত্র / অনুসারীদেরকেও এই আয়াত মুখস্থ করানোর পর, বাস্তবক্ষেত্রে এমন কোন দল-মতের সমর্থন দিবেন না, যারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না। যারা তাদের বই-পুস্তক ও বক্তৃতায় কুরআন-সুন্নাহ বিরুদ্ধ আইনের স্বীকৃতি দেয়। একজন আলেম কখনো তাদেরকে সাহায্য করবেন না, তাদের জন্য ঘরে ঘরে গিয়ে ভোট ভিক্ষা করবেন না, তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে 'দেশ-নেতা' কিংবা 'দেশ-নেতৃ' বলে সম্বোধন করবেন না, তাদের সাথে সার্বিকভাবে একাত্মতাবোধ করবেন না।

১০.১০ একজন আলেম উপদেশ দেয়া বা সতর্ক করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে শাসকদের কাছে যাবেন না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إياكم وابواب السلطان ؛ فإنه قد أصبح صعبا هبوطا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/249:-رجاله رجال الصحيح قال السيوطي في الجامع الصغير 2898:-حسن

"শাসকদের দরজার ব্যাপারে সতর্ক থাকো। যেই শাসকদের নিকট গমন করে, সেই পরীক্ষার মধ্যে পতিত হয়।" (আবু দাউদ, নং-২৮৫৯, সুনান তিরমিযী নং-২২৫৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন : "একজন ব্যক্তি যে তার দ্বীনকে সাথে নিয়ে কোন শাসকের নিকট যায়, সে (শাসকের কাছ থেকে) বের হয়ে আসে তার সাথে কোন কিছু না নিয়েই।" (অর্থাৎ দ্বীন রেখে আসে) (ইমাম বুখারী (রা.) কর্তৃক সংগৃহীত 'তারিখ' গ্রন্থে)

হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) বলেন :

قال حذيفة رضى الله عنه : إياكم ومواقف الفتن . قيل : وما هي ؟ قال : أبواب الأمراء ، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ، ويقول ما ليس فيه

"তোমরা ফিতনার বিষয়গুলো থেকে সতর্ক থাকো।" বলা হলোঃ "সেটা কি?" তিনি বললেনঃ "শাসকদের দরজা। তোমাদের কেউ শাসকদের কাছে যাবে, তার মিথ্যা কথাকে সত্যায়ন করবে, তারপর বলবে, এটাতে কোন সমস্যা নেই।"

তিনি আরো বলেন : "অবশ্যই, তোমরা কখনোও শাসকদের দিকে এক বিঘত পরিমাণও অগ্রসর হয়ো না।" (ইবনে আবী শাইবাহ কর্তৃক সংগৃহীত)

ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন,

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا رَأَيْتَ الْعَالِمَ يَلُوذُ بِالسُّلْطَانِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لِصٌّ، وَإِذَا رَأَيْتَهُ يَلُوذُ بِالْأَغْنِيَاءِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مُرَاءٍ (شعب الإيمان –8972)

"যখনই তুমি কোন আলেমকে দেখবে শাসকদের কাছে গমন করতে, জেনে রাখো, সে হচ্ছে একজন চোর। আর যদি তাকে ধনী লোকদের কাছে আনাগোনা করতে দেখো, তাহলে জেনে রেখো, যে মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করে।" (শুয়াবুল ঈমান –৪৯৭২, জামি লি আখলাকির রাওয়ী ওয়া আদাবীস সামী, পৃ. ১৪। ইমাম যাহাবী (র.) এর সনদকে সহীহ বলেছেন। দেখুন সিয়ারাল আলামুন নুবালা ১৩/৫৮৬। এছাড়াও সালিম হিলালী সহীহ বলেছেন। একই রকম কথা আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত একটি মারফু হাদিসে রয়েছে)

ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেছেন : "যদি কোন আলেমকে নিয়মিত খলিফার দরবারে যেতে দেখো, তবে তার দ্বীন নিয়ে সন্দেহ করো।"

ইমাম সূফীয়ান সাওরী (র.) বলেন :

إِنْ دَعَوْكَ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْهِمْ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَلَا تَأْتِهِمْ (شعب الإيمان–8971)

"তোমরা সেখানে যেও না, এমনকি তারা যদি তোমাদেরকে শুধুমাত্র 'কুল-হুয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করার জন্যও ডাকে।" (শুয়াবুল ঈমান, ইমাম বাইহাকী)

একজন আলেম শাসকদের দরজায় প্রবেশ করবেন না। এটা তাঁদের জন্য ফিত্‌নাহ (পরীক্ষা) স্বরূপ। এটা সাহাবীদের এবং সালাফে সালেহীনদের উপদেশ। শুধুমাত্র উপদেশ দেওয়ার বা সতর্ক করার উদ্দেশ্যে কেউ শাসকদের নিকট যেতে পারে, তবে তাঁকে তখন অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করার জন্য মানসিকভাবে তৈরি থাকতে হবে।

আমরা কি সেসব আলেমদের নিকট দ্বীন শিক্ষা করতে যাবো যারা শাসকদের দরজায় আনন্দচিত্তে যায় আর আনন্দচিত্তে বের হয়ে আসে? অথবা শাসকদের প্রদত্ত বেতনের উপর বেঁচে থাকে এবং দ্বীনের বিভিন্ন বিধান পরিবর্তন করে?

১০.১১ একজন আলেম স্বীকার করে নিবেন যে তিনি সকল কিছু জানেন না।

আব্‌দুর রহমান ইবনে মাহ্‌দী (র.) বলেন :

عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله! جئتك من مسيرة ستة أشهر، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها قال: قل، فسأله الرجل عن المسألة، فقال: لا أحسنها، قال: فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. فقال: أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول لهم: قال مالك: لا أحسن

"আমরা মালিক বিন আনাসের সাথে বসা ছিলাম। একজন লোক এসে বললোঃ 'হে আবু আব্দুল্লাহ, আমি মিসর থেকে ছয় মাস সফর করে এখানে এসেছি। আমার এলাকার লোকজন একটি মাসয়ালা জানার জন্য আমাকে পাঠিয়েছে।' তিনি বললেনঃ 'বলো।' তখন ঐ ব্যক্তি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেনঃ 'আমি জানি না।' লোকটি আশ্চর্য্য হলো যেন সে এমন এক ব্যক্তির কাছে এসেছে যিনি সব কিছু জানেন। সে বললোঃ 'তাহলে আমি আমার এলাকায় ফিরে গিয়ে কি বলবো?' তিনি বললেনঃ 'তাদেরকে বলবে, মালিক বলেছেনঃ তিনি জানেন না।'"

ইমাম মালিক (র.)-এর প্রখ্যাত ছাত্র ইবনে ওহাব (র.) বলেছেন, "আমি প্রায়শই তাঁকে বলতে শুনতাম 'আমি জানি না।' আমরা যদি কাগজে লিখে রাখতাম যে তিনি কতবার 'আমি জানি না' কথাটা বলেছেন তাহলে বই-এর অনেকগুলো পাতা (ঐ কথাতে) ভরে যেত।" (জামী-বায়ানীল ইলম ২/৫৪)

ইমাম শাবী (র.) বলেন : "'আমি জানি না' এ কথাটি হলো ইলমের অর্ধেক।" (ইমাম দারেমী (১/৬৩); খতীব বাগদাদী 'ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কীহ' গ্রন্থে (২/১৭৩))

একজন আলেম তাকে জিজ্ঞাসিত সকল প্রশ্নের উত্তর নাও জানতে পারেন। যদি তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর না জানেন, তবে সেটা স্বীকার করতে তিনি লজ্জা বোধ করবেন না। কোন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান না থাকলে তিনি সে বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিবেন না।

কিন্তু আলেম নামধারী কিছু কিছু লোক নিজের অজ্ঞতাকে যেমন করে হোক ঢেকে রাখবে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

ابن عباس يقول : « إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري ، فقد أصيبت مقاتله [الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي -1107. أخلاق العلماء للآجري-101]

"যখন আলেম 'আমি জানি না' কথাটি বলতে ভুলে যায়, তখন মৃত্যুসম বিপদ তাকে আঘাত করে।" ('ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ')

১০.১২ একজন আলেম কুরআন ও সুন্নাহর সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকবেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ (سورة المائدة 5:44)

আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, তাতে ছিল সঠিক পথের দিশা ও আলো। নবীগণ– যারা ছিল মুসলমান– এগুলোর দ্বারা ইয়াহূদীদেরকে ফায়সালা দিত। দরবেশ ও 'আলেমরাও (তাই করত) কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল আর তারা ছিল এর সাক্ষী। (সূরা মায়িদাহ ৫:৪৪)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين قال الإمام أحمد في تاريخ دمشق 7/39:– صحيح قال ابن القيم في الطرق الحكمية 140:–معروف

"প্রত্যেক পরবর্তী দলে ভালো লোকেরাই এই ইলমকে বহন করবেন, যারা এটা থেকে সীমালঙ্ঘনকারীদের রদবদল, বাতিল লোকদের মিথ্যা-আরোপ, মূর্খদের তাবীলকে (অপব্যাখ্যা) দূর করবেন।" (সুনান বাইহাকী ২০৭০০, ইবনে আসাকির ৭/৩৮, উকাইলি ৪/২৫৬, দাইলামী ৯০১২, ইবনে আদী ৫৯৩, এছাড়াও ইমাম বায়হাকী 'মাদখাল' এ মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন)

কুরআন সংরক্ষণ হচ্ছে তার প্রতিটি শব্দ বা অক্ষর এবং ব্যাখ্যা উভয়ের সংরক্ষণ। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম হচ্ছে, এক আয়াত দিয়ে অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা, অতঃপর হাদিসের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা, অতঃপর সাহাবী-তাবেয়ীন-তাবে-তাবেয়ীনদের আমলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা, অতঃপর আরবী ভাষার মাধ্যমে, আর সর্বশেষে ইজতিহাদ কিংবা নিজস্ব-চিন্তাভাবনার মাধ্যমে।

সুন্নাহর সংরক্ষণ হচ্ছে সহীহ, হাসান, জয়ীফ (দুর্বল), জাল ইত্যাদি হাদিসের বিভিন্ন প্রকরণ করা, জানা ও মানুষকে জানানোর মাধ্যমে। এছাড়া হাদিসের ব্যাখ্যা হয় কুরআনের আয়াত, অপর হাদিস, সাহাবীদের আমল কিংবা আরবী ভাষার জ্ঞানের মাধ্যমে।

সুতরাং একজন ভালো আলেম কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উপরোক্ত পন্থাসমূহ অবলম্বন করবেন। তিনি কোন আয়াত কিংবা হাদিসের ব্যাখ্যায় কোন কল্পিত কিচ্ছা-কাহিনী, গল্প কিংবা প্রথমেই নিজস্ব ইজতিহাদের ব্যবহার করবেন না।

যে আলেম কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানের ক্ষেত্রে উপরোক্ত মানদন্ড অনুযায়ী যত উপরে, সে অনুযায়ী তিনি খুতবা দেন, ওয়াজ করেন, তিনি কুরআন ও সুন্নাহর সংরক্ষণে তত অগ্রগামী।

১০.১৩ একজন আলেম সাবধানতাবশতঃ যথাসম্ভব ফতোয়া প্রদান করা থেকে বিরত থাকবেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : “যাকে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তাকে যেন ছুরি ছাড়াই হত্যা করা হয়েছে।”

এই হাদিসের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে ইবনে উমর (রা.) বলেন : “তোমরা আমাদের কাছে দ্বীনের ব্যাপারে ফাতওয়া এমনভাবে জিজ্ঞেস কর যেন আমাদেরকে এসব ফাতওয়ার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করা হবে না।” (মুসনাদে আহমাদ, সুনান তিরমিযী, ইমাম তিরমিযীর মতে হাসান)

সুতরাং যদি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর মতো সাহাবী কোন ফাতওয়া বা কোন সিদ্ধান্ত প্রদানে এ রকম সতর্কতা অবলম্বন করেন, তাহলে একজন আলেমের কি পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ?

যখন ইবনে সিরিন (র.)-কে কোন বিষয়ে হালাল-হারাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হতো, তখন তার (চেহারার) রঙ পরিবর্তন হয়ে যেতো, তিনি বদলে যেতেন, এমন কি তিনি যেন আর ঐ মানুষটি থাকতেন না।

ইমাম মালিক (রঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তাকে কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হতো, মনে হতো যেন তিনি জান্নাত আর জাহান্নামের মাঝখানে আছেন। (দেখুন মাজমু আর-রাসাইল, পৃঃ ২৩, অধ্যায়ঃ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, শারহু হাদিস আবি দারদা)

১০.১৪ একজন আলেম অন্য আলেমদের সম্মান করেন, ভালোবাসেন। অন্য আলেমদের সাথে তাঁর সম্পর্ক দুনিয়ালোভী ব্যবসায়ীদের মধ্যকার তিক্ত প্রতিযোগিতার মতো হবে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

نْ لَمْ يَرْحَمْ «صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا».

“যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না, আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।” (মুসনাদে আহমাদ ৭০৭৩, সুনান তিরমিযী ১৯২০, ইমাম তিরমিযীর মতে হাসান-সহীহ, মুসতাদরাক হাকিম ২০৯, ইমাম হাকিমের মতে মুসলিমের শর্তে সহীহ)

যদি একজন সাধারণ মুসলিমের জন্য অপর মুসলমানকে সম্মান করার ক্ষেত্রে এরকম কঠোর কথা আলোচিত হয়ে থাকে, তবে একজন আলেম কর্তৃক অন্য আলেমকে সম্মান করার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। উদাহরণ স্বরূপ সম্মানিত চার ইমামগণ (র.) ও তাঁদের ছাত্রদের মধ্যে অনেক মাসয়ালায় মতপার্থক্য থাকলেও তাঁরা একে অপরকে সম্মান করতেন, ভালোবাসতেন। তাঁরা একে অন্যজন থেকে ইলম অর্জন করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (র.) এর দুই সুযোগ্য ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান (র.), ইমাম শাফিই (র.) সহ অনেকে ইমাম মালিক (র.) এর কাছে থেকে হাদিস শিক্ষা করেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (র.), ইমাম আবু ইউসুফ (র.) হতে এবং ইমাম শাফিই (র.) হতে হাদিস শিক্ষা করেছেন।

ইমাম শাফিই (র.), ইমাম মুহাম্মাদ (র.) এর মর্যাদা প্রসঙ্গে বলেছেন : “মানুষ মুহাম্মাদ বিন হাসানের ফিকহে ভরসা করেছে।”

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.) একবার ইমাম আহমাদ (র.) এর পুত্র সালিহকে জিজ্ঞেস করলেন, “আমি তোমার পিতাকে এরূপ করতে দেখি কেন?” তিনি বললেন, “কিরূপ?” তিনি বললেন, “আমি তাঁকে ইমাম শাফিই এর সাথে এ অবস্থায় দেখি যে, শাফিই (র.) জন্তুতে চড়ে যাচ্ছেন, আর তোমার পিতা, তার জন্তুর রশি ধরে হাঁটছেন।” সালিহ বলেন : “আমি আমার পিতাকে তা জানালাম।” তিনি বললেন : “যদি তার সাথে আবার দেখা হয়, তবে জানিয়ে দিও, ‘যখন তিনি আরো ভালোভাবে কোন কিছু বুঝতে চান, তখন তিনি জন্তুর রশির অন্যপ্রান্ত ধরেন।’”

এই উম্মাতের সবচেয়ে বড় আলেমগণ এভাবে একজন আরেকজনকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন, একজন হতে আরেকজন শিক্ষা গ্রহণ করতেন। সুতরাং একজন ভালো আলেম এই আচরণের বিপরীতে গিয়ে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য হিংসা-বিদ্বেষ-হানাহানি কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখতে গিয়ে একে অন্যের প্রতি বিষোদগার ইত্যাদি কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকবেন।

১০.১৫ একজন আলেম বিনয়ী হবেন, তিনি অহংকারী কিংবা রুক্ষ মেজাজের হবেন না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل:إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم

"যার অন্তরে অনু-পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" এক ব্যক্তি বললোঃ "যদি কেউ এটা পছন্দ করে যে তার জামা-জুতা এসব সুন্দর হবে?" তিনি বললেনঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য্য পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছেঃ সত্য অস্বীকার করা এবং মানুষকে অবহেলা করা।" (সহীহ মুসলিম)

الفضيل بن عياض ، يقول : » إن الله تعالى يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار ، ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة « وينبغي له أن يعود لسانه لين الخطاب ، والملاطفة في السؤال والجواب ، ويعم بذلك جميع الأمة من المسلمين [: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي-895]

ফুজাইল ইবনে ইয়াজ (রঃ) বলেন, "আল্লাহ বিনয়ী আলেমকে ভালোবাসেন, আর রুক্ষ আলেমকে অপছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে হিকমাত (প্রজ্ঞা) দান করেন।" (ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ)

ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেনঃ

قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله:إنَّما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التَّشدد فيحسنه كلُّ أحد) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر(784/1)

"আমাদের দৃষ্টিতে ইলম হচ্ছে রুখসত (সহজতা), আর সবাইতো কাঠিন্য দেখাতে পারে।"

সুতরাং একজন আলেম অহংকারী, রুক্ষ ও কঠিন হবেন না। অন্যদেরকে তিনি নীচু দৃষ্টিতে দেখবেন না। মানুষকে তিনি অবহেলা করবেন না।

১০.১৬ একজন আলেম ইসলামী শরীয়াতের শাসন কায়েমের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য সূরা সফ এ বর্ণিত হয়েছে :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনি তাঁর রসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীন নিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (সূরা ছফ ৬১ : ৯)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায়; এবং সমস্ত দ্বীন আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (সূরা আনফাল ৮ : ৩৯)

অর্থাৎ দ্বীনের বিজয় ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের একটা উদ্দেশ্য। দ্বীন শব্দের একটি অর্থ হচ্ছেঃ আইন-কানুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজে এই অর্থে এই শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

সে বাদশাহর আইনে (দ্বীন অনুযায়ী) আপন ভাইকে কখনও রেখে দিতে পারত না, কিন্তু আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন। (সূরা ইউসুফ ১২ : ৭৬)

তাই নবীদের যথাযথ উত্তরাধিকারী আলেমরাও স্বয়ং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের অন্যতম একটা উদ্দেশ্য তথা আল্লাহর শরীয়াতকে জমীনে বিজয়ী করার প্রচেষ্টা চালাবেন।

বর্তমানে প্রায় এক শতাব্দী থেকে পৃথিবীর কোথাও ইসলামী শরীয়াত পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। আমাদের এই জমীনেও কয়েক যুগ থেকে ইসলামী শরীয়াতের শাসন অনুপস্থিত। এই শরীয়াতের জায়গা এখন দখল করে নিয়েছে ব্রিটিশ-আমেরিকানদের তৈরী আইন-কানুন। সেই আইন-কানুন দিয়েই মুসলমানদের বিচার-ফায়সালা করা হচ্ছে, রাষ্ট্র পরিচালনা করা হচ্ছে।

যে আলেমের এই ব্যাপারে কোন ভ্রুক্ষেপই নেই, ইসলামী শরীয়াতকে জমীনে বিজয়ী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা নেই, তিনি কিভাবে নবীদের উত্তরাধিকারী হতে পারেন?

এছাড়াও নবী-রাসুলগণ যুগে যুগে আল্লাহর নাযিলকৃত ওহীর বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করেছেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ
شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

আমি তওরাত অবর্তীর্ন করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ খোদায়ী গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করো না, যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের। (সূরা মায়েদা ৫ : ৪৪)

দেখা যাচ্ছে, নবীদের পরে আলেমদের দায়িত্ব হল, আল্লাহর নাযিলকৃত ওহীর হেফাজত করা এবং সেই ওহীর বিধান অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা করা।

যেভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের বিচার ফায়সালা করতেন, যেভাবে দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমুস সালাম মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা করতেন। যেভাবে যুগে যুগে নবীদের উত্তরাধিকারী রব্বানী আলেমগণ কাজী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এখন এই ইসলামী শরীয়াত পরাধীন, তাগুতদের ইচ্ছাধীন এবং এর বদলে মানবরচিত আইন সমাজ ও রাষ্ট্রে বিজয়ী। এ সময় যে সকল আলেম ইসলামী শরীয়াতকে সমাজে পুনপ্রতিষ্টার জন্য কাজ করছেন না, তারা নবীদের যথাযত উত্তরাধিকারী নন।

অপরদিকে উত্তরাধিকারী মানেই হচ্ছেঃ পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া সম্পদ অথবা ব্যবস্থার উত্তরাধিকার। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য দ্বীন ইসলামকে রেখে গেছেন সমাজে ও রাষ্ট্রে বিজয়ী হিসেবে। উনার যোগ্য উত্তরাধিকারী খলিফাগণ, যারা নিজেরাও আলেম ছিলেন, সেই দ্বীন ও শরীয়াতকে আল্লাহর ইচ্ছায় আরো ব্যাপক এলাকায় বিজয়ী করেন। এক সময় পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশী এলাকা ইসলামী শরীয়াতের অধীনে শাসিত হয়েছে।

পিতার ব্যবসার উত্তরাধিকারী হলে সন্তানরা সেই ব্যবসার আরো উন্নতি করার চেষ্টা করে নতুবা নূন্যতম ব্যবসাকে আগের অবস্থানে ধরে রাখে। যে সকল সন্তানরা সেটা ধরে রাখতে পারে না, তাদেরকে বলা হয় অযোগ্য সন্তান। আর সন্তানের চোখের সামনে পিতার রেখে যাওয়া ব্যবসা অন্যরা জবর দখল করে নিচ্ছে, এ অবস্থায় সন্তান যদি থাকে নির্বিকার, এবং সে শুধু ঐ সম্পত্তির প্রশংসা করে বেড়ায়, তাহলে সবাই তাকে বলবে অবুঝ অথবা পাগল ।

ঠিক তেমনি রাসুল (সাঃ) এর ওফাতের সময় উনি যেভাবে দ্বীনকে রেখে গেছেন, নবীর উত্তাধিকারী হিসেবে আলেমগণের দায়িত্ব হল, দ্বীনকে সেই অবস্থা থেকে আরো উপরে নিয়ে যাওয়া তথা পুরো পৃথিবীতে দ্বীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা। আর সেটা না পারলে অন্তত আগের অবস্থায় ধরে রাখা। যে সকল আলেমদের এই ব্যাপারে কোন চিন্তা নেই তারা নবীদের উত্তরাধিকারী হিসেবে মোটেই যোগ্য নন।

১১. মন্দ আলেমদের বৈশিষ্ট্য :

১১.১. তারা অবৈধভাবে মানুষের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

نُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (سورة التوبة 9:34)

হে বিশ্বাসীগণ! অবশ্যই আলেম ও দরবেশদের অধিকাংশই ভুয়ো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষদের সম্পদ গ্রাস করে থাকে আর আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে। (সূরা তাওবাহ ৯:৩৪)

যেহেতু এই মুসলিম উম্মাতের মাঝে পূর্ববর্তী জাতিদের মতো কেউ কেউ থাকবে যারা নিজের মায়ের সাথে জ্বিনা করবে, তাই এই উম্মতের আলেম নামধারী অনেকে যে ইহুদী-খ্রিস্টান আলেমদের মতো অবৈধভাবে সাধারণ মুসলমানদের ধন-সম্পদ ভোগ করবে – সেটা খুবই স্বাভাবিক।

তাইতো আমরা দেখতে পাই, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবীগণ, তাবেয়ীনগণ কখনো মৃত্যুর পর তিন দিন, চল্লিশ দিন কিংবা প্রতিবছর মৃত্যু বার্ষিকীতে কোন বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান না করলেও একদল আলেম নামধারী ব্যক্তিবর্গ অন্যের ঘরে খাওয়া-দাওয়ার জন্য হিন্দু-সংস্কৃতির অনুসরণে এসব রসম-রেওয়াজ চালু রেখেছে।

১১.২. তারা জাগতিক স্বার্থের জন্য আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (سورة آل عمران 78-3:77)

নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, এরা আখিরাতের নি'মাতের কোন অংশই পাবে না এবং আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, বস্তুতঃ তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এদের মধ্যে একদল আছে যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে যাতে তোমরা তাকে কিতাবের অংশ বলে মনে কর, মূলতঃ তা কিতাবের অংশ নয় এবং তারা বলে, "এটা আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ", বস্তুতঃ তা আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ নয়, তারা জেনে শুনে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করে। (সূরা আলে-'ইমরান ৩:৭৭-৭৮)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (سورة يونس 10:60)

যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যোরোপ করে, কিয়ামাতের দিন (আল্লাহ তাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করবেন সে) সম্পর্কে তাদের কী ধারণা? আল্লাহ তো মানুষদের উপর বড়ই অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই আল্লাহ্‌র শোকর করে না। (সূরা ইউনুস ১০:৬০)

يقول الإمام أحمد: « سمعت سفيان بن عيينة يقول: ما ازداد الرجل علماً فازداد من الدنيا قربا إلا ازداد من الله بعداً ». –الآداب الشرعية

ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন, আমি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহকে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে অতঃপর দুনিয়াকে কাছে টেনে নেয়, সে শুধু আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়।" (আদাবুশ শরীয়াহ, ইবনে মুফলিহ)

অথচ যুগে যুগে আলেমরা দুনিয়াকে শুধু দূরে ঠেলে দিয়েছেন। কারুনের সম্পত্তি দেখে অনেকে আফসোস করলেও তৎকালীন আলেমরা বলেছিলেনঃ

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (سورة القصص 80-28:79)

কারূন শান-শওকাতের সাথে তার সম্প্রদায়ের সামনে হাজির হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করে তারা বলে উঠল– "হায়! কারূনকে যা দেয়া হয়েছে আমাদের জন্যও যদি তা হত! সত্যই সে মহাভাগ্যবান ব্যক্তি।" যাদেরকে ইলম দেয়া হয়েছিল তারা বলল– "ধিক তোমাদের প্রতি, আল্লাহ্‌র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠতর তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আর সত্যপথে অবিচল ধৈর্যশীল ছাড়া অন্য কেউ তা প্রাপ্ত হয় না।" (সূরা ক্বাসাস ২৮:৭৯-৮০)

এই দুনিয়ার মোহে অনেকে হারামকে অন্য নাম দিয়ে হালাল করে ফেলবে। তারা মদকে হালাল বলবে, বিভিন্ন নামে সুদকে হালাল করবে, বিভিন্ন নামে সুদ ভিত্তিক ব্যাংকের ভিতর ইসলামী জানালা (Islamic Window) নাম দিয়ে মানুষকে সুদ খেতে বলবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إن أول ما يكفأ يعني : الإسلام كما يكفأ للإناء يعني : الخمر فقيل : كيف يا رسول الله ! وقد بين الله فيها ما بين ؟ ! قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يسمونها بغير اسمها [سنن الدارمي –2100 قال حسين سليم أسد : إسناده حسن]قال الوادعي في الصحيح المسند 1574:–صحيح

"ইসলামে সর্বপ্রথম যে বিষয়টিকে পাত্রের মতো উল্টে দেয়া হবে, তা হলো মদ।" বলা হলো, "হে আল্লাহর রাসুল, তা কিভাবে হবে? অথচ আল্লাহ সে সম্পর্কে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন।" তিনি বললেন, "তারা নতুন নাম দিয়ে এটাকে হালাল করে নিবে।" (সুনান দারেমী ২১০০; হুসাইন সালিম আসাদের মতে হাসান)

এভাবে মন্দ আলেমরা বিভিন্ন স্বার্থে আল্লাহর দ্বীনকে বিক্রি করে দেয়। তারা তাদের বেতন বৃদ্ধি, পদ-মর্যাদা লাভ, মানুষের কাছে ভালো থাকা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ইসলামের হুকুম-আহকামের সাথে আপোষ করে। প্রয়োজন নিজেদের স্বার্থে তারা আল্লাহর কিতাবকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে, ভুল ব্যাখ্যা করে।

১১.৩. তারা জেনে শুনে সত্য গোপন করে থাকে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (سورة البقرة 2:159)

নিশ্চয়ই যারা আমাদের অবতীর্ণ কোন দলীল এবং হিদায়াতকে লোকেদের জন্য আমরা কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করার পরেও গোপন করে, আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেন আর অভিসম্পাতকারীরাও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে থাকে। (সূরা বাক্বারা ২:১৫৯)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেন,

أخبر الله أن من كتم الحق بعد ظهوره وبيانه عنده أنه ملعون بلعنة الله، ولعنة اللاعنين، وهم الملائكة

"আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, যারা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তা গোপন করে, তারা তাঁর কাছে আল্লাহ ও অভিসম্পাতকারীদের অভিসম্পাত, আর তারা (অন্যান্য অভিশম্পাতকারীগণ) হচ্ছেন ফেরেশতা।"

আল্লাহ আরো বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (سورة البقرة 175-2:174)

কিতাব হতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, যারা এটা গোপন করে এবং এর বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, এরা নিজেদের পেটে একমাত্র আগুন ভক্ষণ করে, ওদের সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন কথা বলবেন না এবং ওদেরকে পবিত্রও করবেন না; এবং ওদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এরা এমন লোক, যারা হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করেছে, তারা আগুন সহ্য করতে কতই না ধৈর্যশীল! (সূরা বাক্বারা ২: ১৭৪-১৭৫)

আল্লাহ আরো বলেন :

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (سورة المائدة 5:15)

হে কিতাবধারীগণ! তোমাদের কাছে আমার রসূল এসে গেছে, সে তোমাদেরকে অনেক বিষয় বর্ণনা করে কিতাব থেকে যা তোমরা গোপন করতে আর অনেক বিষয় উপেক্ষা করে। তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। (সূরা মায়িদাহ ৫:১৫)

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : لولا آية في كتاب الله لما حدثتكم ثم قرأ : { و إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس و لا تكتمونه }[شعب الإيمان – البيهقي .-1769 مسند الإمام أحمد بن حنبل-7705 شعيب الأرنؤوط :إسناده صحيح على شرط الشيخين]

"যদি কুরআনে এই আয়াত না থাকতো, তবে আমি তোমাদেরকে কোন হাদিস শুনাতাম না।" তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেনঃ "(স্মরণ কর) আল্লাহ আহলে কিতাবদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন– তোমরা অবশ্যই তা (অর্থাৎ কিতাব) মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে আর তা গোপন করবে না" (৩:১৮৭) (শুয়াবুল ঈমান - ১৭৬৯, মুসনাদে আহমাদ ৭৭০৫, শুয়াইব আল আরনাউত বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

وعن أَبي هريرة – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». أخرجه: أبو داود (3658)، وابن ماجه (261)، والترمذي (2649).

"যে ব্যক্তি ইলমের কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হয়েও তা গোপন করে, তাকে কিয়ামতের দিন আগুনে সেকনী দিয়ে শেক দেওয়া হবে।" (সুনান আবু দাউদ- ৩৬৬০, মুসনাদে আহমাদ ৮৫৩৩, শুয়াবুল ঈমান - ১৬১২, সুনান তিরিমিযী - ২৬৪৯, ইমাম তিরমিযীর মতে 'হাসান', ইমাম হাকিম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন)

আলেম নামধারী এসব লোক বুঝে শুনে সত্য গোপন করে। সমাজের লোকজন অসন্তুষ্ট হবে, মসজিদের মুসল্লীরা খেঁপে যাবে ভেবে তারা সুদ খাওয়া, সুদ দেওয়া, সুদ ভিত্তিক ব্যাংকে অনেক টাকায় চাকুরী করা, কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী মানবরচিত দলসমূহকে সাহায্য করা, সমর্থন করা, ভোট দেওয়া, তাদেরকে পছন্দ করা ইত্যাদি ব্যাপারে মানুষের সামনে কথা বলে না, বলতে চায় না। তারা সমাজে প্রচলিত শিরক্‌কে শিরক হিসেবে, কুফর্‌কে কুফর হিসেবে চিহ্নিত করে না, করতে চায় না।

তারা কি ঐ সমস্ত ব্যাপারের ক্ষেত্রে ইলম গোপন করার অপরাধে অপরাধী হবে না, যে সব ব্যাপার জানা না জানার উপর একজন মুসলমানের ঈমান থাকা না থাকা নির্ভর করে, শিরক করে আজীবন জাহান্নামে থাকার সম্ভাবনা থাকে?

১১.৪. তারা নিজ সুবিধার্তে জাল হাদিস কিংবা শর্তহীনভাবে দুর্বল হাদিস ব্যবহার করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (سورة الحجرات 49:6)

হে মু'মিনগণ! কোন পাপাচারী যদি তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে, তাহলে তার সত্যতা যাচাই করে নাও। (সূরা হুজুরাত ৪৯:৬)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إن كذبا على ليس ككذب على أحد فمن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار[أخرجه أحمد (245/4 ، رقم 18165) ، والبخارى (434/1 ، رقم 1229) ، ومسلم (10/1 ، رقم 4)]

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে ঠিক করে নেয়।" (সহীহ বুখারী-১২২৯, সহীহ মুসলিম ৪, মুসনাদে আহমাদ - ১৮১৬৫)

তিনি আরো বলেছেন :

وعن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين "

"যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে এমন হাদিস বর্ণনা করলো, আর ধারণা করলো যে, তা মিথ্যা, তাহলে সে মিথ্যাবাদীদের একজন।" (সহীহ মুসলিম এর ভূমিকা, মুসনাদে আহমাদ ১৮২০৯, সুনান তিরমিযী ২৬৬২, ইমাম তিরমিযীর মতে হাসান-সহীহ, সুনান ইবনে মাজাহ ৪১, তাবরানী - ১০২১)

তিনি আরো বলেছেন :

اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار[أخرجه أحمد (323/1 ، رقم 2976) ، والترمذى (199/5 ، رقم 2951) ، وقال : حسن وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (228/4 ، رقم 2338)]قال ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكاة المصابيح– 1/158حسن كما قال في المقدمة

"আমার পক্ষ থেকে হাদিস বর্ণনার ব্যাপারে সাবধান থাকবে, যে পর্যন্ত না তোমরা তা আমার বলে জানবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে জেনে-শুনে মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।" (সুনান তিরমিযী-২৯৫১, ইমাম তিরমিযীর মতে হাসান, মুসনাদে আহমাদ ২৯৭৬, মুসনাদে আবু ইয়ালা - ২৩৩৮)

সুতরাং যে হাদিস বর্ণনা করা হবে, তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন : নিশ্চিত না হয়ে একজন আলেম তা বর্ণনা করবেন না। শুধুমাত্র সতর্কতার কারণে প্রথম চার খলিফা (রা.) অধিক হাদিস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতেন। তাহলে কি একজন আলেমের হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতার প্রয়োজন নেই?

অনেকে মনে করেন, আমলের ফজিলতের ব্যাপারে দুর্বল (জয়ীফ) হাদিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইজমা রয়েছে। ব্যাপারটি এ রকম নয়। ইমাম মুসলিম (র.), ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.), কাজী আবু বকর ইবনে আরাবী (র.), আবু সামা (র.) প্রমুখ অনেকে আমলের ফজীলতের ব্যাপারেও দুর্বল হাদিস ব্যবহার করার বিরোধিতা করেছেন। এছাড়া ইবনে হাজম আন্দালুসী (র.)ও মনে করেন, কোন ক্ষেত্রেই দুর্বল (জয়ীফ) হাদিস ব্যবহার করা যাবে না। বিশেষতঃ এ ব্যাপারে ইমাম মুসলিম (র.) সহীহ মুসলমানের ভূমিকায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

এছাড়াও যে সকল আলেমগণ দুর্বল হাদিস ব্যবহারের অনুমতি দেন, তাঁরাও কিছু শর্ত সাপেক্ষে তা ব্যবহারের অনুমতি দেন। সহীহ বুখারীর বিখ্যাত শরাহ 'ফাতহুল বারী' প্রণেতা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত উল্লেখ করেছেন :

ক. বর্ণিত দুর্বল হাদিসটি যাতে অতিরিক্ত দুর্বল না হয়। এটা যেন এমন রাবীর বর্ণিত হাদিস না হয়, যিনি প্রচুর ভুল করেন কিংবা বড় ভুল করেছেন। কোনভাবেই এটা এমন রাবীর বর্ণিত হতে পারবে না যিনি কখনো হাদিস জাল করেছেন।

খ. এই দুর্বল হাদিসটি এমন একটি ব্যাপারে ফজিলত বর্ণনা করবে, যা শরীয়াতে ইতিমধ্যে সুস্পষ্ট / সহীহ দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। দুর্বল হাদিস কোনভাবেই নতুন কোন আমলের সূচনা করতে পারবে না।

গ. দুর্বল হাদিস ব্যবহারের সময় এর দুর্বলতা মনে রাখতে হবে। এমনও হতে পারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাটি বলেননি। এর বর্ণিত ফজিলত নিশ্চয়তা সহকারে বর্ণনা করা যাবে না।

উপরোক্ত তিনটি শর্ত হাফিজ সাখাওয়ী (র.) 'কাওলুল বা'দী ফি সালাত আলা হাবিব শাফি' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, শেষের দুইটি শর্ত ইবনে আব্দুস সালাম ও ইবনে দাকীকুল ঈদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর প্রথম শর্তটির ব্যাপারে আবু সাঈদ আলাই ইজমার উল্লেখ করেছেন।'

তাই যারা 'ফাজায়েলে আমল' বা আমালের ফজিলত বর্ণনা করার সময় দুর্বল (জয়ীফ) হাদিস বর্ণনা করতে চান, তাদেরকে সহীহ ও দুর্বল হাদিস ভালোভাবে চিনতে হবে। **তাছাড়া তাদেরকে দুর্বল বনাম অত্যন্ত দুর্বল (জয়ীফ জিদ্দান) এবং দুর্বল বনাম জাল হাদিসের পার্থক্যও বিস্তারিত জানতে হবে ও বুঝতে হবে।** তা না হলে অন্যকে ভালো কাজের উৎসাহ দিতে গিয়ে তিনি নিজের জন্য শুধু জাহান্নামের প্লট (জায়গা) বরাদ্দ নেয়া হবে।

১১.৫ তারা না জেনে, ইলম ছাড়া কথা বলবে, মনগড়া তাফসীর করবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منهاوما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون

আপনি বলে দিনঃ আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন, সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না। (সূরা আরাফ ৭ : ৩৩)

এই আয়াতের আলোচনায় ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) বলেনঃ

قال ابن القيم رحمه الله: فرتب المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريماً منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه – إعلام الموقعين

"এখানে আল্লাহ চারটি হারাম কাজের তালিকা দিয়েছেন এবং শুরু করেছেন সবচেয়ে সহজটি দিয়ে। সেটা হলোঃ ফাহেশা। দ্বিতীয়টি এর চেয়ে জঘন্য হারাম, সেটা হলোঃ গুনাহ ও জুলুম। এরপর তৃতীয়টি যা আগের দুইটির চেয়েও জঘন্য হারাম, সেটা হলো আল্লাহর সাথে শিরক। এরপর চতুর্থটি যা আগের সবগুলির চেয়ে জঘন্য হারাম, সেটা হলোঃ আল্লাহর ব্যাপারে না জেনে কথা বলা। এটা হলো আল্লাহর নাম ও গুনাবলীর ব্যাপারে, তাঁর কার্যাবলীর ব্যাপারে, তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে, তাঁর শরীয়াতের ব্যাপারে ধারনা-অনুমানের মাধ্যমে ইলম ছাড়া কথা বলা।" (ই'লামুল মুওয়াক্বিয়িন)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

...ا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (سورة آل عمران 3:75)

তারা বলে, "নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই", বস্তুতঃ তারা জেনে শুনে আল্লাহ্‌র সম্পর্কে মিথ্যে বলে। (সূরা আলে-'ইমরান ৩:৭৫)

তিনি আরো বলেন :

...نَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (10:69-70)

বল, "যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে রচনা করে, তারা কক্ষনো কল্যাণ পাবে না। দুনিয়াতে আছে তাদের জন্য সামান্য ভোগ্যবস্তু, অতঃপর আমার কাছেই হবে তাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তাদের কুফরীর কারণে তাদেরকে আমি কঠিন 'আযাব আস্বাদন করাব। (সূরা ইউনুস ১০ : ৬৯-৭০)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار " . وفي رواية : " من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار " رواه الترمذي قال ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكاة المصابيح– 1/158:حسن كما قال في المقدمة قال ابن الصلاح في فتاوى ابن الصلاح 26:–حسن

“যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজের আপন মত খাটিয়ে কোন কথা বলেছে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।” অপর বর্ণনায় আছে, “যে ব্যক্তি কুরআনের নিশ্চিত ইলম ব্যতীত (মনগড়া) কোন কথা বলেছে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।” (সুনান তিরমিযী - ২৯৫০, মুসনাদে আহমাদ - ২০৫৯, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা - ৩০১০১, সুনানুল কুবরা - ৮০৮৫)

তিনি আরো বলেছেন :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ " هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي سُهَيْلِ بْنِ أَبِي حَزْمٍ " رواه قال ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكاة المصابيح– 1/158:حسن كما قال في المقدمة قال السيوطي في الجامع الصغير 8900:–حسن

“যে ব্যক্তি কুরআনের (ব্যাখ্যায়) নিজের (মনগড়া) মতে কোন কথা বলেছে, আর (ঘটনাক্রমে) তাতে যে সত্যেও উপনীত হয়েছে, তবুও সে ভুল করেছে। কারণ সে ভুল পন্থা অবলম্বন করেছে।” (সুনান তিরমিযী - ২৯৫২, ইবনে হাজার 'হাসান' বলেছেন, ইমাম সূয়ূতী - হাসান বলেছেন, মুজামুল কাবির - ১৬৭২, শুয়াবুল ঈমান - ২২৭৭)

তিনি আরো বলেছেন,

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال : " إنما هلك من كان قبلكم بهذا : ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه " [أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (417/2 ، رقم 2258) ، وأحمد (185/2 ، رقم 6741)]

“...তারা (ইহুদী-খ্রিস্টানরা) আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অপর অংশ দ্বারা বাতিল করার চেষ্টা করেছিল, অথচ কিতাবুল্লাহ নাযিল হয়েছে এক অংশ অপর অংশের সমর্থক হিসেবে। সুতরাং তোমরা এর একাংশ দ্বারা অপর অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে না; বরং তোমরা যা জানো শুধু তাই বলবে, তোমরা যা জানো না, সে বিষয়ে জানা লোকের কাছে সমর্পণ করবে।” (মুসনাদে আহমাদ-৬৭৪১, শুয়াবুল ঈমান ২২৫৮, শুয়াইব আরনাউতের মতে সহীহ, দেখুনঃ তাহকীক মুসনাদে আহমাদ - ৬৭৪২)

সুতরাং, একজন ভালো আলেমরা কখনো সঠিকভাবে না জেনে, নিশ্চিত না হয়ে কোন কথা বলবেন না, তাঁর জানা না থাকলে তিনি অনুমানের ভিত্তিতে কোন কথা বলবেন না। যেমনঃ আল্লাহ বলেনঃ

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (سورة الأحزاب 33:56)

আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাঁর মালায়িকাহ নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং যথাযথ শ্রদ্ধাভরে সালাম জানাও। (সূরা আহ্যাব ৩৩ : ৫৬)

কিন্তু নবীর উপর কিভাবে সালাত ও সালাম প্রেরণ করতে হবে, তা তিনি নিজে জানিয়ে দিয়েছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) এ ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন, যার নাম হলোঃ

باب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم

অর্থাৎ “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাত ও সালাম।”

এই সালাম প্রেরণের পদ্ধতির ব্যাপারে বলা হয়েছেঃ

عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليك ؟ قال (قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم)

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, "আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, এই তো হলো সালাম যা আমরা তাশাহুদের মাধ্যমে শিখেছি। কিন্তু আপনার প্রতি নামাজ কিভাবে আদায় করবো?" তিনি বললেন, "তোমরা বলবে, আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ ..." (সহীহ বুখারী ৪৫২০, ৫৯৯৬, ৫৯৯৭, সহীহ মুসলিম ৪০৫, সুনান আবু দাউদ ৯৮০, সুনান তিরমিযী ৩২২০, সুনান নাসায়ী - ১২৮৫)

সুতরাং মনগড়া ভাবে মিলাদ শরীফ আবিষ্কার করে সালাম প্রদান করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সম্পর্কে মিথ্যা বলা হবে।

১১.৬. তারা শাসক, রাজা-বাদশাদের সুবিধা মতো ফতোয়া দেয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

...ب َ النَّاس ُ أَنْ يُ تْ رَكُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

(سورة العنكبوت 29:1-3)

আলিফ-লাম-মীম। লোকেরা কি মনে করে যে 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়া হবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? তাদের পূর্বে যারা ছিল আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম; অতঃপর আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যেবাদী। (সূরা 'আনকাবূত ২৯:১-৩)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন :

...اب تَرَكَ الْعَالِمُ ... وَالسُّنَّةِ وَاتَّبَعَ حُكْمَ الْحَاكِمِ الْمُخَالِفِ لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَانَ مُرْتَدًّا كَافِرًا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (مجموع الفتاوى– 35/373)

"যখন কোন আলেম তার কিতাব ও সুন্নাতের ইলমকে পরিত্যাগ করে এবং শাসকদের কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী আইন-বিধান অনুসরণ করে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যায়। এই দুনিয়া ও আখিরাতে–দুই জগতেই তার জন্য রয়েছে শাস্তি।"

...و ... وَلَوْ ضُرِبَ وَحُبِسَ وَأُوذِيَ ... لِيَدَعَ مَا عَلِمَهُ مِنْ شَرْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِي يَجِبُ اتِّبَاعُهُ وَاتَّبَعَ حُكْمَ غَيْرِهِ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِعَذَابِ اللَّهِ بَلْ ... فِي ذَلِكَ ... فَهَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَأَتْبَاعِهِمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} (مجموع الفتاوى 35/373)

"এবং এমনকি একজন আলেমকে যদি বন্দী করা হয়, জেলে পাঠানো হয় এবং আল্লাহর কিতাবের শিক্ষা পরিত্যাগ করার জন্য অত্যাচার করা হয়; তবুও তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করে ধৈর্য ধারণ করবেন। যদি তিনি এসব কিছু পরিত্যাগ করেন এবং শাসকদের অনুসরণ করেন তবে তাঁকে আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। যদি তিনি আল্লাহর পথে থাকার জন্য ক্ষতিগ্রস্থও হল, তবুও তিনি ধৈর্য ধারণ করবেন। এটাই সুন্নাহ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের কাছ থেকে আল্লাহ এটাই চেয়েছিলেন এবং তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।" (মাজমুউল ফতোয়া খণ্ড : ৩৫, পৃ. ৩৭৩)

কিন্তু মন্দ আলেমরা যুগে যুগে তাদের ইলমকে রাজা-বাদশাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে আর তার বদলে দুনিয়ার কিছু সম্পদ লাভ করেছে। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের শিক্ষার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে কখনো দ্বিধা বোধ করে নি।

১১.৭. তারা অনেক ভালো বক্তাও হতে পারে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

...ـامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ

তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের শারীরিক গঠন তোমাকে চমৎকৃত করে। আর যখন তারা কথা বলে তখন তুমি তাদের কথা আগ্রহ ভরে শুন, অথচ তারা দেয়ালে ঠেস দেয়া কাঠের মত। (সূরা মুনাফিকূন ৬৩:৪)

মুনাফিকদেরও কথা বলার এমন ভংগী ছিলো যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মনযোগ দিয়ে শুনতেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان .[أخرجه أحمد (22/1 ، رقم 143) وابن أبى الدنيا فى ذم الغيبة (ص 91 ، رقم 8) وفى الصمت (ص 109 ، رقم 148) ، وابن عدى (104/3 ترجمة 640 ديلم بن غزوان أبو غالب) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (284/2 ، رقم 1777) ، والضياء (343/1 ، رقم 235]قال أحمد شاكر في مسند أحمد 1/86:-إسناده صحيح قال الوادعي في الصحيح المسند 997:-حسن

"আমি আমার উম্মতের জন্য প্রত্যেক বাক-চাতুর্য্য সম্পন্ন মুনাফিকের ভয়ে ভীত।" (মুসনাদে আহমাদ ১৪৩, শুয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী ১৭৭৭)

সুতরাং আলেম নামধারী লোকজনের অনেক সময় বাক-চাতুর্য্য অনেক বেশী থাকতে পারে, তার মানে এই নয় যে সে নবী-রাসুলদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

১১.৮. তারা সকল ইসলামী কাজের মধ্যে অর্থনৈতিক ফায়দা খুঁজে।

হজরত সালিহ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন :

م ْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورة الشعراء 26:145)

"আর এজন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো আছে একমাত্র বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট।" (সূরা শু'আরা ২৬:১৪৫)

হজরত হূদ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন :

م ْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورة الشعراء 26:127)

"আর এ জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান আছে কেবল বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট।" (সূরা আশ্-শু'আরা ২৬:১২৭)

হজরত লূত আলাইহিস সালাম বলেছিলেন :

م ْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورة الشعراء 26:164)

"আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান একমাত্র জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে।" (সূরা আশ্-শু'আরা ২৬:১৬৪)

হজরত শু'আইব আলাইহিস সালাম বলেছিলেন :

م ْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورة الشعراء 26:180)

"এ জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো রয়েছে একমাত্র জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট।" (সূরা আশ্-শু'আরা ২৬:১৮০)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

ا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً (سورة الفرقان 25:56-57)

আমি তোমাকে (হে মুহাম্মাদ) পাঠিয়েছি কেবল সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে। বলঃ "এজন্য আমি তোমাদের কাছে এছাড়া কোন প্রতিদান চাই না যে, যার ইচ্ছে সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক।" (সূরা ফুরক্বান ২৫ : ৫৬-৫৭)

উমর (রাঃ) বলেন,

إذا رأيتم العالم محباً للدنيا فاتهموه على دينكم فإن كل محب يخوض فيما أحب – إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي

"যখন আলেমকে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা রাখতে দেখবে, তখন তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে তাকে নির্ভর করবে না, কারণ প্রত্যেকেই সেই ব্যাপারে ভেঙে পড়তে পারে, যা সে ভালোবাসে।" (ইহইয়া উলুমুদ্দিন)

عن ابن المبارك ، قال : سمعت سفيان الثوري ، يقول : العالم طبيب هذه الأمة ، والمال الداء ، فإذا كان الطبيب يجتر الداء إلى نفسه كيف يعالج غيره [المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي-452]

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক (রঃ) বলেন, আমি সুফিয়ান সাওরী (রঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ "আলেমরা হচ্ছেন এই উম্মাতের ডাক্তার। আর সম্পদ হচ্ছে রোগ। তাই যখন দেখা যাবে ডাক্তার নিজেই রোগের দিকে দৌড়াচ্ছে, তখন সে কিভাবে অন্যের চিকিৎসা করবে?" (মাদখাল ইলাল সুনানুল কুবরা-৪৫২)

عبد الله بن المبارك ، عن مالك بن دينار ، قال : سألت الحسن ما عقوبة العالم ؟ ، قال : موت القلب ، قلت : وما موت القلب ؟ ، قال : طلب الدنيا بعمل الآخرة[المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي-396 شعب الإيمان , البيهقي-1837]

মালিক বিন দীনার (রঃ) বলেন, "ইমাম হাসান বসরী (রঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, কিসে ইলমকে উঠিয়ে নিবে?" তিনি বললেন, "অন্তরের মৃত্যু।" বললামঃ "অন্তরের মৃত্যু কি?" তিনি বললেন, "আখিরাতের আমল দিয়ে দুনিয়াকে অণ্বেষণ করা।" (মাদখাল ইলাল সুনানুল কুবরা-৩৯৬, শুয়াবুল ঈমান-১৮৩৭)

একজন নিকৃষ্ট আলেম তার সকল কাজে টাকা আয় করার পথ খুঁজবে। অথচ নবীগণ বার বার বলেছেন, তাঁরা মানুষের কাছে কোন প্রতিদান চান না। হ্যাঁ, একজন আলেমকে কোন উপহার দিলে হয়তো তিনি পরিস্থিতি সাপেক্ষে তা গ্রহণ করবেন। কিন্তু শিরকে লিপ্ত, কুফরীতে লিপ্ত, ইসলামের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত, জানাশুনা সুদখোর, ঘুষখোর, কবিরা গুনাহে লিপ্ত লোকজনের দেয়া উপহার একজন আলেম সর্বোতভাবে পরিহার করবেন।

অথচ মন্দ আলেমরা কখনোই বিনিময় ব্যতীত কোন কাজ করবে না। ইসলামের জন্য নিজের পকেট থেকে কখনো কোন টাকা ব্যয় করবে না।

১১.৯ তারা কুরআনের অস্পষ্ট বা মুতাশাবিহা আয়াতকে ব্যবহার করে, স্বার্থ সিদ্ধি করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (سورة آل عمران 3:7)

তিনিই তোমার উপর এমন কিতাব নাযিল করেছেন, যার কতিপয় আয়াত মৌলিক-সুস্পষ্ট অর্থবোধক, এগুলো হল কিতাবের মূল আর অন্যগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়; কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে উক্ত আয়াতগুলোর অনুসরণ করে যেগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। মূলতঃ এর মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না। যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে যে, আমরা তার উপর ঈমান এনেছি, এ সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে, মূলতঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিরা ছাড়া কেউই নসীহত গ্রহণ করে না। (সূরা আলে-'ইমরান ৩:৭)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن هذه الآية { هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات } إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح (أحمد ، والبخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، وابن ماجه عن عائشة)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "তিনিই তোমার উপর এমন কিতাব নাযিল করেছেন, যার কতিপয় আয়াত মৌলিক-সুস্পষ্ট অর্থবোধক ..." এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, "যখন তোমরা ঐসব লোকদেরকে দেখবে যারা কুরআনের অস্পষ্ট (মুতাশাবিহা) আয়াতকে খুঁজে বেড়ায়, তাহলে বুঝবে আল্লাহ তাদের কথাই এই আয়াতে আলোচনা করেছেন। তখন তোমরা এদের থেকে সতর্ক থাকবে।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, সুনান আবু দাউদ, সুনান ইবনে মাজাহ, সুনান তিরমিযী)

উদাহরণ স্বরুপঃ কিছু লোক মুতাশাবিহাত আয়াতের দ্বারা রাসুলকে (সাঃ) নূরের তৈরী কিংবা উনি গায়েব জানতেন ইত্যাদি দাবী করছে অথচ এসব ব্যাপারে কুরআনুল কারীমের মুহকাম আয়াতগুলি দেখলে সকল ভুল ধারনা দূর হয়ে যায়।

১২. সাধারণ মুসলমানদের করণীয় :

১২.১. আমরা আলেমদেরকে রবের আসনে বসাবো না।

কোন আলেম পরোক্ষভাবে ইসলামী শরীয়াত পরিপন্থী রাজনৈতিক কিংবা রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক ব্যবস্থাকে বৈধতা দিলে, সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির পক্ষে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাফাই গাইলে, জ্বিনা-ব্যভিচারকে পরোক্ষভাবে সত্যায়ণ করলে, সমাজে প্রচলিত হারাম কাজসমূহকে ভালো বললে, আমরা যদি তাদের অনুসরণ করে হারাম-কুফর সমূহকে অনুমোদিত মনে করি, সেগুলিকে "ঠিক আছে, কোন অসুবিধা নাই" মনে করি, তবে তাদেরকে আমরা রবের আসনে বসালাম।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (سورة التوبة 9: 31)

আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তারা তাদের 'আলেম আর দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে; আর মারইয়াম-পুত্র মাসীহ্কেও। অথচ তাদেরকে এক ইলাহ ব্যতীত (অন্যের) 'ইবাদত করার আদেশ দেয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, প্রশংসা আর মহিমা তাঁরই, (বহু ঊর্ধ্বে তিনি) তারা যাদেরকে (তাঁর) অংশীদার গণ্য করে তা থেকে। (সূরা তাওবাহ ৯:৩১)

عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه قال أبو عيسى هذا حديث غريب (سنن الترمذي 3095)

আদি ইবনে হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করলে তিনি বলেছিলেন, "তারা তো তাদের ('আলেম আর দরবেশদের) ইবাদাত করতো না।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, "হ্যাঁ, তারা করতো। তারা হালালকে হারাম করেছে আর হারামকে হালাল করেছে, আর তারা তা মেনে নিয়ে তাদের আনুগত্য করেছে। এভাবেই তারা তাদের ইবাদাত করেছে।" (মুসনাদে আহমাদ, সুনান তিরমিযী, তাফসীর তাবারী)

বনী-ইসরাঈল জাতি তাদের প্রতি প্রদত্ত তাওরাত বিকৃত হয়ে যাওয়ার পর, অজ্ঞতার কারণে তাদের আলেমদেরকে রবের আসনে বসিয়ে মাফ পায়নি। তাই কুরআন-সুন্নাহ অবিকৃত থাকার পরও আলেমদেরকে রবের আসনে বসালে আমরা ক্ষমা পেয়ে যাবো মনে করাটা মূর্খতা।

وروي عن تميم الداري ، أنه قال : اتقوا زلة العالم فسأله عمر مع ابن عباس فقال له : ما زلة العالم ؟ فقال : « العالم يزل بالناس فيؤخذ به فعسى أن يتوب والناس يأخذون به [المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي-689 . الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي-389]

প্রখ্যাত সাহাবী তামিম আদ দারী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ "আলেমদের ভুল হতে বেঁচে থাকো"।

এই ব্যাপারে উমর (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রঃ) কে প্রশ্ন করলেন "আলেমদের ভুল কি?" তিনি বললেন, "আলেম মানুষের সামনে ভুল করলে, মানুষ সেটা অনুসরণ করতে থাকে, পরবর্তীতে তিনি (আলেম) ভুল বুঝতে পেরে তাওবা করে ভুল থেকে ফিরে আসেন আর মানুষ সে ভুল আঁকড়ে থাকে।" (সুনান বাইহাকী -৬৮৯)

১২.২. কোন আলেমের কাছে দ্বীন শিখবো–তা নির্বাচনে সতর্ক থাকবো।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (سورة الملك 67:10)

তারা আরো বলবে, 'আমরা যদি শুনতাম অথবা বুঝতাম তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দাদের মধ্যে শামিল হতাম না। (সূরা মুল্ক ৬৭ : ১০)

সুতরাং সতর্ক হওয়ার, বিচার-বিবেচনা করার সময় এখনই। পরে আফসোস করে আমাদের কোন লাভ হবে না।

ইমাম মালিক (র.) বলেন : "চার শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে ইলম অর্জন করা উচিত না। একজন বোকা ব্যক্তি যে প্রকাশ্যেই বোকামীর কাজ করে যদিও সে সবচেয়ে ভাল বক্তা বলে পরিচিত; একজন বিদয়াতের অনুসারী যে নিজ ইচ্ছায় (নফস) দ্বারা পরিচালিত হয়; একজন মিথ্যাবাদী যদিও সে হাদীস বর্ণনায় সত্যবাদী এবং এমন ধার্মিক ব্যক্তি যে মুখে যা বলে তা নিজে পুরোপুরি অনুসরণ করে না।"

وعن ابن سيرين قال : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم . رواه مسلم

ইবনে সিরিন (রঃ) বলতেন : "(ইসনাদের) এই ইলম হচ্ছে দ্বীন শিখার উপায়। তাই সতর্ক থাকো - কার কাছ থেকে তুমি দ্বীন নিচ্ছো।" (সহীহ মুসলিম এর ভূমিকা)

ইমাম মালিক (র.) বলেন : "সত্তরজনেরও বেশী মানুষের (তাবেয়ীন) সাথে আমার দেখা হয়েছে যারা মসজিদটির (মসজিদে নববী) স্তম্ভের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতেন (মানুষকে শিক্ষা দিতেন) : 'অমুক বলেছেন, আল্লাহর রাসুল সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন।' এই বলে তিনি মসজিদে নববীর দিকে ইশারা করেন। কিন্তু আমি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু (হাদিস) সংগ্রহ করিনি। যদিও তাদের যে কোন একজনের কাছে ধন-সম্পদ দিলে তাকে বিশ্বাসযোগ্য পাওয়া যেতো। কারণ তারা এ ব্যাপারে (হাদিসের ব্যাপারে) অভিজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু যখন ইবনে সিহাব (র.) আসেন, মানুষ তাঁর দরজায় জড়ো হয় (হাদিস শোনার জন্য)।" (ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক, ২/৯৮)

যদি তাবে-তাবেয়ীনদের যুগে হাদিস সংগ্রহ তথা দ্বীন শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ সতর্কতার প্রয়োজন হয়, তবে আমাদের যুগে কি রকম সতর্কতা প্রয়োজন?

যদি সে যুগেই হাদিস বিশেষজ্ঞদের কাছে শুধুমাত্র হাদিস শুনতে হতো, তবে এ যুগে আক্বীদা, তাওহীদ, হাদিস, তাফসীর ইত্যাদি কি যে কোন কারো কাছে শুনলেই হবে?

কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত ভালো ও মন্দ আলেম তথা নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামদের 'প্রকৃত উত্তরাধিকারী' এবং 'উত্তরাধিকার দাবীকারী ভণ্ড অনুপ্রবেশকারী'দের বৈশিষ্ট্যের আলোকে খুবই সতর্কতার সাথে "কোন আলেম এর কাছে দ্বীন শিখবো" তা আমাদেরকে নির্বাচন করতে হবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

ولعن الله من آوى محدثا[أخرجه مسلم (1567/3 ، رقم 1978) ، والنسائى (232/7 ، رقم 4422) ، وأبو عوانة (75/5 ، رقم 7844) ، وابن حبان (570/14 ، رقم 6604) ، والبيهقى (99/6 ، رقم 11317)]

"যে ব্যক্তি কোন বিদয়াত আবিষ্কার করে অথবা নতুন উদ্ভাবিত কাজকে (বিদয়াতকে) আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন।" (সহীহ মুসলিম ১৯৭৮, সুনান নাসায়ী ৪৪২২, সহীহ ইবনে হিব্বান ৬৬০৪, সুনান বায়হাকী ১১৩১৭)

তাই বিভিন্ন প্রকার কুফরী মতবাদের সমর্থক কিংবা বিদয়াতে লিপ্ত কোন আলেমকে সম্মান করলে, রক্ষা করলে, আশ্রয়-প্রশ্রয় দিলে আমরা স্বয়ং আল্লাহর অভিশাপ প্রাপ্ত হবো। তাই বিদয়াতে লিপ্ত কোন আলেমের কাছে জ্ঞান অর্জন করা হবে নিরেট বোকামী।

يزيد بن هارون ، يقول : « إن العالم حجتك بينك وبين الله تعالى ، فانظر من تجعل حجتك بين يدي الله عز وجل[الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي -1130]

ইয়াজিদ বিন হারুন (রঃ) বলেন, "নিশ্চয় আলেম হচ্ছেন তোমার ও আল্লাহর মধ্যে প্রমাণ স্বরূপ, অতএব লক্ষ্য রাখো, কাকে তোমার ও আল্লাহর মাঝে প্রমাণ স্বরূপ রাখছো।" (ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ)

১২.৩. তাক্বলীদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবো না।

আমরা আলেমদের অনুসরণ করলেও তাক্বলীদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবো না। মুফতী তাকী উসমানী (দাঃ বাঃ) "মাজহাব কি ও কেন" গ্রন্থে তাকলীদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি সম্পর্কে বলেনঃ

"তাকলীদের ক্ষেত্রে সীমালংঘনের অর্থ :

১. ইমাম ও মুজতাহিদকে আইন প্রণয়ন ও আইন রহিতকরণের অধিকারী মনে করা কিংবা নবী রসুলের মত তাদেরকেও মাসুম ও ভুল-বিচ্যুতির উর্ধ্বে মনে করা।

২. কোন বিশুদ্ধ হাদিসকে শুধু এই যুক্তিতে অস্বীকার করা যে, ইমামের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ পাওয়া যায়নি। উদাহরণস্বরূপ, তাশাহুদের সময় শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার কথা অনেক সহীহ হাদিসেই বর্ণিত হয়েছে। অথচ অনেকে শুধু এই যুক্তিতে তা অস্বীকার করে থাকে যে, ইমাম আবু হানিফা এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ দেননি। বস্তুতঃ এ ধরনের অন্ধ তাকলীদেরই নিন্দা করা হয়েছে কোরআন–সুন্নাহর বিভিন্ন স্থানে।

৩. ইমামের মাযহাবকে নির্ভুল প্রমাণিত করার জন্য হাদিসের এমন হাস্যকর ব্যাখ্যা করা, যা কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকের পক্ষেই স্বীকার করা সম্ভব নয়।

৪. একজন বিজ্ঞ আলেম যখন ইমামের কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এই মর্মে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তা অমুক সহীহ হাদিসের পরিপন্থী এবং ইমামের উক্ত সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোন দলিল নেই। তখনও ইমামের সিদ্ধান্তকে আঁকড়ে ধরে রসুলের হাদিসকে উপেক্ষা করা নিঃসন্দেহে অন্ধ-তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত।

৫. এমন ধারণা পোষণ করাও অন্যায় যে, আমার ইমামের মাযহাবই অভ্রান্ত এবং অন্যান্য ইমামের মাযহাব অবশ্যই ভ্রান্ত।

৬. ইমাম ও মুজতাহিদগণের ইজতিহাদগত মতপার্থক্যকে অতিরঞ্জন করে পেশ করা মারাত্মক অপরাধ। কেননা তাঁদের অধিকাংশ মতপার্থক্যই হচ্ছে উত্তম ও অধিক উত্তম বিষয়ক। জায়েজ-নাজায়েজ বা হালাল-হারাম বিষয়ক নয়। যেমন ধরুন: রুকুর সময় হাত তোলা হবে কিনা। বুক বরাবর হাত বেঁধে দাঁড়ানো হবে না নাভি বরাবর। আমীন মৃদুস্বরে বলা হবে না উচ্চস্বরে ইত্যাদি ক্ষেত্রে উভয় অবস্থার বৈধতা সম্পর্কে কোন মুজতাহিদেরই দ্বিমত নেই। মতপার্থক্য শুধু এই নিয়ে যে, এ দুয়ের মধ্যে উত্তম কোনটি? সুতরাং ইমামগণের এই সাধারণ মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে বাড়াবাড়ি করা এবং উম্মাতের মাঝে অনৈক্য ও অসম্প্রীতির বীজ বপন করা কোনক্রমেই অনুমোদনযোগ্য নয়।

৭. ইমাম ও মুজতাহিদগণের মাঝে যে সকল বিষয়ে হারাম-হালাল বা জায়েজ-না জায়েজের পর্যায়ে মতপার্থক্য রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রেও মতের অনৈক্যকে মনের অনৈক্যে রূপান্তরিত করা এবং সংঘাত-সংঘর্ষ বা রেশারেশিতে লিপ্ত হওয়া কোন ইমামের মতেই বৈধ নয়। বস্তুতঃ ইমামগণের সকল মতপার্থক্যই ছিল একাডেমিক বা তাত্ত্বিক পর্যায়ের, ব্যক্তি পর্যায়ের নয়। প্রত্যেক ইমাম অপর জনের ইলম ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে কেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাদের মাঝে কি অপূর্ব সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল আজ তা ভাবতেও অবাক লাগে। আমাদেরও পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁদের সে আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে অনুসরণ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে আল্লামা শাতেবী বড় মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।"

১২.৪. নিজের অজান্তেই যাতে আমাদের সকল আ'মল নষ্ট না হয় – সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবো।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (سورة الكهف 104-18:103)

বল, "আমি তোমাদেরকে কি সংবাদ দেব নিজেদের 'আমালের ক্ষেত্রে কারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত?' তারা সে সব লোক দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে আর তারা নিজেরা মনে করছে যে, তারা সঠিক কাজই করছে।" (সূরা কাহ্ফ ১৮:১০৩–১০৪)

সুতরাং, আমরা শিরক, কুফর, নিফাকে লিপ্ত হয়ে তাওহীদ বিবর্জিত জীবনযাপন করে, তাগুত তথা মিথ্যা ইলাহদের ইবাদত-আনুগত্য-অনুসরণ করে, অন্যান্য সকল 'আমলকে নষ্ট করে দিবো না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (سورة المائدة 5:72)

যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশীস্থাপন করে তার জন্য আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আর তার আবাস হল জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদাহ ৫:৭২)

এখন কোন কোন কাজ বড় শিরক? কোন কোন কাজ বড় কুফরী? কোন কোন কাজ বড় নিফাক? তাগুত বা মিথ্যা ইলাহ কি কি? এসব না জেনে কিভাবে আমরা নিরাপদ থাকতে পারবো? এছাড়াও আমাদেরকে যা আপাতত দৃষ্টিতে সন্দেহজনক, বিভিন্ন আলেমদের মতভেদ রয়েছে সে কাজটি শিরক-কুফর-বিদয়াত কি না, সে সব ব্যাপারও পরিত্যাগ করতে হবে, যতক্ষণ না আমরা নিশ্চিত হই, কাজটি শিরক-বিদয়াত নয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ، حَذَرًا مِمَّا بِهِ بَأْسٌ » [أخرجه: ابن ماجه (4215)، والترمذي (2451) وقال: «حديث حسن غريب»،]قال أحمد شاكر في عمدة التفسير 1/77:أشار في المقدمة إلى صحته قال المنذري في الترغيب والترهيب 3/24:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما

"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকী হতে পারবে না যতক্ষণ না নিজেকে রক্ষা করার জন্য এমন কাজ পরিহার করবে যাতে কোন সমস্যা নেই।" (সুনান তিরমিযী ২৫৪১, ইমাম তিরমিযীর মতে হাসান-গরীব, সুনান ইবনে মাজাহ ৪২১৫)

কোন বাসে বিপদজনক ভাবে একটি চাকা লাগানো আছে, যে কোন সময় তা খুলে যেতে পারে - এরকম সন্দেহ নিয়ে কি আমরা ঐ বাসে ভ্রমণে বের হবো? তা যদি না করি, তবে কোন কাজ শিরক-কুফর-বিদয়াত কি না, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকলে আমরা কোন যুক্তিতে সে কাজে জড়িত হবো? ইসলামে তো সহীহ আমলের কোন ঘাটতি নেই। কেউ তো দাবী করতে পারবে না যে, সহীহভাবে প্রমাণিত সকল আমল করা তার শেষ হয়ে গেছে। তাহলে আমরা নিজেকে সন্দেহপূর্ণ আমলে জড়াবো কেন?

১২.৫. নিজেদেরকে যে কোন একজন আলেমের কাছে সঁপে দিব না, বরং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে একাধিক আলেমের মতামত জানার চেষ্টা করবো।

যে কোন আলেমই ভুলের উর্ধ্বে নয়। একজন আলেম কোন কোন ফতোয়ায় ভুল করতে পারেন।

মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) একদিন বলেন,

فقال معاذ بن جبل يوما وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق قالقلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع وتلق الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. (سنن أبي داود – 4613)

"আমি তোমাদেরকে হাকিমের (বিচারক ততকালীন আলেমরা বিচারক ছিলেন) পদস্থলন সম্পর্কে সতর্ক করছি। কারণ শয়তান ভুল কথা আলেমের মুখ দিয়েও বের করে দেয়। আর মুনাফিক ব্যক্তির মুখ দিয়েও সত্য কথা বের হতে পারে।" (বর্ণনাকারী বললেন) আমি বললাম, "আমি কিভাবে বুঝবো, আলেমের মুখ দিয়ে ভুল কথা বের হয়েছে আর মুনাফিকের ব্যক্তির মুখ দিয়ে সত্য কথা বের হয়েছে?" তিনি বললেন, "হাকিমের ঐ সকল প্রসিদ্ধ কথা থেকে দূরে থাকো যে সব কথা সম্পর্কে বলা হয়, এটা কেমন কথা? তবে এই কথার কারণে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে না। হতে পারে তিনি তার ভুল মত প্রত্যাহার করবেন। আর

সত্য কথা যেই বলুক তা গ্রহণ করবে। কারণ সত্যের একটি আলো (নূর) থাকে।” (সুনানে আবু দাউদ ৪৬১৩)

ইমাম যাহাবী (রঃ) বলেন,

قال الإمام الذهبي و لو أن كلّ مَن أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه و توخّيه لاتباع الحق _ أهدرناه و بدّعناه ،لقلّ من يسلمُ من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه و كرمه ولو نظرنا في كتب التراجم لرأينا كثيراً من العلماء وقع في أخطاء كثيرة لم يُسقطْ مقامهم بسببها و لم يحُذّر الناس منهم لأخطائهم إنما كانوا بين أنفسهم عقلاء ذوي محبة و وداد .

“আমাদের সকল আইম্মাই সঠিক ঈমান ও হক্ব অনুসরণের ইচ্ছা থাকার পরও ইজতিহাদে কিছু না কিছু ভুল করেছেন, আল্লাহ তাদের সকলকে রহমত করুন ও সম্মানিত করুন। আমরা যদি কিতাবগুলির দিকে নজর দেই, দেখা যায় অনেক আলেম ভুল করেছেন। কিন্তু এই কারণে তাদের সম্মানের অবস্থান কমে যায় নি। তাদের ভুলের কারণে মানুষও তাদেরকে পরিত্যাগ করেনি। বরং তারা মানুষের অন্তরে ভালোবাসা ও সম্মানজনক অবস্থানে আছেন।”

সুতরাং আলেমরাও ভুল করতে পারেন। তাই সতর্কতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো একাধিক আলেমের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করা জরুরী। এতে ভুল-ভ্রান্তি এড়ানোর সুযোগ বেশী থাকবে।

ইমাম তিরমিজী (রঃ) (হাদিস-২৬৫৩), ইমাম হাকিম (রঃ) (হাদিস-৩৩৮) ও ইমাম দারেমী (রঃ) (হাদিস-২৮৮) বর্ণিত একটি হাদিসে দেখা যায়ঃ দেখা যায়, তাবেয়ী জুবাইর বিন নাফির (রঃ) আবু দারদা (রাঃ) থেকে হাদিস শুনার পর উবাদা বিন সামিত (রাঃ)-কে ঐ হাদিসটির ব্যাপারে আবার জিজ্ঞেস করেছেন।

এমনিভাবে, হাদিস সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইমামগণ একই হাদিস একাধিক সুত্র হতে বর্ণনা করেছেন। একই হাদিস বিভিন্ন রাবী হতে শুনে যাচাই-বাছাই করেছেন।

তাই কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে একাধিক আলেমকে জিজ্ঞেস করা মানে কোন আলেমকে ছোট করা নয়। এটা শুধু সতর্কতার জন্য। হাদিসের ব্যাপারে একাধিক সাহাবী কিংবা তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীনকে জিজ্ঞেস করলে যদি তাদের সম্মান হানি না হয় তবে একাধিক আলেমকে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেও আলেমদেরকে অসম্মান করা হবে না। বরং তা হবে সতর্কতার পরিচায়ক।

মুজাহিদ (র.) বলেন : “যে ব্যক্তি অতিরিক্ত লজ্জা পায় অথবা যে অহংকারী সে ইলম অর্জন করতে পারবেনা।” (সুনান দারেমী ১/১৩৮; মাদখাল ইলাস্ সুনান, ইমাম বাইহাকী-৪১০; ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতিব বাগদাদী ২/১৪৪)

তাই ইলম অর্জনের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সঠিক মত খুঁজে পাবার জন্য লজ্জা ও অহংকার ত্যাগ করে আমাদেরকে একাধিক আলেমের কাছে যেতে হবে।

১২.৬. আলেমদের কাছ থেকে যথাসম্ভব তাঁদের মতের স্বপক্ষের দলিল-প্রমাণ জেনে নিবো।

খতিব বাগদাদী (র.) বলেন, “যদি কোন আলেম কারো কোন প্রশ্নের উত্তর দেন, তবে তাঁকে তার উত্তরের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা প্রশ্নকারীর জন্য বৈধ, তিনি কি দলিলের ভিত্তিতে উত্তর দিয়েছেন নাকি ব্যক্তিগত ইজতিহাদের মাধ্যমে?” (ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ-২/১৪৯)

যেহেতু মন্দ আলেমরা অর্থ, যশ, প্রতিপত্তির জন্য আল্লাহর দ্বীনকে বিকৃত করার চেষ্টা করতে পারে, তাই আমরা আলেমদের থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা করলে সামর্থ্য অনুযায়ী দলিল প্রমাণ জানার ও বুঝার চেষ্টা করবো। এর ফলে সহজেই কেউ আমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

তাছাড়া অনেক সময়, আমি যে আলেমকে জিজ্ঞেস করে কোন ব্যাপারে জানার চেষ্টা করছি, তিনি ঐ ব্যাপারে যথেষ্ট ইলম নাও রাখতে পারেন, কিংবা তিনি কোন ভুল ব্যাখ্যা জেনে থাকতে পারেন কিংবা নিজেও কোন দলিল প্রমাণ ভুলে যেতে পারেন। এক্ষেত্রে দলিল-প্রমাণ যথাসম্ভব জেনে নিলে এই ভুলটুকু এড়ানোর সম্ভাবনা বেশী থাকে।

এছাড়াও যে কোন একজন আলেমের মতামতের সাথে দলিল-প্রমাণ যথাসম্ভব জেনে নিলে, আমরা অন্য আলেম এর কাছ থেকে এ ব্যাপারে যাচাই-বাছাই করতে পারবো। কারণ আমাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سورة التغابن 64:16)

কাজেই তোমরা আল্লাহকে তোমাদের সাধ্যমত ভয় কর, তোমরা (তাঁর বাণী) শুন, তোমরা (তাঁর) আনুগত্য কর এবং (তাঁর পথে) ব্যয় কর, এটা তোমাদের নিজেদেরই জন্য কল্যাণকর। (সূরা তাগাবুন ৬৪:১৬)

১২.৭. নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী আলেমদের ভালোবাসবো ও সম্মান করবো।

আমরা নবী-রাসুল আলাইহিস সালামদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী আলেমদের ভালোবাসবো ও সম্মান করবো। কারণ তাঁদের কাছ থেকেই আমরা দ্বীন শিখছি। আল্লাহ আমাদের পিতা-মাতাকে আমাদের জন্মের উপলক্ষ্য করেছেন আর আল্লাহ আলেমদেরকে তাঁর দ্বীন শেখার উপলক্ষ্য করেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا». حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وَقَالَ الترمذي: «حديث حسن صحيح قال النووي في تحقيق رياض الصالحين 173:-صحيح

"যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না, বড়দেরকে সম্মান করে না, সে আমাদের কেউ নয়।" (সুনান আবু দাউদ ৪৯৪৩)

كن عالما أو متعلما ، أو محبا أو متبعا ، ولا تكن الخامس فتهلك » قال : قلت للحسن : وما الخامس ؟ قال : المبتدع «[جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر-117. المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي -227]

আবু দারদা (রাঃ) বলেছেনঃ "তুমি আলেম হও, ইলমের অন্বেষণকারী (ছাত্র) হও, এমন লোক হও যে তাঁদেরকে ভালোবাসে অথবা ইলমের অনুসরণকারী হও। এর বাইরে পঞ্চম প্রকারে গিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ো না। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি হাসানকে বললাম, পঞ্চম প্রকার কি? তিনি বললেন, বিদয়াতী।" (ইবনে রজব হাম্বলী (র.) রচিত 'নবীদের উত্তরাধিকারী' অধ্যায়–৭, পৃষ্ঠা : ৩১)

হজরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ

قال علي بن أبي طالب : « من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه دونهم بالتحية ، وأن تجلس أمامه ، ولا تشيرن عنده بيدك ، ولا تغمزن بعينيك ، ولا تقولن : قال فلان خلافا لقوله ، ولا تغتابن عنده أحدا ، ولا تسار في مجلسه ، ولا تأخذ بثوبه ، ولا تلح عليه إذا كسل ، ولا تعرض من طول صحبته ؛ فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء ، وإن المؤمن العالم لأعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله ، وإذا مات العالم انثلمت في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة

[أخرجه الخطيب فى الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع (199/1 ، رقم 347)]

"তোমার উপর আলেমের হক্ব হলোঃ জনসাধারণকে সাধারণভাবে সালাম দিবে এবং আলাদাভাবে অপেক্ষাকৃত উত্তম সম্ভাসনের মাধ্যমে আলেমকে সম্মান জানাবে। তুমি তার সামনে বসবে, তুমি তার সামনে হাতের মাধ্যমে ইশারা করে দেখাবে না, তাকে চোখের মাধ্যমে ইংগিত দিবে না এবং তুমি এটা বলবে না যেঃ অমুক উনার বিপরীত বলেছেন, তার সামনে তুমি কারো গীবত করবে না, তার মজলিসে হাটাহাটি করবে না, তার কাপড় ধরে টানবে না, যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে যাবেন তখন তাকে জোরাজোরি করবে না, তার সোহবতের সময় তুমি অমনযোগী হবে না, কারণ আলেম এর অবস্থান হচ্ছে খেজুরগাছের মতো, তুমি দেখবে কখন তার থেকে তোমার উপর কিছু পড়ে এবং নিশ্চয় একজন মুমিন আলেমের মর্যাদা একজন রোযাদার, নামাজ আদায়কারী ও আল্লাহর পথে জিহাদকারীর চেয়ে বেশী। একজন আলেমের মৃত্যুতে দ্বীনের মাঝে একটি ছিদ্র তৈরী হয় কিয়ামত পর্যন্ত অন্য কিছু দ্বারা যা বন্ধ হয় না।" (জামি আখলাকুর রাওয়ী ওয়া আদাবুস সামী)

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (রঃ) বলেনঃ

إن العالم بين الله وبين خلقه ، فلينظر كيف يدخل عليهم [الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي –1083. المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي- 673]

"আলেম আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছেন। অতএব সতর্ক থাকো, তুমি কিভাবে তাঁর কাছে প্রবেশ করছো।" (ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, মাদখাল ইলাল সুনান-৬৭৩)

محبة العالم دين يدان بها. أخرجه أبو نعيم في الحلية (79/1) ، وابن عساكر (254/50) .

আলী (রাঃ) বলেন, "আলেমদের ভালোবাসা দ্বীন এর অংশ। তাদের মাধ্যমে ইলম অর্জিত হয়।" (আবু নাঈম ও ইবনে আসাকির)

১২.৮. প্রকৃত আলেম খুঁজে পেতে প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে দোয়া করবো।

আমরা প্রতিটি নামাজে সূরা ফাতিহা পড়ার সময় আল্লাহর কাছে সঠিক পথ চেয়ে থাকি। আর সঠিক পথ প্রাপ্তি যেহেতু অনেকাংশেই নির্ভর করে আমরা কোন আলেমের অনুসরণ করি তার উপর তাই বার বার এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (سورة غافر 40:60)

"আর তোমাদের রব বলেছেন, আমাকে আহবান করো, আমি তোমাদের আহবানে সাড়া দিবো। নিঃসন্দেহে যারা আমার ইবাদাতে অহংকার করে, তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সূরা মুমিন ৪০:৬০)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত একটি হাদিসে কুদসীতে এসেছে আল্লাহ বলেন,

عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : { يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم } [أخرجه مسلم (1994/4 ، رقم 2577) ، وابن حبان (385/2 ، رقم 619) ، والحاكم (269/4 ، رقم 7606) ، وقال : صحيح على شرط الشيخين]

"হে আমার বান্দাগণ, আমি যাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছি তারা ব্যতীত তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট, সুতরাং তোমরা আমার কাছে সঠিক পথ চাও, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাবো।" (সহীহ মুসলিম-২৫৭৭, সহীহ ইবনে হিব্বান ৬১৯, মুসতাদরাক হাকিম ৭৬০৬, ইমাম হাকিম (রঃ) বলেন শাইখাইনের শর্তে সহীহ অর্থাৎ হাদিসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ)

অমনযোগী হয়ে করা কোন দুয়া আল্লাহ কবুল করেন না। মনযোগ দিয়ে আল্লাহর কাছে চাইলে, কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহর কাছে দুয়া করলে, আল্লাহ অবশ্যই দুয়া কবুল করবেন।

১২.৯. ইস্তিখারার মাধ্যমে আলেম নির্বাচন করবো।

ইস্তিখারা হচ্ছে কল্যাণ চাওয়া। আর সবচেয়ে বড় কল্যাণ হচ্ছে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান লাভ করা।

وعن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي "[أخرجه أحمد (96/4 ، رقم 16924) ، والبخارى (39/1 ، رقم 71) ، ومسلم (718/2 ، رقم 1037) ، وابن حبان (291/1 ، رقم 89) .وأخرجه أيضًا : الدارمى (85/1 ، رقم 224)]

হজরত মুয়াবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "আল্লাহ যার কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের সঠিক উপলব্ধি দান করেন।" (সহীহ বুখারী -৭১, সহীহ মুসলিম ১০৩৭, মুসনাদে আহমাদ ১৬৯২৪, সহীহ ইবনে হিব্বান ৮৯, সুনান দারেমী - ২২৪)

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত : "আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল ব্যাপারে তাঁর সাহাবীদেরকে ইস্তিখারা করতে শিক্ষা দিতেন ঠিক যেভাবে তিনি তাঁদেরকে কুরআন হতে সূরা শিক্ষা

দিতেন।" (সহীহ বুখারী-৬৮৪১, সুনান তিরমিযী, সুনান নাসায়ী, সুনান আবু দাউদ, সুনান ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)

ইবনে জামাহ্ কিনানী (র.) বলেন : "একজন ইলম সন্ধানকারী ইস্তেখারার মাধ্যমে আল্লাহ নিকট দোয়া করবেন এবং কার নিকট থেকে ইলম অর্জন করবেন, ভাল ব্যবহার ও আদব শিখবেন—সে বিষয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবেন। যদি সম্ভব হয় তবে এমন লোকের কাছেই শিক্ষার জন্য যেতে হবে যে কিনা সম্পূর্ণরূপে যোগ্য, দয়ালু, সাহসী এবং যার পবিত্রতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার জন্য সুনাম রয়েছে। তিনি দক্ষ ও বোধসম্পন্ন লোক হবেন। ছাত্ররা যখন শিক্ষকের কোন দুর্বলতা (চারিত্রিক শুদ্ধতা, আক্বীদার বা ব্যবহারে) খুঁজে পাবেন, তখন তার নিকট ইলম অর্জন চালিয়া যাওয়া উচিত নয়।"

একজন সলফে সালেহীন বলেন : "দ্বীনের জন্য ইলম অর্জন আবশ্যক, তাই খেয়াল রাখতে হবে, কার কাছ থেকে দ্বীনের ইলম গ্রহণ করছো? পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রজন্মদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, যেসব শায়েখ (শিক্ষক) তাঁদের ছাত্রদের ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন, তাঁদের ছাত্ররাই উপকৃত হয়েছেন এবং সফলকাম হয়েছেন। বই এর দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে যে, আল্লাহ ভীরু ও জাগতিক স্বার্থত্যাগী লেখকদের বই থেকে বেশী উপকার পাওয়া যায়।" (তাজকিরাতুস সামী ওয়াল মুতাকাল্লিম -১৩৩)

১২.১০. দ্বীন ইসলামের ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ আগে শিখবো।

আগে মূলধন রক্ষা, পরে লাভ করার চেষ্টা করা - ইসলামের এই মূলনীতির আলোকে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে দেখতে পাবোঃ

ক) কিছু কিছু মানুষ চির-জাহান্নামী হবে।

খ) কিছু কিছু মানুষ সাময়িক সময়ের জন্য জাহান্নামে যাবে।

গ) বাকীরা সরাসরি জান্নাতে যাবে। কেউ কেউ জান্নাতের উচ্চস্তরে যাবে, কেউবা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে।

তাই সবচেয়ে আগে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যাতে, আমরা চির-জাহান্নামী না হই, তারপর চেষ্টা করতে হবে যাতে আমাদেরকে বিন্দুমাত্র সময়ের জন্যও জাহান্নামে না যেতে হয়। তারপর চেষ্টা করতে হবে যাতে জান্নাতের উচ্চতর স্তরে যাওয়া যায়।

ক) **চিরস্থায়ী ভাবে জাহান্নামে যাওয়া থেকে বাঁচতে হলে**, আমাদেরকে মুসলমান হতে হবে আর মুসলমান অবস্থায় মরতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনঃ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ এই সাক্ষ্য দেয়া যা ইসলামের প্রথম স্তম্ভ। অর্থাৎ আমি সকল প্রকার মিথ্যা ইলাহ (তাগুত), মিথ্যা মাবুদ, ইবাদাতের মিথ্যা দাবীদার, অনুসরণের মিথ্যা দাবীদার, অনুকরণের মিথ্যা দাবীদারকে অস্বীকার করে, পরিত্যাগ করে, সেসব মিথ্যা ইলাহদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তাদেরকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করছি। আর আল্লাহর সকল নাম ও গুণাবলী, তাঁর কাজসমূহ, তাঁর ইবাদাত, তাঁর হুকুম-আহকামে তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে অন্তরে, কথায় ও কাজে মেনে নিচ্ছি।

এখন **লা ইলাহা** অর্থ কি? কি এবং কারা সেই মিথ্যা ইলাহ - এটা না জানলে কি এসব মিথ্যা ইলাহকে অস্বীকার করা যাবে? এই মিথ্যা ইলাহদেরকে কিভাবে অস্বীকার করতে হবে? শুধু মুখের মাধ্যমে অস্বীকার করাই কি যথেষ্ট? সবগুলি মিথ্যা ইলাহকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র যে কোন একটি মিথ্যা ইলাহকে অস্বীকার না করলে, পরিত্যাগ না করলে কি মুসলমান হওয়া যাবে?

এই ব্যাপারগুলি প্রথমেই আমাদেরকে জানতে হবে।

আবার **ইল্লাল্লাহ** অর্থ কি? আল্লাহ কোন কোন ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয়? রব হিসেবে আল্লাহর কাজ, যেগুলিতে তিনি এক ও অদ্বিতীয় যেমনঃ সৃষ্টি করা, রিযিক দান, বিপদ থেকে উদ্ধার করা, আইন-প্রণয়ণ, বিচার-ফায়সালা, মৃত্যু দান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনে কিভাবে আল্লাহর একত্ববাদ বজায় রাখতে হয়? বাস্তব

জীবনে মানুষ কিভাবে আল্লাহর কাজ, তাঁর নাম ও গুণাবলীতে, তাঁর ইবাদাতে একত্ববাদ বিরোধী কাজ করছে বা শিরক করছে? ইবাদাতের ক্ষেত্রে কিভাবে আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় মানতে হয়? ইবাদাত কাকে বলে? শুধু কি নামাজ-রোযা এগুলিই ইবাদাত? এই ব্যাপারগুলিও আমাদেরকে জানতে হবে।

মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বলতে কি বুঝায়? রাসুল কাকে বলে? রসুলের দায়িত্ব কি ছিল? তিনি কি কিছু জ্ঞান প্রকাশ্য জানিয়ে, বাকীটুকু গোপন রাখতে পারেন? অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্রে, বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিখানো আইন-নিয়ম-শিক্ষা থেকে অন্য কোন মহাপুরুষ-বুদ্ধিজীবি-দার্শনিকের যেমনঃ এরিস্টেটল-প্লেটো-মাও-সেতুং- লেলিন-স্টেলিন-আব্রাহাম লিংকন কিংবা এ জাতীয় আরো অনেকের শিখানো আইন-নিয়ম-শিক্ষাকে উত্তম মনে করলে, সেগুলির প্রচার-প্রসার করলে, সেগুলি দিয়ে নিজ দেশ-সমাজকে পরিচালিত করতে চাইলে কি নবীকে উত্তম আদর্শ মানা হয়? সে ক্ষেত্রে কি মুসলমান থাকা যায়? ইবাদাতের ক্ষেত্রে নবীর সুন্নাতের বাইরে গিয়ে বিদয়াতে লিপ্ত হলে কিভাবে সেটা স্ববিরোধিতা হয়? এই ব্যাপারগুলিও আমাদেরকে জানতে হবে।

ইসলামের ২য় স্তম্ভ নামাজের যেভাবে কিছু **পূর্বশর্ত** আছে, যেগুলির যেকোন একটি পালন না করলেও নামাজ আদায় হয়না, যেমনঃ ওযু করা কিংবা শরীর পবিত্র থাকা; সেভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর কোন পূর্বশর্ত কি আছে? সেগুলি কি কি? ঠিক যেভাবে কোন কোন কাজ করলে ওযু নষ্ট হয়, নামাজ নষ্ট হয়, পুনরায় নতুনভাবে ওযু করতে হয়, নামাজ আদায় করতে হয়; সেভাবে কি কি কাজ করলে **ঈমান নষ্ট** হয়ে যায়?

ঈমান নষ্টকারী কাজের মধ্যে বড় শিরক, বড় কুফর, বড় নিফাকী কি কি কাজে হয়? কিভাবে আমাদের সমাজে মানুষ না জেনেই এসব কাজে জড়িত হচ্ছে? এছাড়া রিদ্দা বা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণসমূহ আমাদেরকে জানতে হবে যাতে আমরা ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার কাফির-মুরতাদে পরিণত না হই।

এরকম যেসব জ্ঞানের উপর নির্ভর করে আমাদের মুসলমান থাকা কিংবা না থাকা এসব জ্ঞান হচ্ছে সবচেয়ে মৌলিক জ্ঞান। এই ব্যাপারগুলি আমাদেরকে সবচেয়ে আগে, সবচেয়ে গুরুত্ব সহকারে, সবচেয়ে বেশী সময় নিয়ে অধ্যয়ন করা উচিত, আলেমদের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয়া উচিত।

এখন কোন আলেম সারা-জীবনে কখনো এসব মৌলিক ব্যাপারে আলোচনা না করে থাকলে, তাকে জিজ্ঞেস করা উচিৎ - কেন তিনি আমাদেরকে এসব গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান থেকে এতদিন দূরে রেখেছেন?

আমাদেরকে এসব বিষয় না জানিয়ে আমাদেরকে বিপদ-সীমায় ফেলে রেখেছেন?

খ) সাময়িক সময়ের জন্যও জাহান্নামে যাওয়া থেকে বাঁচতে হলে :

উপরে উল্লিখিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন করার পর আমাদেরকেঃ

(১) অন্যান্য সকল হারাম এবং কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যেমনঃ সুদ দেয়া-নেয়া, সুদের লেখক হওয়া বা সাক্ষী হওয়া ইত্যাদি। এখন এ রকম কবিরা গুনাহগুলো কি কি? - তা আমাদেরকে জানতে হবে? বাস্তবে কিভাবে মানুষ এসব গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে? তা জানতে হবে। যেমনঃ সুদের ক্ষেত্রে সুদ ভিত্তিক লোন নেয়া, লোন দেয়া, ফিক্সড ডিপোজিট রাখা, সুদ ভিত্তিক ব্যাংকে চাকুরী করা ইত্যাদি ব্যাপার সমূহ।

(২) সকল ফরজ-ওয়াজিবসমূহ পালন করতে হবে। তাই কি কি কাজ একজন মুসলিমের উপর ব্যক্তিগতভাবে ফরজ আর কি কি কাজ সামষ্টিকভাবে ফরজ, তা জানতে হবে। যেমনঃ ইলম অর্জন, নামাজ প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান, রোযা, দাওয়াত, সৎ কাজের আদেশ-অসৎ কাজে নিষেধ, জিহাদ কিংবা পারিবারিক-সামাজিক যে সব দায়িত্ব আমাদের উপর ফরজ ইত্যাদি।

এই পর্যায়ে কোন কোন বিষয়ে ইলম অর্জন ফরজ? তা হলোঃ

فإنه يجب على كل مسلم معرفة ما يحتاج إليه في دينه، كالطهارة، والصلاة، والصيام .ويجب على من له مال معرفة ما يجب عليه في ماله من زكاة ونفقة، وحج وجهاد .وكذلك يجب على كل من يبيع ويشتري أن يتعلم ما يحل ويحرم من البيوع(انظر رسالة ورثة الأنبياء، شرح حديث أبي الدرداء للحافظ بن رجب، ضمن مجموع رسائله)

"নিশ্চয়ই প্রত্যকে মুসলিমের উপর দ্বীনের ঐ সকল ব্যাপারে জ্ঞান-অর্জন ফরজ যেগুলি তার প্রয়োজন। যেমনঃ পবিত্রতা, নামাজ, রোযা। আর যার সম্পদ আছে তার জন্য ঐ জ্ঞান অর্জন ফরজ যা ঐ সম্পদের কারণে তার উপর দায়িত্ব বর্তায় যেমনঃ যাকাত, সদকা, হজ্জ্ব এবং জিহাদ। এ কারণে যারা বেচা-কেনা করেন, তাদের জন্য ক্রয়-বিক্রয়ে হালাল-হারাম শিক্ষা করা ফরজ। ..." (দেখুন মাজমুউর রাসাইল, পৃঃ ২২-২৩, অধ্যায়ঃ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, শারহু হাদিস আবি দারদা)

এসব ক্ষেত্রে কতটুকু ইলম অর্জন ফরজ সে ব্যাপারে বিখ্যাত তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক (রঃ)-কে 'কতটুকু ইলম অর্জন ফরজ' এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "কোন ব্যক্তির সম্পদ না থাকলে তার উপর যাকাত সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন ফরজ নয়। অতঃপর তিনি বলেন, যখন তার একশত দিরহাম হবে তখন তার জন্য এর হিসাব রাখা ফরজ যাতে যাকাতের হিসাব করতে পারে।" (দেখুন মাজমুউর রাসাইল, পৃঃ ২২-২৩, অধ্যায়ঃ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, শারহু হাদিস আবি দারদা)

গ) **জান্নাতের উচ্চতর স্তরে যেতে হলেঃ** উপরে উল্লেখিত উভয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন করার পর - আমাদেরকে অন্যান্য নফল ইবাদাতসমূহ যেমনঃ কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, নফল রোযা, নফল নামাজসমূহ আদায়, দান-সদকা ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক বেশী মনযোগী হতে হবে।

বাস্তবে দেখা যায়, আমরা সবাই "সাময়িক সময়ের জন্য জাহান্নামে না যাওয়া" এবং "জান্নাতের উচ্চতর স্তরে যাওয়ার" জন্য প্রয়োজনীয় ইলম নিয়ে মহাব্যস্ত কিন্তু "চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া থেকে বাঁচার ইলম" নিয়ে কোন চিন্তা নেই। পুরো ব্যাপারটি সাধারণ মুসলমানদের নিছক অবহেলা আর কারো কারো ইমামতি হারানোর ভয়, কারো সত্য গোপন করা এবং আরো অনেকের দুনিয়ার সম্পদের লোভ - ছাড়া আর কিছু না!!! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই উত্তম জানেন।

১৩. নবী-রাসুলদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী আলেমদের প্রতি আহ্বান

১৩.১. আপনিও গুরাবা (অপরিচিত) হয়ে যান।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

"ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় আগমন করেছিলো এবং একইভাবে অপরিচিত অবস্থায় বিদায় নিবে। সুতরাং, অপরিচিতদের (গুরাবা) জন্য সুসংবাদ।" (সহীহ মুসলিম - ৩৮৯)

সুতরাং, আপনি ইসলামের সঠিক রূপকে মানুষের কাছে প্রকাশ করে দিন, সাধারণ মানুষের কাছে তা যতই অপরিচিত হোক না কেন, যতই তারা আশ্চর্য্যবোধ করুক না কেন। আপনিও গুরাবা বা সত্য প্রকাশে অপরিচিত নিঃসঙ্গ হয়ে যান, যার প্রতিদান হলো জান্নাত।

আপনিও তাওহীদ ও জিহাদের পথে দাঁড়িয়ে যান অটল অবিচল হয়ে যেভাবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) মুতাযিলাদের ফিতনার সময় জালেম খলিফার শাস্তি ও ক্রোধকে উপেক্ষা করে অবিচল ভাবে ঘোষণা করেছিলেন

لا والله، القرآن كلام الله

অর্থাৎ, "না, আল্লাহর কসম, কোরআন আল্লাহর কথা (তাঁর সৃষ্টি নয়)।"

এ পথে চলতে গিয়ে জুলুম, নির্যাতন সহ্য করতে হবেই। কারণ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণও তা সহ্য করেছেন। এ সকল জুলুম-নির্যাতনকে সহজভাবে মেনে নিতে হবে। যেভাবে ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেছেন

قال ابن تيمية: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا سجني خلوة، ونفيي سياحة، وقتلي شهادة.

"আমার শত্রুরা আমাকে কি করতে পারবে? আমাকে বন্দী করলে সেটা আমার নিঃসংগবাস, দেশান্তর করলে সেটা আমার ভ্রমণ আর হত্যা করা হলে সেটা শাহাদাত।"

১৩.২. সকলকে পরিপূর্ণভাবে দ্বীন-ইসলামে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করুন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً

হে ঈমানদারগন! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। (সূরা বাকারা ২ : ২০৮)

পরিপূর্ণ ইসলামের মাঝে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহও সামিল রয়েছে। বরং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ হচ্ছে একটি অন্যতম ফরজ ও ইসলামের চূড়া। এই জিহাদের দিকেও ফিরে আসার জন্য মানুষকে আহবান করুন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً

আপনি আল্লাহর রাহে ক্বিতাল করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা নিসা ৪ : ৮৪)

সুতরাং নিজে ক্বিতাল করা এবং মুমিনদের ক্বিতালের জন্য উদ্বুদ্ধ করা একটা নবীওয়ালা কাজ। আপনিও নিজে জিহাদ ও ক্বিতালে শরীক হোন এবং মুমিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। নবীর যথাযথ উত্তরাধিকারী হিসেবে এটাও আপনার দায়িত্ব।

আর মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী শরীয়াতে জিহাদের একটি নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ শব্দের ব্যাখ্যা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ

قيل وما الجهاد قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم قيل فأى الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه – خرجه أحمد (114/4 ، رقم 17068) .وأخرجه أيضًا : عبد بن حميد (ص 124 رقم 301)قال المنذرى (106/2) : رواه أحمد بإسناد صحيح ، ورواته محتج بهم فى الصحيح ، والطبرانى وغيره ، ورواه البيهقى عن أبى قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه . وقال الهيثمى (59/1) : رواه أحمد ، والطبرانى فى الكبير بنحوه ، ورجاله ثقات.

অর্থাৎ, বলা হলোঃ জিহাদ কি? তিনি বললেন, কাফিরদের সাথে লড়াই করা যখন তাদের সাথে সাক্ষাত হয়। বলা হলোঃ কোন জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি বললেনঃ যার ঘোড়া নিহত হয় ও রক্ত প্রবাহিত হয়। (মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, বাইহাকী, সনদ সহীহ)

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস বুখারী শরীফের ভাষ্যকার ইমাম কাসতালানী (রঃ) বলেন,

قتال الكفارلنصرة الإسلام ولإعلاء كلمة الله

"জিহাদ হলোঃ দ্বীন ইসলামকে সাহায্য করার জন্য ও আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য কাফিরদের সাথে কিতাল করা।"

ইমাম ইবনে হুমাম (রঃ) বলেন,

الجهاد: دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا

"জিহাদ হচ্ছে কাফিরদেরকে সত্য দ্বীন ইসলামের প্রতি আহবান করা এবং যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তাদের সাথে লড়াই করা।" (ফাতহুল ক্বাদীর ৫/১৮৭)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রঃ) বলেনঃ

وفى الشرع بذل الجهد فى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى

"শরীয়াতের পরিভাষায় জিহাদ হলোঃ আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে সর্বশক্তি ব্যয় করা"। (উমদাতুল ক্বারী, ১৪/১১৫)

ইমাম কাসানী (রঃ) বলেন,

بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عزوجل بالنفس والمال واللسان وغير ذلك

"শরীয়াতের পরিভাষায় (জিহাদ হলো) নিজের জীবন, সম্পদ, মুখ ও অন্যান্য যা কিছু দিয়ে সম্ভব তার মাধ্যমে আল্লাহর পথে লড়াই করার জন্য শক্তি ও ক্ষমতা উৎসর্গ করা"। (আল বাদায়ীউস সানায়ী ৯/৪২৯৯)

মালেকী মাজহাবে জিহাদের সংজ্ঞা হলোঃ

قتال المسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله، أو حضوره له، أو دخوله أرضه له

"মুসলিমের জন্য আল্লাহর আইনকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে যেসব কাফির কোন চুক্তির অধীনে নয় তাদের বিরুদ্ধে অথবা যদি তারা আক্রমণ করার জন্য মুসলিমের সামনে উপস্থিত হয় অথবা যদি মুসলিমের ভূমিতে অনুপ্রবেশ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।" (হাশিয়া আল আদাউয়ি, আস-সায়িদী ২/২ এবং আশ-শারহুস সগীর আকবার আল-মাসালিক লিদ-দারদীর; ২/২৬৭)

শাফেয়ী মাজহাবের ইমাম বাজাওয়ারী (রঃ) এর মতেঃ

الجهاد أي القتال في سبيل الله

"আল জিহাদ অর্থ আল্লাহর পথে লড়াই করা"। (হাশিয়াত বাজাওয়ারী আলা শারহুন ইবনুল কাসিম, ২/২৬১)

ইবনে হাজার (রঃ) এর মতেঃ

وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار

"শরয়ী দৃষ্টিতে এর অর্থ হলো কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই এ ত্যাগ স্বীকারমূলক সংগ্রাম"। (ফাতহুল বারী ৬/৩)

হাম্বলী মাজহাবের সংজ্ঞা হচ্ছেঃ

قتال الكفار

"(জিহাদ হচ্ছে) কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা"। (মাতালিবু উলিন নাহি ২/৪৭৯)

الجهاد: القتال وبذل الوسع منه لإعلاء كلمة الله تعالى

"আল জিহাদ হচ্ছে আল ক্বিতাল এবং এই লড়াইয়ে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর আইনকে সম্মুন্নত রাখা"। (উমদাতুল ফিকহ ১৬৬ পৃষ্টা ও মুনতাহাল ইরাদাত ১/৩০২)

তাই ইসলামী শরীয়াতে জিহাদের যে অর্থ নির্দিষ্ট রয়েছে, আপনি সেই অর্থেই জিহাদকে তুলে ধরুন ও জিহাদের ব্যাপারে মানুষের বিভিন্ন ভুল ধারনা দূর করতে থাকুন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم [أخرجه أبو داود (274/3 ، رقم 3462) وأخرجه أيضًا : البيهقى (316/5 ، رقم 10484) ، وأبو نعيم فى الحلية (209/5) قال ابن تيمية في بيان الدليل 109:- إسناده صحيح.قال الشوكاني في نيل الأوطار 5/318:-له طرق يشد بعضها بعضا

"যখন মানুষ দিনার ও দিরহাম নিয়ে কার্পণ্য করবে, ঈনাতে (এক প্রকার সুদ ভিত্তিক ব্যবসা) জড়িত হয়ে যাবে, গরুর লেজ অনুসরণ করবে (চাষাবাদে ব্যস্ত হয়ে যাবে) এবং আল্লাহর পথে জিহাদ ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তাদের উপর লাঞ্চনা-অপমান চাপিয়ে দিবেন, (সেটা তুলে নিবেন না) যতক্ষণ না তারা তাদের দ্বীনে ফেরত আসবে।" (সুনান আবু দাউদ ২/১০০, মুসনাদ আহমাদ-৪৮২৫, ৫০০৭, ২৫৬২, সুনান বাইহাকী ৫/৩১৬)

সুতরাং মুসলিম উম্মাহর এই লাঞ্চনা ও অপমানের যুগে আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেয়া সমাধান অনুযায়ী আল্লাহর পথে জিহাদসহ "সম্পূর্ণভাবে দ্বীন ইসলামে" ফেরত আসার জন্য সবাইকে আহ্বান করুন। আপনি শুধুমাত্র কতিপয় মাসয়ালা-মাসায়েল নিয়ে সম্পূণ জীবন কাটিয়ে দিবেন না। কারণ জিহাদ পরিত্যাগের মাঝে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্চনা ও অপমান।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (সূরা তাওবা ৯ : ২৪)

দেখা যাচ্ছে, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ থেকে উপরুক্ত আটটি বিষয়কে অধিক ভালবাসলে, প্রাধান্য দিলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন, এমনকি হেদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ এই আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেছেনঃ আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। আল্লাহ আমাদের সকলে এ থেকে রক্ষা করুন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا
إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব

দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (সূরা তাওবা ৯ : ৩৮-৩৯)

দেখা যাচ্ছে, আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের না হয়ে গেলে, এর পরিবর্তে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিলে আল্লাহর আযাব আসার সম্ভাবনা আছে। তাই আপনারা নিজেরাও জিহাদে শরীক হোন এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে জিহাদের পথে আহবান করুন।

ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আবু বকর (রাঃ) খলিফা হবার পর খুতবাতে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন,

وخرج ابن عساكر بإسناده عن مجالد عن الشعبي قال: لما بويع أبو بكر الصديق صعد المنبر... فذكر الحديث، وقال فيه :لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالفقر

"জিহাদ পরিত্যাগকারী প্রত্যেক জাতির উপর আল্লাহ দরিদ্রতা চাপিয়ে দিবেন"।

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

عن على رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد في الله باب من أبواب الجنة ، ومن ترك الجهاد في سبيل الله البسه الله الذلة وشمله البلاء وديث بالصغار وسيم الخسف ومنع النصف

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা জান্নাতের দরজাসমূহের একটি দরজা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তাআলা তার উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন, তাকে বিপদাপদে নিপতিত করবেন, নিকৃষ্টদের (দুর্বলদের) দিয়ে তাকে দুর্বল করে রাখবেন (পরাজিত করবেন), তাদের উপর তিনি অপমানকে অবধারিত করে দেবেন এবং (তাদের উপর থেকে) তিনি ইনসাফকে রহিত করে দেবেন। (অর্থাৎ জালেম শাসক তাদের উপর চাপিয়ে দেবেন)

১৩.৩. ইখতেলাফী মাসয়ালা নিয়ে দ্বন্দ্ব-কলহ পরিহার করুন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { لا تحاسدوا ولا تناجشوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا – ويشير إلى صدره ثلاث مرات– بحسب إمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه } رواه مسلم.

“একে অপরকে হিংসা করো না, একে অন্যের উপরে দামা-দামী করো না, একে অন্যকে ঘৃণা করো না, একে অন্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিওনা, একে অন্যকে হেয় করোনা, বরং হে আল্লাহর বান্দাহগণ তোমরা (পরস্পর) ভাই হয়ে যাও।” (সহীহ মুসলিম)

শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী (র.) বলেছেন :

“সাহাবী, তাবেয়ীন এবং তাবে-তাবেয়ীনগণের (আল্লাহ তাঁদের উপর রহমত করুন) মধ্যে কেউ কেউ (নামাজে ক্বিরাতের শুরুতে) বিসমিল্লাহ পড়তেন, অন্যরা পড়তেন না; কেউ কেউ উচ্চস্বরে ‘বিসমিল্লাহ’ পড়তেন, অন্যরা পড়তেন না (নিম্নস্বরে পড়তেন); কেউ কেউ ফজরের নামাজে দোয়া কুনুত পড়তেন, অন্যরা পড়তেন না, কেউ কেউ রক্ত বের হওয়া, নাকে রক্ত আসা কিংবা বমির কারণে অযু ভঙ্গ হয় মনে করতেন, অন্যরা তা মনে করতেন না। তারপরও তাঁরা একে-অন্যের পেছনে নামাজ আদায় করতেন। এ কারণেই ইমাম আবু হানিফা (র.), তাঁর দুই ছাত্রদ্বয়, ইমাম শাফিই (র.) এবং অন্যান্যরা মদিনার ইমামদের পেছনে নামাজ আদায় করতেন যদিও তাঁরা উচ্চস্বরে বা নিম্নস্বরে (ক্বিরাতের মধ্যে) বিসমিল্লাহ পড়তেন না। খলিফা মামুনুর রশীদ রক্ত বের হওয়ার পরও ইমামতি করেছেন আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) তাঁর পেছনে নামাজ আদায় করেছেন এবং নামাজের পুনরাবৃত্তি করেন নি। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (র.) মনে করতেন, রক্ত বের হলে অযু নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ‘আমি কি ইমাম মালিক

(র.) অথবা সাইয়্যিদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) এর পেছনে নামাজ আদায় করবো না?" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫–৪৫৬)

সুতরাং ফিকহের বিভিন্ন ইজতিহাদী মাসয়ালায় আইম্মায়ে মুজতাহিদীনগণ তথা চার ইমামের নীতি অনুসরণ করুন এবং এসব ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ, হানাহানি, ঘৃণা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন। এসব বিদ্বেষ পুরো মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

বরং চার ইমাম (র.) এর মতো আপনিও ইসলামের মূল বিষয়সমূহ যথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহর একত্ববাদ, শিরক-কুফর-বিদয়াতের বিরোধিতায় সোচ্চার হোন। এসব ক্ষেত্রে আপনার বাক্-শক্তি, ক্ষুরধার লিখনী ও অন্যান্য শক্তি খরচ করুন। বাতিলের মোকাবিলায় ইসলামকে বিজয়ী করতে উঠে পড়ে লেগে যান।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন : "এ বিষয়ে আমাদের নীতি, আর এটাই বিশুদ্ধতম নীতি, এই যে, ইবাদতের পদ্ধতির বিষয়ে (যেসব ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে তাতে) যে পদ্ধতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য আছার (হাদিস কিংবা সাহাবীদের আমল) রয়েছে তা মাকরূহ হবে না; বরং তা হবে শরীয়াতসম্মত। সালাতুল খওফের বিভিন্ন পদ্ধতি, আযানের দুই নিয়ম : তারজী'যুক্ত বা তারজী'বিহীন, ইকামতের দুই নিয়ম : বাক্যগুলো দুইবার করে বলা কিংবা একবার করে, তাশাহহুদ, ছানা, আউযু-এর বিভিন্ন পাঠ, কুরআনের বিভিন্ন কিরাআত, এই সবগুলো এই নীতিরই অন্তর্ভুক্ত। এভাবে ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর-সংখ্যা (ছয় তাকবীর বা বারো তাকবীর), জানাযার নামাযের বিভিন্ন নিয়ম, সাহু সিজদার বিভিন্ন নিয়ম, কুনুত পাঠ : রুকুর পরে বা পূর্বে, রাব্বানালাকাল হামদ : 'ওয়া'সহ অথবা 'ওয়া' ছাড়া, এই সবগুলোই শরীয়াতসম্মত। কোনো পদ্ধতি কখনো উত্তম হতে পারে কিন্তু অন্যটি কখনো মাকরূহ নয়।" (মাজমূউল ফতোয়া ইবনে তাইমিয়া ২৪/২৪২-২৪৩)

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) (৭৫০ হি.) 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে ফজরের নামাজে কুনুত পড়া প্রসঙ্গে বলেছেন :

অর্থাৎ "এটা ওইসব মতভেদের অন্তর্ভুক্ত যাতে কোনো পক্ষই নিন্দা ও ভর্ৎসনার পাত্র নন। এটা ঠিক তেমনই যেমন নামাজে রাফয়ে ইয়াদাইন করা বা না করা, তদ্রূপ আত্তাহিয়্যাতুর বিভিন্ন পাঠ, আযান-ইকামাতের বিভিন্ন ধরন, হজ্বের বিভিন্ন প্রকার - ইফরাদ, কিরান, তামাত্তু বিষয়ে মতভেদের মতোই।"

ফিকহের বিভিন্ন মাসয়ালায় ইজতিহাদগত মতপার্থক্যের বিষয়গুলো, বিশেষতঃ সুন্নাহ ও মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোতে ইখ্তিলাফ রয়েছে, সে ইখতিলাফগুলো সংক্ষেপে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়ে, এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি পরিহার করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করুন। নিজেও এমন কোন কথা কিংবা কাজ পরিহার করুন যা দেখে-শুনে সাধারণ মুসলমানগণ এই ব্যাপারগুলো নিয়ে অপ্রয়োজনীয় চিন্তা-গবেষণা ও উত্তেজনায় ডুবে থাকে। এ ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতিগুলো সবাইকে জানিয়ে দিন।

এসব ব্যাপার নিয়ে সর্বদা আলোচনা-সমালোচনা, যুক্তি, পাল্টা যুক্তি না দেখিয়ে বরং ইসলামের মূল বিষয়গুলো নিয়ে বেশী বেশী আলোচনা করুন। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ, ব্যাখ্যা, এর রুকনসমূহ, এর পূর্বশর্তসমূহ, ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ, আক্বীদার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ, বাস্তব জীবনে শিরক, কুফরী, নিফাক, বিদয়াতের উদাহরণ, হালাল-হারামের মর্মস্পর্শী আলোচনা, এসব বিষয় মেনে চলতে উদ্বুদ্ধকারী কবর-জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়গুলোকে মানুষের সামনে অধিক পরিমাণে নিয়ে আসুন।

১৩.৪. মানুষের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির পরোয়া না করে শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করুন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

وْنِي وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (سورة البقرة 2:150)

কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর, যাতে আমি তোমাদের প্রতি আমার নি'মাত পূর্ণ করতে পারি, যাতে তোমরা সত্য পথে পরিচালিত হতে পার। (সূরা বাক্বারা ২ : ১৫০)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (سورة آل عمران 3:173)

যাদেরকে লোকে খবর দিয়েছিল যে, একটা বড় বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে জড় হচ্ছে, কাজেই তাদেরকে ভয় কর। তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দিল এবং তারা বলল, 'আমাদের জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক!' (সূরা আলে-'ইমরান ৩:১৭৩)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

من التمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس

[(أخرجه ابن حبان (510/1 ، رقم 276) ، وابن عساكر (20/54))]

"যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির উপরে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিবে, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন, মানুষকেও তার উপর সন্তুষ্ট করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির উপর মানুষের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন, মানুষকেও তার উপর অসন্তুষ্ট করে দেয়া হয়।" (সহীহ ইবনে হিব্বান–২৭৬, ইবনে আসাকির ২০/৫৪, শুয়াইব আল আরনাউতের মতে হাসান)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس [أخرجه ابن المبارك (66/1 ، رقم 199) ، والترمذى (609/4 ، رقم 2414) وأخرجه أيضاً : ابن حبان (510/1 ، رقم 276) ، وإسحاق بن راهويه (600/2 ، رقم 1175) ، والقضاعى (299/1 ، رقم 498)]قال ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكاة المصابيح 4/480:حسن كما قال في المقدمة

"যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির উপরে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিবে, মানুষের অসন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হোন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির উপর মানুষের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তাকে মানুষের দায়িত্বে ছেড়ে দেন।" (সুনান তিরমিযী, সহীহ ইবনে হিব্বান)

সুতরাং, আপনি আপনার ওয়াজের শ্রোতা, আপনার টিভি অনুষ্ঠানের দর্শক, আপনার খুতবায় উপস্থিত মুসল্লী কিংবা পাড়া-মহল্লার সামাজিক-রাজনৈতিক নেতাদের অসন্তুষ্টিকে পরোয়া না করে, ইসলামের সঠিক রূপ হুবহু প্রকাশ করে দিন।

আর আপনি যদি মানুষের ভালোবাসার অতিরিক্ত আকাংক্ষী হয়ে থাকেন তবে জেনে রাখুন, মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার উপায় জানিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

وعن أَبي العباس سهل بن سعد الساعدي – رضي الله عنه – قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، فَقَالَ: «ازْهَدْ في الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ». حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. أخرجه: ابن ماجه (4102)، والحاكم 4/ 313.قال ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكاة المصابيح 5/13:حسن كما قال في المقدمة قال الدمياطي في المتجر الرابح 333:–أسانيده يعضد بعضا فيصير إلى حد الحسن

"এই পৃথিবীকে পরিত্যাগ করো, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের কাছে যেসব বস্তু হয়েছে সেসব পরিত্যাগ করো, মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে।" (সুনান ইবনে মাজাহ - ৪১০২, মুসতাদরাক আল হাকিম ৪/৩১৩, আবু নাঈম ৮/৪১)

আপনি মনে রাখুন, আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করলে, আল্লাহ আপনাকে রিযিক প্রদান করলে এই পৃথিবীর কোন শক্তি আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আপনার রিযিক কেড়ে নিতে পারবে না। তবে আল্লাহ মাঝে মধ্যে বান্দাহদের পরীক্ষার জন্য রিযিকের কষ্ট কিংবা বিপদের সম্মুখীন করেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বললেন,

عن أَبي العباس عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوماً ، فقال لي : {يا غلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت

على أن ينفعوك بشيء ، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف } . [رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح] قال الوادعي في الصحيح المسند 699:-صحيح لغيره

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 1/459:-حسن جيد

“আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিচ্ছি। আল্লাহর ব্যাপারে সতর্ক থাকো, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। আল্লাহকে স্মরণ করো, তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে। কোন কিছু চাইলে, আল্লাহর কাছে চাইবে, সাহায্য চাইলে, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে। মনে রাখবে, যদি পুরো জাতি তোমার কোন কল্যাণ করার জন্য একত্রিত হয় তারা ততটুকু করতে পারবে, যেটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে একত্রিত হয়, তারা ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে, কাগজ শুকিয়ে গেছে।” (সুনান তিরমিযী - ২৫১৬; ইমাম তিরমিযী হাসান-সহীহ বলেছেন, মুসনাদে আহমাদ - ২৭৬৩, ২৮০৩, মু'জামুল কাবির - ১১২৪৩)

১৩.৫. অত্যাচারী, জালেম শাসকদের তোষামোদ ও সহযোগিতা পরিহার করুন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم – : إنه سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا : يا رسول الله أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا لكم الخمس [أخرجه ابن أبى شيبة (469/7 ، رقم 37296) ، ونعيم بن حماد (150/1 ، رقم 380); قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح, شعيب الأرنؤوط :إسناده صحيح على شرط مسلم]

“তোমাদের শাসক হবে যাদেরকে তোমরা চিনতে পারবে ও প্রত্যাখ্যান করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে, তারা মুক্তি পাবে। যে ঘৃণা করবে সে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে তাদের উপর সন্তুষ্ট হবে ও অনুসরণ করবে (সে ধ্বংস)।” তারা বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না?” তিনি বললেন, “না, যতক্ষণ তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে।” (ইবনে আবি শাইবা, নাঈম বিন হাম্মাদ, শুয়াইব আল আরনাউত ও হুসাইন সালিম আসাদের মতে সহীহ)

ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র.) বলেছেন :

إِذَا رَأَيْتَ الْقَارِئَ يَلُوذُ بِالسُّلْطَانِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لِصٌّ، وَإِذَا رَأَيْتَهُ يَلُوذُ بِالْأَغْنِيَاءِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مُرَاءٍ (شعب الإيمان -8972)

“যখনই তুমি কোন আলেমকে দেখবে শাসকদের কাছে গমন করতে, জেনে রাখো, সে হচ্ছে একজন চোর। আর যদি তাকে ধনী লোকদের কাছে আনাগোনা করতে দেখো, তাহলে জেনে রেখো, সে মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করে।” (শুয়াবুল ঈমান, ইমাম বাইহাকী–৪৯৭২। ইমাম যাহাবী (র.) এর সনদকে সহীহ বলেছেন, দেখুন সিয়ারাল আলামুন নুবালা ১৩/৫৮৬। এছাড়াও সালিম হিলালী সহীহ বলেছেন। জামি লি আখলাকির রাওয়ী ওয়া আদাবীস সামী, পৃ. ১৪। একই রকম কথা আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত একটি মারফু হাদিসে রয়েছে)

যদিও ইমাম ইবনে আব্দুল বা’র (র.) ভালো ও ন্যায়পরায়ণ শাসকদের সহযোগিতার জন্য কোন কোন সালাফে সালেহীনদের নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু মনে রাখতে হবে: ...لُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
উত্তম জিহাদ হচ্ছে, অত্যাচারী শাসকের সামনে সঠিক কথা বলা - হাদিসটির ব্যাখ্যা অন্য হাদিসে এসেছে, যেখানে তা সবচেয়ে বড় জিহাদ হওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে। কারণ ঐ আলেম, অত্যাচারী শাসককে “সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ” করার পর জালেম শাসক তাকে হত্যা করে। তিনি শহীদ হয়ে যান।

সুতরাং আপনিও সত্য কথা বলার মাধ্যমে, শহীদ হওয়ার নিয়্যতে, অত্যাচারী শাসকদের কাছে যেতে পারেন, নতুবা আপনার ঈমান ও দ্বীন নিয়ে তাদের থেকে দূরে থাকুন।

ইবনে জাওযী (র.) বলেন : "আলেমদেরকে দেয়া শয়তানের ধোঁকার মধ্যে এটাও একটা যে, আলেম শাসক ও রাজা-বাদশার সাথে মেলামেশা করে; তাদেরকে তোষামোদ করে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে সংশোধন করতে পারে না। দুনিয়ার কিছু প্রাপ্তির আশায় আলেম শাসকের জন্য এমন জায়গায় ছাড় দেয় / সুযোগ খুঁজে বের করে দেয়, যেখানে কোন সুযোগ / ছাড় নেই। এই প্রক্রিয়ায় তিন দিক থেকে সমস্যা সৃষ্টি হয় :

প্রথমতঃ এর মাধ্যমে শাসক নষ্ট হয়। সে বলে, 'আমি যদি সঠিকপথে না থাকতাম, তবে আলেম অবশ্যই আমাকে সংশোধন করতেন আর আমি কিভাবে ভুল পথে থাকবো, যখন তিনি আমার বেতন নিচ্ছেন?

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ জনগণ - কারণ তারা বলে, 'এই শাসকের মধ্যে, তার ধন-সম্পদ, তার কাজকর্মে কোন সমস্যা নেই কারণ অমুক আলেম (নিয়মিত যাওয়ার পরও) তার কোন সমালোচনা করেন নি।

তৃতীয়তঃ আলেম নিজেই বিভ্রান্ত হয়। কারণ তার কাজকর্মের মাধ্যমে সে নিজের দ্বীনকে নষ্ট করে। আর শয়তান তাদেরকে এই বলে ধোঁকা দেয় যে, 'তুমিতো মুসলমানদের জন্য সুপারিশ করার জন্য শাসকের কাছে যাবে। এই ধোঁকা এভাবে চিনতে পারা যায় যে, সে ছাড়া অন্য কেউ যদি একই কাজ করতে শাসকের কাছে যায়, তবে সে তাতে সন্তুষ্ট হয় না।"

মোটকথা, শাসকদের কাছে গমনে অনেক বড় ধরনের বিপদ রয়েছে। কারণ প্রথমে হয়তো নিয়্যত (ইচ্ছা) সুন্দর থাকতে পারে কিন্তু যখন শাসক তাকে সম্মান করে কিংবা তাকে উপহার দেয় কিংবা আলেম শাসকের কাছে থাকা ধন-সম্পত্তির দিকে আকৃষ্ট হয় কিন্তু পরবর্তীতে তাদের সংশোধন করা পরিত্যাগ করে।

ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র.) বলেছেন : "আমি শাসকদের আমাকে অপদস্থ করাকে ভয় করি না; বরং আমি ভয় করি যে, তারা আমাকে সম্মান করবে এবং পরিণামে আমার মন তাদের দিকে আকৃষ্ট হবে।" (তালবিসুল ইবলিস পৃ. ১২১-১২২)

১৩.৬. সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষকে উপদেশ / প্রশ্নের উত্তর দিন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (سورة يوسف 12:108)

বল, "এটাই আমার পথ, আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান জানাচ্ছি, আমি ও আমার অনুসারীরা, স্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে। আল্লাহ মহান, পবিত্র; আমি কখনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল হব না।" (সূরা ইউসুফ ১২:১০৮)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار " . وفي رواية : " من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار " رواه الترمذي " قال ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكاة المصابيح- 1/158:حسن كما قال في المقدمة قال ابن الصلاح في فتاوى ابن الصلاح 26:-حسن

"যে ব্যক্তি কুরআনে (ব্যাখ্যায়) নিজের আপন মত খাঁটিয়ে কোন কথা বলবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।" (সুনান তিরমিযী - ২৯৫০, মুসনাদে আহমাদ - ২০৫৯, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা - ৩০১০১, সুনানুল কুবরা - ৮০৮৫)

তিনি আরো বলেছেন :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه" . رواه أبو داود وسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح قال ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكاة المصابيح- 1/161:حسن كما قال في المقدمة

"যখন কোন ব্যক্তিকে না জেনে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে (এবং সে তদনুযায়ী কাজও করেছে), তাহলে ফতোয়া দানকারীর উপরই তার গুনাহ বর্তাবে।" (সুনান আবু দাউদ)

وعن عبدالله بن مسعود قال : يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا تعلم الله أعلم

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “হে লোকসকল, যে ব্যক্তি কোন ইলম অর্জন করেছে, সে যেন তা দিয়ে কথা বলে। আর যে ব্যক্তি জানে না সে যেনো বলেঃ ‘আল্লাহ উত্তম জানেন।’ নিশ্চয়ই এটা ইলমের বহিঃপ্রকাশ যে কোন কিছু না জানলে বলাঃ ‘আল্লাহ উত্তম জানেন।’” (সহীহ বুখারি - ৪৫৩১, সহীহ ইবনে হিব্বান - ৬৫৮৫)

عن ابنِ مسعودٍ وابنِ عبَّاسٍ مَنْ أفتى النَّاسَ في كلِّ ما يسألونَه عنه فهو مجنونٌ قال ابن القيم في أعلام الموقعين 2/119:–صح عن ابن مسعود وابن عباس

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি মানুষের সকল প্রশ্নেরই উত্তর (ফতোয়া) দেয়, সে পাগল।”

عن مالك بن أنس ، قال : « إن من إذالة العالم أن يجيب كل من كلمه ، أو يجيب كل من سأله [الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي -1193]

ইমাম মালিক (রঃ) বলেন, “আলেমদের ভুলের মধ্যে এটাও একটা যে, প্রত্যেক কথার জবাব দেয়া অথবা প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দেয়া।” (ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ)

قال الإمام النووي: اعْلَمْ أَنَّ الْإِفْتَاءَ عَظِيمُ الْخَطَرِ ، كَبِيرُ الْمَوْقِعِ ، كَثِيرُ الْفَضْلِ ؛ لِأَنَّ الْمُفْتِيَ وَارِثُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ ، وَقَائِمٌ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ –.المجموع شرح المهذب

ইমাম নববী (রঃ) বলেন, “জেনে রাখো, ফতোয়া হচ্ছে অনেক বড় ঝুঁকি, অনেক বড় স্থান, প্রচুর কল্যাণ। কারণ মুফতীরা হচ্ছেন নবীদের উত্তরাধিকারী, আল্লাহ তাদের উপর রহমত করুন, তাঁরা ফরজে কিফায়া এর উপর আমল করছেন।” (মাজমু শরহুল মুহাজ্জাব)

قال الإمام ابن القيم: مَنْ أَفْتَى النَّاسَ وَلَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْفَتْوَى فَهُوَ آثِمٌ عَاصٍ ، وَمَنْ أَقَرَّهُ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ آثِمٌ أَيْضًا – إعلام الموقعين

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রঃ) বলেন, “যোগ্য মুফতী না হওয়া সত্ত্বেও যে মানুষকে ফতোয়া দেয় সে বিদ্রোহের গুনাহ করলো, আর যে সেই ফতোয়ায় একমত থাকলো, তারও একই গুনাহ হবে।”

সুতরাং, আপনি সঠিক এবং নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষকে প্রশ্নের উত্তর কিংবা ফতোয়া দিন। কোন প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে স্পষ্ট ভাবে 'আমি জানি না' কথাটি বলে দিন। যে বোঝা বহন করার সামর্থ্য আল্লাহ আপনাকে দেননি, আপনি অযথা সে বোঝা বহন করতে গিয়ে নিজেকে বিচার দিনে বিপদে ফেলবেন না। এমন কোন ব্যাপারে যদি প্রশ্ন হয়ে থাকে যার ব্যাপারে আপনার জ্ঞান নেই, অথবা এ ব্যাপারে আপনার ভাসাভাসা জ্ঞান আছে, তবে চুপ থাকাই আপনার জন্য নিরাপদ। ইমাম মালিক (রঃ) যদি অনেক প্রশ্নের উত্তর না জেনে থাকতে পারেন, তবে আপনাকে সব প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে সে বাধ্যবাধকতা কিভাবে তৈরী হলো?

১৩.৭. দাওয়াত, খুতবা কিংবা ওয়াজের সময় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করুন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا
لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا
عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً
أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (سورة يوسف 12:36-41)

তার সঙ্গে দু'যুবকও কারাগারে প্রবেশ করেছিল। তাদের একজন বলল, "আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি মদ তৈরি করছি।" অন্যজন বলল, "আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি মাথায় রুটি বহন করছি আর পাখী তাথেকে খাচ্ছে। আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলে দাও, আমরা দেখছি তুমি একজন সৎকর্মশীল লোক।" সে (ইউসুফ) বলল, "তোমাদেরকে যে খাবার দেয়া হয় তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে তার ব্যাখ্যা জানিয়ে দেব। আমার প্রতিপালক আমাকে যে ইলম দান করেছেন এটা সেই জ্ঞানেরই অংশ। যে সম্প্রদায় আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে না আর আখিরাতে অবিশ্বাসী, আমি তাদের নিয়ম নীতি পরিত্যাগ করেছি। আমি আমার পূর্বপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূবের আদর্শের অনুসরণ করি। আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করা আমার কাজ নয়। এটা আমাদের প্রতি ও মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ লোকই শোকর করে না। হে আমার জেলের সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপালক ভালো, না মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যার 'ইবাদত কর তা কতগুলো নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যে নামগুলো তোমরা আর তোমাদের পিতৃ পুরুষরা রেখেছ। এ ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। আল্লাহ ছাড়া কোন বিধান দাতা নেই। তিনি আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো 'ইবাদত করবে না, এটাই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। হে আমার জেলের সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের দু'জনের একজন তার প্রভুকে মদ পান করাবে আর অন্যজনকে শূলে দেয়া হবে, আর পাখী তার মস্তক ঠুকরে খাবে। তোমরা দু'জন যে সম্পর্কে জানতে চেয়েছ তার ফায়সালা হয়ে গেছে।" (সূরা ইউসুফ ১২ : ৩৬-৪১)

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যেভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করার সময়, প্রথমে দ্বীনের মূল বিষয়বস্তু সমূহ যেমনঃ আল্লাহর একত্ববাদ, শিরকের মূলৎপাটন, মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছেদের ঘোষণা দিয়েছেন, আপনিও আপনার প্রতিটি কথা, খুত্‌বা, লিখনীতে সেসব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহের উপর সবচেয়ে বেশী আলোকপাত করুন।

সম্পূর্ণ কুরআনে তাওহীদের আলোচনা কতটুকু হয়েছে আর ওযুর বিবরণ সম্বলিত আলোচনা কতটুকু হয়েছে? সম্পূর্ণ কুরআনে, তাগুত বা মিথ্যা ইলাহদের বর্ণনা, শিরকের ব্যাপারে মুশরিকদের যুক্তিখন্ডন, পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির কুফরীর কারণে শাস্তির ব্যাপারে আয়াত কতটি এসেছে? আর নামাজের বিস্তারিত মাসয়ালা-মাসায়েল নিয়ে আলোচনা কতটি আয়াতে এসেছে?

মুনাফিকদের পরিচয় ও তাদের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে জানা কি এ যুগের মুসলমানদের প্রয়োজন নেই? কি কি কাজ করলে বড় কুফরী হয় তা জানার কি প্রয়োজন এখনকার মুসলমানদের নেই? সকল ফিকহের কিতাবে আলোচিত "মুরতাদের হুকুম" সংক্রান্ত ইলম তথা কি কি কাজ করলে একজন মুসলমান "কাফির মুরতাদে" পরিণত হয়, তা জানার প্রয়োজন কি এ যুগের মুসলমানদের নেই? কি কি কাজ করলে বড় শিরক হয় যার কারণে আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম করে দেন, তার বিস্তারিত বিবরণ জানার প্রয়োজন কি এ যুগের মুসলমানদের নেই? কি কি কাজে বিদ্‌য়াত হয় যা করলে হাশরের দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর "হাউসে কাউসারের" প্রবেশ করা যাবে না, উনি "দূর হও দূর হও" বলে তাড়িয়ে দিবেন, তা জানার প্রয়োজন কি এ যুগের মুসলমানদের নেই?

হে মুসলমানদের উলিল আমরগণ! আল্লাহর সামনে আপনাদেরকে এ ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে।

১৩.৮. দলিল-প্রমাণ সহকারে কথা বলুন যাতে মন্দ আলেমরা ইসলামের নামে যা ইচ্ছা তা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

ইমাম ইবনে সিরীন (র.) বলেছেন : "(ইসলামের প্রথম দুই প্রজন্ম) তারা ইসনাদ (হাদিস বর্ণনাকারীদের সুত্র পরম্পরা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন না, কিন্তু যখন ফিত্‌না (যখন ভণ্ড নবীর দাবীদার মুখতার ইবনে উবাইদ এর আর্বিভাব হলো এবং হাদিস জাল (বানানো) করা শুরু হলো) সংগঠিত হলো, তখন তারা বলতেন,

(হাদিসের) 'তোমার রাবীদের (হাদিস বর্ণনাকারীদের) নাম উল্লেখ করো।'" (দেখুন সহীহ মুসলিমের ভূমিকা, ইমাম মুসলিম, ১/১৫)

তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীনদের (র.) যুগে যখন মানুষ ইচ্ছামতো হাদিস বর্ণনা শুরু করলো, অনেকে হাদিস জাল করা শুরু করলো, তখন তারা সহীহ হাদিসকে চিনার জন্য রাবীদের নাম বর্ণনা করার রীতি চালু করেন। এবং আল্লাহর রহমতে সহীহ হাদিস সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

বর্তমান ফিত্নার যুগে "নবী-রাসুলদের ওয়ারিস হওয়ার দাবীদার" ওলামায়ে সু' এর দল ইসলামকে বিকৃত করে চলছে। ইসলামের বিধি-বিধান পরিবর্তন করার মাধ্যমে দুনিয়া হতে সামান্য মূল্য গ্রহণ করছে। সুতরাং আপনারা, এই যুগে "নবী-রাসুল আলাইহিস সালামদের প্রকৃত উত্তরাধিকারীগণ" দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে প্রতিটি কথার সাথে তার যথাযথ দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করুন। যাতে সাধারণ মুসলমানগণ আলেম নামধারী জালেমদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভুলপথে চলে না যায়। যাতে ইসলামের সঠিক রূপ সংরক্ষিত থাকে।

১৩.৯. সাহস থাকলে সত্যকে প্রকাশ করে দিন, নতুবা চুপ থাকুন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (سورة الأحزاب 33:70)

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সরল সঠিক কথা বল। (সূরা আহ্যাব ৩৩ : ৭০)

আল্লাহ আরো বলেন :

وا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة البقرة 2:42)

তোমরা সত্যকে মিথ্যের সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না। (সূরা বাক্বারা ২ : ৪২)

আল্লাহ আরো বলেন :

نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ (سورة المائدة 5:106)

আর আল্লাহ্র ওয়াস্তে দেয়া সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে পাপীদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাব। (সূরা মায়িদাহ ৫ : ১০৬)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله قال : {من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت } . [رواه البخاري : 6018 ، ومسلم : 47]

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন হয় ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।" (সহীহ বুখারী - ৬০১৮, সহীহ মুসলিম - ৪৭)

সুতরাং, যে কোন ব্যাপারে সঠিক কথা জানা থাকলে বলিষ্ঠভাবে তা উল্লেখ করুন। আপনার যদি কোন বিপদের ভয় কিংবা চাকুরি হারানোর ভয় থাকে, তবে ঐ ব্যাপারে ভুল ব্যাখ্যা না দিয়ে চুপ থাকুন। নতুবা অনেক মানুষকে বিপথে পরিচালিত করার দায়ভার আপনাকে নিতে হবে।

টিভিতে কিংবা খুতবায় কিংবা বই-এ যে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার সাহস আপনি রাখেন না, সে প্রশ্নের কিংবা সে বিষয়ের অবতারণা করবেন না। বরং না জানলে বলুন : "আমি জানিনা, ভবিষ্যতে জানানোর চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ" অথবা বলুন "এ ব্যাপারে কথা বলতে আমি অপরাগ।" অবশ্য ইলম গোপন করার অপরাধে আপনাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে।

কিন্তু উপরোক্ত হাদিস অনুযায়ী, ভুল কোন ব্যাখ্যা দেয়া কিংবা মানুষের মন জোগানোর জন্য আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করার চেয়ে, চুপ থাকাও শ্রেয়।

১৩.১০. সাধারণ মুসলমানদের যথাযথ উলিল আ'মর (দায়িত্বশীল) হিসেবে দায়িত্ব পালন করুন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

ألا كلُّكم راعٍ ، و كلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه

"তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

অপর এক হাদিসে বর্ণিত আছে, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই দিনার ঋণ রেখে যাওয়া ব্যক্তির জানাজার নামাজ আদায় করা থেকে বিরত থাকেন, পরবর্তীতে আবু কাতাদাহ (রা.) ঐ দুই দিনার পরিশোধ করার ওয়াদা করলে, তিনি জানাজার নামাজ পড়েন।" (মুসনাদ আহমাদ, ৩/৬২৯; ইমাম নববীর মতে হাদিসটি 'হাসান', দেখুন : খুলাসাতুল আহকাম ২/৯৩১ এবং ইবনে মুফলিহ এর মতে 'হাসান', দেখুন : আদাবুশ শারীয়াহ-১/১০৪)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঋণ রেখে মারা যাওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করতে এবং এ ব্যাপারে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রথমে জানাজার নামাজে শরীক হতে চান নি। এভাবেই নবী এবং সমাজের দায়িত্বশীল নেতা হিসেবে তিনি মানুষকে বিভিন্ন খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন।

সুতরাং, সাধারণ মুসলমানগণের উপর দায়িত্বশীল হিসেবে আপনারাও মাঝে মাঝে হারাম উপার্জনকারীদের জানাজার নামাজ পরিত্যাগ করুন। তাদের বাসায় যেতে অপরাগতা প্রকাশ করুন। তাদের ঘরে তৈরি খাবার পরিত্যাগ করুন। যেমন : সুদভিত্তিক ব্যাংকে চাকুরিরত, হারাম সিডি-ভিসিডির দোকানদার, ডিশ-এন্টেনার ব্যবসায়ী (যেহেতু তারা অসংখ্য হারাম চ্যানেল প্রতিনিয়ত দেখাচ্ছে), পরিচিত ঘুষখোর, চোর-বাটপার, আল্লাহর দ্বীনকে হেয়-প্রতিপন্নকারী, কুরআন-সুন্নাহর হুকুমের বিরুদ্ধ মানব-রচিত আইন প্রণয়নকারী, প্রয়োগকারী ইত্যাদি। এসব বিভিন্ন রকম কুফর, শিরক ও হারামে লিপ্ত লোকজনের সাথে সর্বদা স্বাভাবিক আচরণ করতে থাকায় ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে এসব গুনাহের ব্যাপারে এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়ে গেছে।

আপনাকে এ ব্যাপারে আল্লাহর সামনে জবাবদিহী করতে হবে।

১৩.১১. "ফিতনা সৃষ্টি" হওয়ার অযুহাত দেখিয়ে সত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবেন না।

"সমাজে ফিত্না সৃষ্টি হবে" এই অযুহাতের মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত শিরক, কুফর, ইরতিদাদের বিরুদ্ধে কথা না বলার ক্ষেত্রে, চিন্তা করুন :

আল্লাহ বলেছেন :

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (سورة البقرة 2:191)

তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে। বস্তুতঃ ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর। তোমরা মাসজিদে হারামের নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করো না, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ না করে, কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদের হত্যা কর, এটাই কাফিরদের প্রতিদান। (সূরা বাক্বারা ২ : ১৯১)

আল্লাহ বলেছেন :

পবিত্র মাসে লড়াই করা সম্বন্ধে তোমাকে তারা জিজ্ঞেস করছে। বল, এতে যুদ্ধ করা ভয়ঙ্কর গুনাহ। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র পথ হতে বাধা দান, আল্লাহ্‌র সঙ্গে কুফুরী, কা'বা গৃহে যেতে বাধা দেয়া এবং তা থেকে তার

বাসিন্দাদেরকে বের করে দেয়া আল্লাহ্র নিকট তার চেয়ে অধিক অন্যায়। ফিতনা হত্যা হতেও গুরুতর অন্যায়। যদি তাদের সাধ্যে কুলায় তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন হতে ফিরিয়ে না দেয় এবং তোমাদের যে কেউ নিজের দ্বীন হতে ফিরে যায়, অতঃপর সেই ব্যক্তি কাফির অবস্থায় মারা যায়, তবে এমন লোকের কর্ম দুনিয়াতে এবং আখিরাতে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর এরা অগ্নিবাসী, চিরকালই তাতে থাকবে। (সূরা বাক্বারা ২:২১৭)

সম্পূর্ণ আয়াতটি পড়লে বুঝা যায় এখানে "ফিতনা" অর্থ কি? ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এই আয়াতে "ফিতনা" অর্থ শিরক।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن (صحيح البخاري. كتاب الإيمان باب من الدين الفرار من الفتن)

শীঘ্রই এমন দিন আসবে যেদিন মুসলমানের উত্তম সম্পদ হবে বকরী, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় অথবা বৃষ্টিস্থলে চলে যাবে। ফিতনা থেকে সে তার দ্বীন নিয়ে পালিয়ে যাবে। (সহীহ বুখারী)

তাই সমাজের মানুষ শিরক, কুফর, ভ্রান্ত আক্বীদাতে লিপ্ত থাকাই হলো "ফিতনা"। এই "ফিতনা" দূর করাই নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামদের মূল কাজ ছিলো। তাঁদের উত্তরাধিকারী প্রকৃত আলেমদের মূল কাজও তাই।

এখন যে কোন খোঁড়া যুক্তিতে ফিতনা হবার ভয়ে নবী-রাসুলদের মূল কাজই পরিত্যাগ করা, শিরকের বিরোধিতা করা, ইরতিদাদের কারণসমূহ ও হুকুম আলোচনা না করা কি হিকমাহ্, নাকি পলায়নপরতা?

১৪. উপসংহার :

ইমাম নববী (র.) বলেছেন : "এই (দ্বীন এর ইলম) সম্পূর্ণভাবে যোগ্য এবং যার দ্বীনের প্রতি দায়িত্বশীলতা ইতিমধ্যে প্রমাণিত, যার যথার্থ ইলম রয়েছে এবং যার তাকওয়া বা আল্লাহভীতি পরিচিতি লাভ করেছে এমন আলেম ছাড়া অন্য কারো হতে গ্রহণ করা উচিত নয়। মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন, মালিক বিন আনাস এবং সালাফে সালেহীনদের অনেকে বলেছেন, '(ইসনাদের) এই ইলম দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং লক্ষ্য রাখো, কার কাছে থেকে তুমি তোমার দ্বীন গ্রহণ করছো?'" (দেখুন : ইমাম নববী (রঃ) রচিত তিব্ইয়ান ফিল আদাবীল হামালাতাল কুরআন, পৃ. ১৩)

বড় কোন অসুখ হলে, ভালো ডাক্তার খুঁজে নেয়ার ব্যাপারে, ভালো ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য আমরা যতটুকু চেষ্টা করি, যতটুক শক্তি-সামর্থ্য-সময় ব্যয় করি, জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য, জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য, সঠিক দ্বীন-ইসলাম শিখার জন্য, "নবী রাসুলদের" প্রকৃত উত্তরাধিকারীদেরকে খুঁজতে কি আমরা তার কিয়দাংশও ব্যয় করি?

জায়গা, ফ্ল্যাট ইত্যাদি কেনার সময় আমরা যে পরিমাণ সতর্কতার সাথে দলিল-দস্তাবেজ যাচাই-বাচাই করে থাকি, খোঁজ-খবর নিয়ে থাকি, দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহের ইলম অর্জনের সময় কি আমরা নূন্যতম ততটুকু সতর্ক থাকি?

বর্তমানে মুসলমানদের একদল সরাসরি কুরআন ও হাদিসের অনুবাদ থেকে সবকিছু বুঝে ফেলবে বলে ধারণা করছে। অপর দল নিজেদের জন্য কুরআন-হাদিস পড়া নিষিদ্ধ করে নিয়েছে। কিংবা যাকে অনুসরণ করছে, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঐ আলেমের নূন্যতম যোগ্যতা রয়েছে কিনা, তা যাচাই করার প্রয়োজনবোধ করছে না। অন্যরা নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামদের সবচেয়ে যোগ্য উত্তরাধিকারী আলেমদেরকে খুঁজে বের করার প্রয়োজনবোধ করছে না।

সাধারণ মুসলমানদের জন্য আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া অপরিহার্য, কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যাচাই বাছাই না করে, যে কোন আলেমের কাছে যাওয়া অনুচিত বরং বিধ্বংসী হতে পারে। তাই আমাদেরকে নবী-রাসুলদের প্রকৃত উত্তরাধিকারীদেরকে খুঁজে বের করে তাঁদের কাছ থেকে দ্বীন শিক্ষা করতে হবে।

হে আল্লাহ, এই অধমকে দিয়ে তুমি যা লিখিয়েছ, তাকে তার উপর আমল করার তাউফিক দাও।

হে আল্লাহ, আমাদের সবাইকে নবী-রাসুলদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী আলেমদের থেকে দ্বীনের ইলম অর্জনের সুযোগ দান কর।

হে আল্লাহ, ওলামায়ে রব্বানীদেরকে তুমি মুসলমানদের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করে দাও।

হে আল্লাহ, তোমার জমীনগুলোতে আলেমদের রাজত্ব কায়েম করে দাও।

হে আল্লাহ, এই বাংলার জমীনে তুমি আলেমদের রাজত্ব কায়েম করে দাও।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তুমি ওলামায়ে রব্বানীদের সোহবতে থাকার তাউফিক দাও।

হে আল্লাহ, ওলামায়ে সুদের ফিতনা থেকে তুমি আমাদেরকে ও মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা কর।

হে আল্লাহ, ওলামায়ে সুদেরকে তুমি লাঞ্চিত ও অপদস্থ কর। সবার সামনে তাদের মুখোশ উন্মোচিত করে দাও।

হে আল্লাহ, এমনিতেই এই শেষ সময়ে ঈমানের উপর চলা অনেক কষ্টকর, এই সময় এই দুনিয়ালোভী আলেমদের মাধ্যমে আমাদের জন্য ফিতনাকে আরো বাড়িয়ে দিও না।

হে আল্লাহ, তোমার রহমত ও ক্ষমা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। তুমি যদি আমাদেরকে ছেড়ে দাও, তাহলে আমরা পথহারা হয়ে যাব।

হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।

হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে জান্নাতীদের মধ্যে সামিল করে নাও।

হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে শাহাদের মৃত্যু দান কর।

হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে তোমার তওবাকারী, ইবাদতকারী, তোমার তাসবিহ পাঠকারী, শুকরিয়া আদায়কারী, জিকিরকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, তোমার পথে জিহাদকারী, সালেহীন বান্দাহদের মধ্যে সামিল করে নাও।

হে আল্লাহ, এই ক্ষুদ্র সংকলনকে তুমি শুধু তোমার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়েছে হিসেবে কবুল করে নাও।

হে আল্লাহ, এই সংকলনের মধ্যে তুমি বারাকাহ দান কর।

হে আল্লাহ, এর মাধ্যমে তোমার ঐ সকল বান্দাহদের চোখ খুলে দাও যাদের অন্তরে কল্যাণ আছে।

হে আল্লাহ, এর মাধ্যমে তুমি তোমার ঐ সকল বান্দাহদেরকে জাগিয়ে দাও যারা তাদের দায়িত্ব ভুলে ঘুমিয়ে আছে।

হে আল্লাহ, তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পছন্দনীয় পথে চলার তাউফিক দাও, দুনিয়া থেকে দ্বীনকে বেশী প্রাধান্য দেয়ার তাউফিক দাও, তোমার পথে নিজেদের জান-মাল কুরবানী করার তাউফিক দাও।

হে আল্লাহ, তোমার জমীনগুলোতে তোমার শরীয়াতকে বিজয়ী করে দাও।

হে আল্লাহ, কাফির-মুশরিকদের শক্তি খর্ব করে মুসলমান-মুজাহিদীনদেরকে তুমি জমীনগুলোতে তামকীন দান কর।

অসংখ্য সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।